আরব বিশ্বের খ্যাতিমান হাফিজুল হাদিস, ফতহুল বারি'র সফল টীকাকার

আবদুল্লাহ আল দুয়াইশ

রচিত

সহিহ-যয়িফ সংক্রান্ত

নাসিরুদ্দিন আলবানি'র হাদিস গবেষণা: একটি পর্যালোচনা

অনুবাদ

ড. আবিদুর রহমান তালুকদার

আরব বিশ্বের খ্যাতিমান হাফিজুল হাদিস, ফতহুল বারি'র সফল টীকাকার

আবদুল্লাহ আল দুয়াইশ

রচিত

সহিহ-যয়িফ সংক্রান্ত

নাসিরুদ্দিন আলবানি'র হাদিস গবেষণা একটি পর্যালোচনা

تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني

تنبيه القارئ لتضعيف ما قوّاه الألباني

অনুবাদ

ড. আবিদুর রহমান তালুকদার

বিএ. (অনার্স), এমএ. (প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয়)

(আরবি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

এমএ. (ইসলামিক স্টাডিজ, সাদার্ন ইউনিভার্সিটি)

কামিল. (প্রথম শ্রেণি), দাওরায়ে হাদিস (মমতায)

পিএইচডি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সহিহ্-য‘য়িফ সংক্রান্ত
নাসিরুদ্দিন আলবানি’র
হাদিস গবেষণা: একটি পর্যালোচনা

تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني
تنبيه القارئ لتضعيف ما قوّاه الألباني

রচনায়:

আবদুল্লাহ আল দুয়াইশ

অনুবাদ:
ড. আবিদুর রহমান তালুকদার

প্রকাশনায়:

প্রথম সংস্করণ:
প্রচ্ছদ:
গ্রাফিক্স:
মুদ্রণ:
মূল্য:
পরিবেশক:

গ্রন্থকারের জীবনী

হাফিজুল হাদিস আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল দুয়াইশ খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী একজন বিদগ্ধ ও পণ্ডিত আলিম। তিনি সউদি আরবের আল যুলফা শহরে সাবিই গোত্রে (১৩৩৭/১৯৫৪) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে দুধপানরত অবস্থায় তার মাতা মৃত্যুবরণ করেন। বাল্যবয়সেই তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় অভিনিবেশ করেন। স্থানীয় শিক্ষকদের নিকট প্রাথমিক পাঠ-গ্রহণশেষে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের লক্ষে তিনি ১৩৯১ হিজরিতে মদিনায় আগমন করেন এবং জ্ঞানার্জনে কঠোর সাধনা করেন। ইসলামি শরি'য়তের বিভিন্ন শাস্ত্রের দুর্লভ গ্রন্থাবলি মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। তিনি আসলাফ এর ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন পরম যত্নশীল। যার ফলে তাদের ঐতিহ্য-সম্বলিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়নে অত্যদিক গুরুত্বারোপ করেন। পূর্বসূরীদের আমল-আখলাক ও তাকওয়া-পরহেযগারি দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হন। ফিকহ ও আকাইদ শাস্ত্রে তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও তার শিষ্যদের প্রতি ছিলেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল। স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী হবার কারণে পূর্বসূরীদের গ্রন্থাবলি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি তাদের মতামত কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাই করে দেখতেন। হাদিস, উসূলে হাদিস, রিজাল শাস্ত্র, তাফসির, উসূলে তাফসির, ফিক্হ ও নাহ্ভ ইত্যাদি বিষয়ে অল্প সময়ে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সিহাহ সিত্তা'র মতো বিশাল হাদিস-সম্ভারের হাফিজ। লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তিনি ১৩৯৫ হিজরিতে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এবং এতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তার আখলাক-চরিত্র ছিল অণুসরনীয়। তিনি ছিলেন ইবাদত-বন্দেগিতে অক্লান্ত সাধনাকারী, স্বল্পভাষী ও নিভৃতচারী জ্ঞানসাধক, নম্রস্বভাব ও অল্পেতুষ্টি ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান ভূষণ। তিনি উন্নত ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ধৈর্য, জনপ্রিয়তা, বদান্যতা, অভিজাত্য ও ছাত্রবাৎসল্য ছিল তার চরিত্রের প্রধান দিক। প্রখর ধী-শক্তির পাশাপাশি তিনি বিস্ময়কর ও ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ১৩৯৭ হিজরিতে নাসিরুদ্দিন আলবানি'র সাথে মদিনা মুনাওয়ারায় তার সাক্ষাত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার সাথে আলাপ আলোচনা, মতপার্থক্য ও কশমকশ হয়। শরি'য়তের বিভিন্ন শাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তির গভীরতা দেখে শাইখ আলবানি অভিভূত হন। তার প্রশংসা করতে গিয়ে আলবানি বলেন, 'আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী'।

তিনি (১৪০৯/১৯৮৯) শনিবার সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর।

তিনি ১১টি গ্রন্থ রচনা করেন।

1- التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد .
2- الزوائد على مسائل الجاهلية.
3- الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات.
4- دفاع أهل السنة و الايمان عن حديث خلق ادم على صورة الرحمن.
5- المورد الزلال فى التنبيه على أخطاء الظلال.
6- التنبيهات النقيات على ما جاء فى أمانة مؤتمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
7- تنبيه القارىء على تقوية ما ضعفه الألبانى.
8- الكلمات المفيدة على تاريخ المدينة .
9- إرسال الريح القاصف على من أجاز فوائد المصارف .
10- مختصر بدائع الفوائد.
11- التعليق على فتح البارى.

উৎসর্গ

প্রথম শতাব্দীর আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ওয়াল ফিকহ **ইমাম আযম আবু হানিফা** ও তাঁর সমসাময়িক ফকিহ ও মুহাদ্দিস সুফ্‌য়ান সওরি, আওযা'য়ি, মিস'আর বিন কিদাম ও লাইস ইবনু সা'দ, দ্বিতীয় শতাব্দীর আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও **ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল,** তৃতীয় শতাব্দীর আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ইমাম **আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আল বুখারি,**

বিশেষত এ উপমহাদেশে যারা উলুমে হাদিসের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং আমি যে সকল উস্তায থেকে হাদিসের দরস গ্রহণ করে এ গ্রন্থ অনুবাদের তাওফিক লাভ করেছি।

মহান আল্লাহর শাহি দরবারে তাদের মাগফিরাত ও জান্নাতের আ'লা মাকাম কামনা করি।

ভূমিকা

নাসিরুদ্দিন আলবানি একজন বহুমুখী প্রতিভাধর ও প্রখর ধী-শক্তিসম্পন্ন মুহাদ্দিস। হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রে বর্তমান শতাব্দির দিকপাল। সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের সনদ ও মতনে তিনি সুনিবিড় নীরিক্ষা পরিচালনা করেন। আরব বিশ্বে তিনি বেশ নন্দিত ও জনপ্রিয়। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে রয়েছে তার কম-বেশি ভক্ত-অনুরক্ত। হাদিস শাস্ত্রে গবেষণার পাশাপাশি তিনি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও স্বকীয় মতাদর্শও লালন করেন। যে চিন্তাধারা খাইরুল কুরুন তথা প্রথম তিন শতাব্দির আসলাফ এর নীতি-আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। আলবানি'র নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে মুসলিম বিশ্বে গড়ে উঠেছে একটি বিতর্কিত বলয়। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিভেদ ও ফিতনা-ফসাদ সৃষ্টি করা তাদের প্রধান কর্মসূচি। ইহুদি-খ্রিস্টানের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব বিশ্বের কয়েকটি সরকার এতে অর্থায়ন করছে। একপেশে চিন্তাধারা ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে তার হাদিস গবেষণা মুসলিম বিশ্বের হক্কানি উলামাদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। 'সালাফি' 'আহলে হাদিস' বা 'গাইরে মুকাল্লিদ' নামের ছদ্মাবরণে একটি গোষ্ঠী তার মতবাদের প্রচারক। এর কোনোটিই তাদের আসল পরিচয় নয়; মূলত তারা হলো লা-মাযহাবি। মাযহাব বিরোধিতার আড়ালে মুসলিম সমাজে বিভেদ-বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ করাই তাদের মূল লক্ষ। সাহাবায়ে কেরামের মুবারক সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাবি'ই ও প্রথম শতাব্দির ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব তাদের মূল টার্গেট। তাদের মূল বক্তব্য হলো, যে সকল হাদিস শতাব্দিকাল ধরে হানাফি মাযহাবের অনুসারীগণ আমল করে আসছে তা য'য়িফ ও দুর্বল।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দিকে হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ শতাব্দিতেই সিহাহ সিত্তাহ সংকলিত হয়। প্রাথমিক বাছাইপর্বে বুখারি-মুসলিম ভিন্ন বাকি চারটি কিতাবে কয়েকটি য'য়িফ হাদিস থেকে যায়। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম এর ব্যাপারে ইমাম যাহাবি বলেন, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আলিমগণ এই মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এ দুটি গ্রন্থের সকল হাদিস সহিহ। জমহুর উলামা'র সিদ্ধান্তের বিপরীত আলবানি বুখারি-মুসলিমেও শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করেছেন। হিজরি চতুর্থ শতাব্দি ও তার পরেও সহিহ হাদিস থেকে য'য়িফ হাদিস বাছাই করণে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। ক. কট্টরপন্থি মুহাদ্দিস; হাদিস যাচাই-বাছাইয়ে তারা এতটাই কঠোরতা অবলম্বন করেন যে, অনেক সহিহ হাদিসকেই য'য়িফ সাব্যস্ত করেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল জাওযি, ইবনুল কাইয়িম ও ইবনু দাকিকুল ঈদ এ শ্রেণিভুক্ত। খ. শৈথিল্যপন্থি মুহাদ্দিস; হাদিস বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তারা এতটাই নমনীয় যে, অনেক য'য়িফ হাদিসকেই সহিহ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইমাম ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা ও হাকিম নিশাপুরি এ গোত্রভূক্ত। গ. মধ্যপন্থি মুহাদ্দিস; তারা হাদিসকে বিশুদ্ধতার কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপণীত হন। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি ও ইমাম যাহাবি এ শ্রেণির সর্বশীর্ষে। কোনো হাদিস সম্পর্কে উপর্যুক্ত দুইজন মুহাদ্দিস এর নির্দেশনা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, উপর্যুক্ত তিন শ্রেণির কেউ হানাফি মাযহাবের আমলকৃত কোনো হাদিস য'য়িফ সাব্যস্ত করার স্পর্ধা দেখায়নি। ইসলাম চার মাযহাবের আলোকে পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ

করে হিজরি প্রথম শতাব্দি থেকে। হাজার বছরের ইতিহাসে এতে কেউ আপত্তি তোলেননি। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১) বলেন, "সহিহ হাদিসের পাশাপাশি হানাফি মাযহাবের প্রতিটি মাসআলার মূল উপজীব্য হলো রসূলুল্লাহ'র জীবনের সর্বশেষ আমল। যার অনুকূলে জলিলুল কদর কোনো না কোনো সাহাবির আমল বিদ্যমান"। সাহাবায়ে কেরামের ইলমের সার-নির্যাস হযরত আলি (রাদি.) ও ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর আমল ও মতামতই হলো হানাফি মাযহাবের মূল ভিত্তি। এ মাযহাব হাজার বছরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং পৃথিবীর সর্বাধিক মুসলমানের শান্তি ও ঐক্যের শামিয়ানা হিসেবে পরিগণিত।

শরি'য়তে প্রতিটি বিষয়ের শুদ্ধাশুদ্ধতার মানদণ্ড হলো খাইরুল কুরুন এর মহা-মনীষীদের উক্তি, আমল ও সিদ্ধান্ত। এর বাইরে কারো উক্তি, আমল ও মতবাদ গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তাকলিদ বা মাযহাবের অনুসরণসহ 'তানকিদে হাদিস'ও একটি মীমাংসিত বিষয়। আসলাফ তথা পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তের বাইরে কারো গবেষণা-নির্দেশনা অনুসরণযোগ্য নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের মুবারক সান্নিধ্যের কারণে তারা ছিলেন সকল প্রকার জাগতিক স্বার্থের উর্ধ্বে । পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের মানুষ লোভ,স্বার্থপরতাসহ নানাবিধ মানবিক দোষ-ত্রুটির আধার। তাদের কারো সিদ্ধান্ত মুসলিম উম্মাহ'র নিকট মান্যবর হতে পারে না। নাসিরুদ্দিন আলবানি বিদগ্ধ মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও তার গবেষণা পক্ষপাতদুষ্টতায় অভিযুক্ত। আসলাফ এর গবেষণার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করার কারণে বিশ্বের সর্বস্তরের আলিমদের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। তিনি পদে পদে শিকার হয়েছেন প্রভূত ভুল-ভ্রান্তির। মুসলিম বিশ্বের মুহাক্কিক আলিমগণ হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রে তার একপেশে বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। আলবানি'র সমগোত্রীয় সওদি মুহাদ্দিস ও তার ঘনিষ্ট সহচর আবদুল্লাহ আল দুআইশ স্বীয় পূর্বসূরীর ভুল-ত্রুটি আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন এই গ্রন্থে। তিনি প্রমাণ করেছেন আলবানি'র হাদিস গবেষণা নির্দ্বিধায় ও বিনা বাক্যে মেনে নেয়া যায় না। হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রে তার মতামত দলিল-প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা যায় না। বইটির আদ্যোপান্ত অধ্যয়নে একজন পাঠক তার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ লাভ করবে । গ্রন্থকারের ভূমিকার প্রাথমিক অংশটি প্রণিধানযোগ্য।

"এ গ্রন্থে এমন কিছু হাদিস ও আসার (সাহাবায়ে কেরামের বাণী) আলোচনা করা হয়েছে, যা শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি'র বিভিন্ন রচনাবলি থেকে অবগত হয়েছি। যে বিষয়টি বিজ্ঞ আলিমদের নিকট তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। যেখানে তিনি কোনো প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। আবার অনেক হাদিসকে তিনি এক বিষয়ে ضعيف বলেছেন, অথচ অন্য জায়গায় একই হাদিসকে সহিহ (صحيح) ও শক্তিশালী (قوي) বলে মন্তব্য করেছেন। আবার কিছু হাদিস এর ব্যাপারে 'আমি হাদিসটি পাইনি, আমি অবগত নই' এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যে, তারা শাইখ আলবানি'র কথা কোনো প্রকার চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। যে হাদিস সহিহ (صحيح) অথবা হাসান (حسن) স্তরের, অথচ তিনি যাচাই না করে ضعيف বলে ঢালাও মন্তব্য করেছেন। তা আমি দলিল-প্রমাণ সহকারে বর্ণনা করেছি"।

গ্রন্থটি মূলত ‘উসূলে হাদিস’ ও ‘রিজাল’ শাস্ত্র-সমন্বিত। সাধারণ কোনো আলিমের জন্য এই গ্রন্থ প্রযোজ্য নয়। হাদিস ও উসূলে হাদিস এর সাথে যাদের ন্যুনতম রুচিবোধ আছে, তাদের নিকট বইটি উপাদেয় খোরাক। তদুপরি ফিতনা-ফ্যাসাদের এ যুগে হক্কানী আলিমদের জন্য মজবুত দলিল। এ দেশের টিভি চ্যানেলের সার্টিফিকেট সর্বস্ব ও আলখেল্লা পরিহিত আলেম ও তাদের সাধারণ শিক্ষিত অনুসারীদের জন্য বইটি হেদায়াতের মাইলফলক। সত্য উদঘাটনের মোক্কম হাতিয়ার। গ্রন্থটির অধিকাংশ হাদিস সিহাহ সিত্তা ব্যতীত অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের। সাধারণ পাঠকের জন্য এতে রয়েছে অনেক অজানা হাদিস সম্পর্কে অবগতি লাভ করার অবারিত সুযোগ।

গ্রন্থটির সহজ-সরল অনুবাদ করাই ছিল আমার প্রধান মিশন। এতদসত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের উপকারিতার ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ রেখে হাদিসসমূহের অনুবাদ করার মতো একটি দুঃসাধ্য বিষয়ে হাতে দিয়েছি। গ্রন্থকার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ হাদিসের এক বা একাধিক বাক্য উল্লেখ করে তার সনদ ও মতন সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করেছেন। একটি হাদিসের পূর্বাপর ও অগ্র-পশ্চাত অবগত না হয়ে তার অনুবাদ করা একটি কঠিন ব্যাপার। যার ফলে আমাকে মূল হাদিস ও তার উৎসগ্রন্থ অনুসন্ধানে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে হয়েছে। অনুবাদের নিমিত্তে অনেক সময় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করে একজন মুসলমানও ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ করলে এবং হেদায়াতের দিশা পেলে নিজেকে স্বার্থক মনে করবো। কোনো গবেষক বা মুহাক্কিক আলিমের দৃষ্টিতে গ্রন্থটি হৃদয়গ্রাহ্য হলে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের একটি উপযুক্ত পন্থা হিসেবে গণ্য করবো।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, যেনো এ মেহনত হাদিসে রসূল এর খেমদমত ও পরকালে নাজাতের পাথেয় হিসেবে কবুল হয়। এটি ছাপানোর ক্ষেত্রে এমন একজন আল্লাহর মুখলিস বান্দা সহযোগী ভূমিকা পালন করেছেন, যিনি নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। আল্লাহ তা’য়ালা তাকে জাযায়ে খাইর দান করুক।

ড. আবিদুর রহমান তালুকদার
০১৮৮১ ৭১৪৯৮৩
১০ জানুয়ারী, ২০২২ খ্রি.
abidtalukdar89@gmail.com

আবদুল আযিয বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল মুশাইকিহ এর অভিমত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

ভুল-ত্রুটি মানব জীবনের একটি সহজাত অধ্যায়। তবে ইজতিহাদগত ভুল কখনো ধর্তব্য হতে পারে না। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। জ্ঞানী লোক থেকে মাঝে-মধ্যে অনেক ভুল -ত্রুটি সংগঠিত হয়। আমাদের সমাজে এমন অনেক বিজ্ঞ লোকও রয়েছেন, যারা সে ভুল সংশোধনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের মাধ্যমে জ্ঞানী লোকদের আক্রমন করা উদ্দেশ্য নয়।

শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি আরব বিশ্বের এমন একজন আলিম, যার নিকট থেকে অনেক ত্রুটি সংগঠিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'র প্রচার-প্রসারে তিনি যে অবদান রেখেছেন, সে তুলনায় এ সকল ভুল-ত্রুটি মহাসাগরের কয়েকটি ফোঁটার মতো। শর'ই বিষয়ে কারো ভুল-ত্রুটি প্রকাশিত হবার পর জ্ঞান-সাধকের সামনে সঠিক বিষয়টি তুলে ধরা মুমিনে কর্তব্য। প্রচীনকাল থেকে এ ধারা অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। আমাদের আসলাফ তথা পূর্বসুরীদের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মহব্বতের ক্ষেত্রে কোনো বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে না। এটি দ্বিতীয় খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর একটি আদর্শ। তিনি বলেন, رحم الله امرأً أهدى إلينا عيوبنا

"আল্লাহ ঐ সকল লোকদের রহম করুক, যারা আমার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন"।

আমি জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বিশেষত ইলমে হাদিস এর শিক্ষার্থীদের জন্য تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني নামক কিতাবটি উপস্থাপন করছি। এটি দু খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিন প্রকার হাদিস আলোচনা করা হয়েছে।

১. ঐ সকল হাদিস যে গুলি শাইখ আবদুল্লাহ সহিহ হিসেবে প্রমাণ করেছেন। এ প্রকারের হাদিস হলো ১ নং থেকে ১০৫ নং পর্যন্ত।

২. যে সকল হাদিস এর ব্যাপারে শাইখ আলবানি বলেছেন, এগুলোর সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই। এ ধরণের হাদিস রয়েছে ১৪টি।

৩. যে সকল হাদিস শাইখ আলবানি বিভিন্ন স্থানে য'য়িফ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবার অন্য জায়গায় সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরণের হাদিস ১৭৫টি।

এ প্রকারের হাদিসসমূহ প্রকৃতপক্ষে সহিহ। অথবা বিভিন্ন পদ্ধতিতে (طرق متعددة) বর্ণিত হবার কারণে কিংবা এ ধরণের অর্থবোধক অন্য হাদিস (شواهد) বিদ্যমান থাকার কারণে হাসান (حسن) এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এখানে এমন হাদিসও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে। ৫ নং থেকে ৩৯ নং পর্যন্ত হাদিস এ প্রকারের।

এখানে এমন কিছু হাদিস রয়েছে, যেগুলোকে শাইখ আলবানি বিভিন্ন কিতাবে ইমাম বুখারি ও মুসলিম এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি অন্য জায়গায় হাদিসটি ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। ৫৩ নং হাদিসে বিষয়টি পাঠকের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তৃতীয় প্রকারে ঐ সকল হাদিস আলোচনা করা হবে, যে গুলোকে শাইখ আলবানি হাদিসের রাভি একজন হবার কারণে বিভিন্ন জায়গায় ضعيف হওয়া সত্ত্বেও সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাকে সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুক। এ ধরণের হাদিস রয়েছে ১৩টি। এ সকল হাদিস দুই প্রকারের ।

প্রথম প্রকারে রয়েছে ১,৩,৭,ও ৮ নং হাদিস।

দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে ঐ সকল হাদিস, যে গুলোকে শাইখ আলবানি রাভি একজন হবার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে ضعيف আখ্যায়িত করেছেন। এ গুলো হলো , ২,৪,৫,৬,৭,৯,১০,১১,১২ও ১৩ নং হাদিস।

দ্বিতীয় প্রকারের কাজ সম্পন্ন করার পূর্বে শাইখ আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি এটির নামকরণ করার সুযোগও লাভ করেননি। যার ফলে প্রথম খণ্ডের নামানুসারে দ্বিতীয় খণ্ডের নামকরণ করেছি تنبيه القارئ لتضعيف ما قواه الألباني।

বিজ্ঞ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলা দরকার, আমি শাইখ আবদুল্লাহ রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের পাদটীকা লেখার দুঃসাহসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। যেমন- , تمام المنة, آداب الزفاف صحيح السنن الثلاثة ইত্যাদি। যার কিছু অংশ সম্পন্ন হয়েছে তার শেষ জীবনে। আর কিছু তার জীবনাবসানের পর। তেমনিভাবে এ কিতাবটিতেও আমি একটি টিপ্পনি সংযোজন করেছি। আমার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিস্থিতি আমাকে এটি করতে বাধ্য করেছ। কেননা শাইখ আলবানি'র জ্ঞানের বিচরণ ভূমিতে নৈমিত্তিক নিত্য-নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হতো। যা পাঠকের সামনে তুলে ধরা আমার পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করি।

উদাহরণস্বরূপ এই গ্রন্থের لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ২৮৫ নং হাদিসটি শাইখ আলবানি المشكاة ও تمام المنة কিতাবে ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। আমার ধারণা শাইখ আবদুল্লাহ কিতাব দুটির প্রথম সংস্করণের মতামতের উপর ভিত্তি করে হাদিসটি ضعيف হিসেবে আলোচনা করেছেন। অথচ তিনি কিতাবটির দ্বিতীয় সংস্করণের ২৯২ পৃষ্ঠায় এ মত প্রত্যাহার করেছেন। শাইখ আবদুল্লাহ কিতাবাটির একটি পাণ্ডুলিপি শাইখ বিন বাঝ এর নিকট পাঠান। তিনি লেখকের গবেষণা ও জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিন বাঝ পাণ্ডুলিপিখানা আমার নিকট হস্তান্তর করেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি আমারই সম্পাদিত। যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করেছে। এটিকে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাদিসের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সাজিয়েছি।

আল্লাহ সবাইকে সত্য উদঘাটন করার তাওফিক দান করুক। দীনের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা দান করুক। সত্যের প্রতি ফিরে আসার তাওফিক দান করুক। জ্ঞানপিপাসুদের উপকার সাধনের জন্যে শাইখ আবদুল্লাহকে আল্লাহ মাগফিরাত দান করুক। শাইখ আলবানিকে সত্যের প্রতি হেদায়ত দান করুক। আমাদের এবং সকল মুসলিমের গুনাহ মার্জনা করুক।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

পুনশ্চ: শাইখ আবদুল্লাহ ৯২ টি হাদিস সম্বলিত তার লিখিত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানির নিকট প্রেরণ করেন। এবং তার জবাবের অপেক্ষা করেন। যা এখনো পাওয়া যায়নি।

আবদুল আযিয বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল মুশাইকিহ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، جامع الخلق ليوم الدين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الراكعين الساجدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

এ গ্রন্থে এমন কিছু হাদিস ও আসার (সাহাবায়ে কেরামের বাণী) আলোচনা করা হয়েছে। যা শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি এর বিভিন্ন রচনাবলি থেকে অবগত হয়েছি। যে বিষয়টি বিজ্ঞ আলিমদের নিকট তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য মনে করি। যেখানে তিনি কোনো প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। আবার অনেক হাদিসকে তিনি এক বিষয়ে ضعيف বলেছেন, অথচ অন্য বিষয়ে একই হাদিসকে সহিহ ও শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আবার কিছু হাদিস এর ব্যাপারে "আমি হাদিসটি পাইনি। আমি অবগত নই" এ ধরণের মন্তব্য করেছেন। আমি অনেক মানুষকে দেখেছি, তারা শাইখ আলবানি'র কথা কোনো প্রকার চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

যে হাদিস সহিহ অথবা হাসান স্তরের, অথচ তিনি যাচাই না করে ضعيف বলে ঢালাও মন্তব্য করেছেন। তা আমি দলিল-প্রমাণ সহকারে বর্ণনা করেছি। এমন অনেক হাদিস আমি পেয়েছি, যা তিনি কোনো বিষয়েضعيف সাব্যস্ত করেছেন পরবর্তীতে তিনি গবেষণা করেছেন, আমি তা ضعيف হিসেবে বর্ণনা করার পর তার গবেষণার বিষয়টি আলোচনা করেছি। তিনি যে সকল গ্রন্থে এ ধরণের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে যে অবগত নয়, সে যেনো হাদিসটি সাধারণভাবে ضعيف মনে না করে। অনেকে মনে করে, তিনি নির্দিষ্ট সনদের ভিত্তিতে একটি হাদিসকে ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ হাদিসটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হবার কারণে সহিহ এর স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই বিষয়টিও পাঠকের সামনে স্পষ্ট করা দরকার। যেমন -

ضعيف الجامع কিতাবের ২৭৪ পৃষ্টায়

صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعًا وعشرين أو خمسًا وعشرين درجة

হাদিসটি ضعيف মন্তব্য করার পর صحيح أبو داود এর পাদটীকায় সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ জন্য তিনি হাদিসটি বর্ধিত অংশ ব্যতীত এখানে বর্ণনা করেছেন। কেননা হাদিসটির অনেক شواهد বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি পাঠকের জানা থাকা উচিত যে, তিনি যখন কোনো হাদিস এর মান নির্ণয় না করে বর্ণনা করেন, তখন পাঠকের উচিত হলো, তার মান যাচাই করে দেখা। পাঠকের নিকট এ কথা অবিদিত নয় যে, তিনি কোনো হাদিস এর মান যাচাই না করে আলোচনা করেন না। ঠিক তেমনিভাবে এ হাদিসটিরও মান নির্ণিত হওয়া উচিত।

যে সকল হাদিস সম্পর্কে তিনি এমন উক্তি করেছেন যে, 'হাদিসটি সম্পর্কে আমি অবগত নই'। সে হাদিস সম্পর্কে আমি তথ্য প্রদান করার চেষ্টা করেছি। রাভিও নির্দেশ করেছি। এ ধরণের

হাদিস সহিহ হাসান ও য'য়িফ যে কোনো প্রকারের হতে পারে। এ ব্যাপারে তথ্য প্রদানের লক্ষ হলো, যেনো পাঠক এমন ধারণা পোষণ না করেন যে, বর্ণনাটি কোনো হাদিস গ্রন্থে পাওয়া যাইনি। পাঠকের আরো জানা থাকা দরকার যে, তার লিখিত এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। হয়তো সেখানে হাদিসটি য'য়িফ হবার ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য থাকতে পারে। ঐ গ্রন্থসমূহে উপস্থাপিত তথ্য আমার প্রদত্ত তথ্যের বিপরীত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং ঐ গ্রন্থসমূহ পাঠকের হস্তগত হবার পর তথাকার প্রদত্ত তথ্য আমাকে অবহিত করলে বাধিত হবো। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিফল দান করুক। মূল কথা হলো, হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধের ব্যাপারে তার গবেষণায় সর্বাবস্থায় অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তিনি সাধানরণভাবে কোনো হাদিস সহিহ নয় বলে মন্তব্য করলে তা সহিহ না হবার বিষয়টি স্পষ্ট। যদি বিপরীতধর্মী কোনো উপাত্ত পাওয়া যায়, তবে উপরে বর্ণিত আমার বর্ণনাটি পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত।

আমি কিতাবটির নামকরণ করেছি تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني

আল্লাহর নিকট আবেদন করি, যেনো এ কর্মপ্রয়াস তারই সন্তুষ্টির একমাত্র পাথেয় হিসেবে গণ্য হয় এবং আমাদেরকে এ আয়াতের আমলকারী হিসেবে কবুল করেন। "যারা কোনো কথা শোনার পর উত্তম বিষয়টি অনুসরণ করে" । আল্লাহই এ বিষয়ে সর্বশক্তির অধিকারী।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

হাদিস- ১

وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:: إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي

رواه ابن ماجة

"জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "মৃত ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করার পর সুর্যকে তার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে, যেনো তা অস্তগামী হচ্ছে। সে দু চোখ মোচতে মোচতে বসবে এবং বলবে, আমাকে নামায আদায়ের সুযোগ দাও"। (ইবনু মাযাহ)

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিস সম্পর্কে বলেন, সম্ভবত এ হাদিস এর সনদ হাসান স্তরের। (تخريج المشكاة খ.১,পৃ.৫০)।

হাদিসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো । এটি সহিহ হাদিস। আল বুসিরি (الزوائد ৪ :২৫২) বলেন, এ হাদিসের সনদ حسن ।

আমার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হাসান সনদে এ হাদিসের আর একটি شاهد রয়েছে।

حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا ثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمرو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال ... فذكر الحديث إلى أن قال فيقال له : اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : أخبرنا عما نسألك فيقول : دعني حتى أصلي فيقال له : إنك ستفعل فذكر الحديث

ابن جرير تفسير :(১৪২/১২)

"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদকৃত পূর্বের হাদিস বর্ণনা করে বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে বলা হবে। উঠে বসো। সে উঠে বসবে। তখন সূর্যকে এমন আকৃতিতে দেখা যাবে, যেনো তা অস্ত যবার উপক্রম হচ্ছে। তাকে বলা হবে, আমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও। সে বলবে, আমাকে নামায আদায় করার সুযোগ দিন। তাকে বলা হবে। তুমি অচিরেই তা করার সুযোগ পাবে। তিনি হাদিসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন"।

তিনি বলেন, এ হাদিসের রাভিগণ (ثقات) নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মদ ইবনু আমর এর ব্যাপারে সামান্য অভিযোগ থাকলেও হাদিসটি حسن স্তরের নিচে নয়। হাদিসটি জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের সঙ্গো যুক্ত হলে صحيح এর স্তরে পৌঁছে যায়। গ্রন্থকার (تخريج كتاب السنة ২: ৪২০) হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি صحيح ابن ماجة (০২/৩৪৪৭) কিতাবে হাদিসটি হাসান বলে মত প্রকাশ করেছেন। .

হাদিস- ২

وعن معاذ الجهني قال : قال رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا

رواه أحمد وأبو داود.

"মু'আয আল যুহানি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন

একটি মূকুট পরিধান করা হবে, যার উজ্জ্বলতা হবে পৃথিবীর সুর্য়ের আলোর চেয়ে বেশি। যদি এমন ব্যক্তি আল কুরআনের বিধান মতে আমলও করে থাকে তবে তার ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف।

تخريج أحاديث المشكاة : (جـ ১ ص ৬৬০)

হাদিসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো। নাসিরুদ্দিন আলবানি'র বক্তব্য সঠিক নয়। বরং হাদিসটি حسن অথবা صحيح । এ হাদিসের অর্থবোধক হাদিসসমূহ সম্পর্কে সম্ভবত তিনি ছিলেন অনবহিত। ইমাম আহমদ বর্ণিত নিম্নের হাদিসটি উপরিউক্ত হাদিসের (قوي) শক্তিবর্ধক হিসেবে বিবেচিত। মুসনাদ আহমদএ বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:: يَلْقَى الْقُرْآنَ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ؟ فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ . فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولانِ بِمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ (ج-৫ ص৩৫৮)

"আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত থাকাবস্থায় একদিন শুনতে পেলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরআন ওয়ালাকে কবরে সমাহিত করার পর আল কুরআন তার সঙ্গে দুর্বল ব্যক্তির আকারে সাক্ষাত করবে। তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে চেনো ? সে উত্তর দেবে, আমি তো আপনাকে চিনি না। আল কুরআন উত্তরে বলবে, আমি তোমার সঙ্গী 'আল কুরআন'। আমি তোমাকে গরমের দিনে পিপাসার্ত করতাম। রাতে বিনিদ্র রাখতাম। ব্যবসায়ীরা সাধারণত লাভের আশায় বসে থাকে। তুমি আজকে তোমার ব্যবসার মুনাফা লাভ করেছো। অতপর তার ডান হাতে রাজত্ব দেয়া হবে এবং বাম হাতে দেয়া হবে তার স্থায়িত্ব। তার মাথায় পরিধান করানো হবে সম্মানের মুকুট। তার মাতা-পিতাকে এক জোড়া বস্ত্র পরিধান করানো হবে। দুনিয়াবাসীরা কখানো তার মুল্য নির্ধারণ করতে পারবে না। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, এ পোষাক কীসের বিনিময়ে লাভ করেছো ? তাদের পক্ষে উত্তর দেয়া হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন শেখার কারণে"।

হাদিসটির সনদ ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে সহিহ। তিনি বশির ইবনু মুহাজির এর বরাতে হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করার পর صحيح বলে মন্তব্য করেন। ইমাম যাহাবিও তার সাথে একমত পোষণ করেন। ইমাম হাইসামি (مجمع الزوائد পৃ. ১৫৯, খ.৭.) ইমাম আহমদ এর বরাতে হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, সহিহ হাদিস এর বর্ণনাকারীরাই হলেন এ হাদিসের রাভি। তিনি আবু হোরাইরা, আবু উমামা ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাদি.) বর্ণিত হাদিসসমূহ شواهد হিসেবে বর্ণনা করেন। সুতরাং হাদিসটি حسن এর নিম্ন স্তরের হতে পারে না। صحيح এর স্তরে উন্নীত হওয়াও অসম্ভব নয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাদিস- ৩

وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم» . حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله. رواه النسائي

"মাহমুদ ইবনু লাবিদ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছলো যে, সে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে। এ খবর শোনার পর তিনি রাগান্বিত হয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার জীবদ্দশায় আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেল-তামাশা শুরু হয়ে গেলো? এমন সময় একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি কি তাকে হত্যা করে ফেলবো ?"। (সুনানু নাসায়ি)

নাস্বিদ্দিন আলবানি (تخريج المشكاة খ.২, পৃ.৯৮০) বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে মাখরামা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেননি।

তিনি (ضعيف الجامع : খ.২, পৃ.২৫২) হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, অনেক মুহাদ্দিস হাদিসটি শক্তিশালী (قوي) হবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আলবানি বর্ণিত কারণ সম্পর্কে তারা বলেন, কোনো হাদিস শক্তিশালী হবার বিপক্ষে এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে না। ইমাম ইবনুল কাইয়িম এ হাদিস আলোচনার পর বলেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষ সহিহ। তিনি তার দাবীর পক্ষে এ প্রমাণ উপস্থাপন করেন,

فإن ابن وهب: قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد فذكره

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আরো বলেন, মাখরামা'র নির্ভরযোগ্য হবার বিষয়টি সন্দেহাতীত। ইমাম মুসলিম তার সহিহ মুসলিম গ্রন্থে মাখরামা স্বীয় পিতা থেকে বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যারা তাকে স্বীয় পিতা থেকে শোনার বিষয়ে অভিযুক্ত করেছেন, তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন, মাখরামা তার পিতা থেকে নির্দিষ্ট একটি কিতাব এর হাদিস হয়তো শেনেননি। আবু তালিব বলেন, আমি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলকে মাখরামা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তিনি উত্তরে বললেন, মাখরামা নির্ভরযোগ্য। আবু বকর ইবনু আবি খাইসামাহ বলেন, আমি য়াহয়া ইবনু মুইনকে বলতে শুনেছি, মাখরামা ইবনু বুকাইর এর নিকট তার পিতার একটি পুস্তক ছিল, যা তিনি শোনেননি। তিনি আব্বাস আল দাওরি এর বরাতে বলেন, মাখরামা দুর্বল রাভি। তিনি তার পিতা থেকে একটিমাত্র কিতাব এর হাদিস শোনার সুযোগ লাভ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, তিনি তার পিতা থেকে শুধুমাত্র ভিত্‌র নামায সংক্রান্ত হাদিসটি শোনেননি। সাইদ ইবনু আবি মারয়াম তার মামা মূসা ইবনু সালামা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি মাখরামা'র নিকট এসে তাকে এই মর্মে প্রশ্ন করলাম যে, আপনার পিতা কি আপনার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাক্ষাত পাইনি। তবে এগুলো হলো তার কিতাব। পিতার সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিভাবে বর্ণনা করলেন এর সমাধান দ্বিবিধ।

১.পিতার কিতাবখানা তার নিকট সংরক্ষিত ছিল। সুতরাং তার নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করা অথবা দেখে বর্ণনা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শাইখের লিখিত কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে তা থেকে দেখে বর্ণনা করা মুখস্ত বর্ণনার চেয়ে অধিকতর নিরাপদ। এ কর্মনীতি ছিল সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী যুগের আলিমদের ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পত্র দিয়ে রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। এটি প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতো। ইসলামি রাষ্ট্রের গভর্নরদের নিকট তার ফরমানসমূহ ছিল লিখিত আকারে। তারা এটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করতেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) আনাস ইবনু মালিক (রাদি.) এর নিকট রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্র হস্তান্তর করলেন। তিনি তা নিয়ে গেলেন এবং সমগ্র উম্মাত সে মতে আমল করলেন। আমর ইবনু হাযম এর নিকট লিখিত পত্রটিও ছিল ঠিক অনুরূপ।

উমার (রাদি.) এর পরিবারের নিকট সংরক্ষিত সদকাহ সম্পর্কিত তার প্রদত্ত পত্রও দলিল হিসেবে গৃহীত। পূর্বাপর যুগের সকল আলিম পরস্পরের প্রতি লিখিত পত্রাবলি দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যার নিকট পত্রটি প্রেরিত হয়েছে তিনি শুধুমাত্র এইটুকু বলতেন,-আমার নিকট অমুক ব্যক্তি এই পত্র পাঠিয়েছে এবং অমুক আমাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছে।

লিখিত বিষয় দ্বারা দলিল গ্রহণ করা বাতিল সাব্যস্ত হলে ইসলামি শরি'য়তের দলিল-দস্তাবেজ উম্মতের নিকট খুব অল্প পরিমাণই অবশিষ্ট থাকবে।

যুক্তির নিরিখে বিবেচনা করলে দেখা যায়, স্মরণশক্তির চেয়ে লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরতা বেশি থাকে। স্মৃতি কখনো বিস্মৃত হতে পারে। কিন্তু লিখিত বস্তু কখনো হারিয়ে যায় না। অতীতকালের আহলে ইলমদের কেউ লিখিত বস্তু দ্বারা দলিল গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেননি। এ কথা কেউ বলেননি, সে আমার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাত করেনি; তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। লিখিত দলিল গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে শর্ত হলো লেখাটি যথাযথভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

২.এক দল মুহাদ্দিস এর দাবি হলো, মাখরামা তার পিতা থেকে শোনেননি। আর এক দল হাদিস বিশারদের দাবি মতে তিনি শুনেছেন। বরং তিনি আরো বর্ধিত ও সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ বিরোধ মীমাংসায় আবদুর রহমান ইবনু আবি হাতিম বলেন, আমার পিতাকে মাখরামা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তিনি আরো বলেন, ইবনু আবি যি'ব বলেন, আমি ইমাম মালিক এর কিতাবে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে পেয়েছি, পিতা থেকে রেওয়ায়াতকৃত হাদিস সম্পর্কে আমি মাখরামাকে প্রশ্ন করলাম, তিনি শপথ করে বলেন, মসজিদের রবের শপথ করে বলছি, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি।

ইবনু হাজার আসকালানি (التقريب পৃ. ২৩৪ খ. ২) বলেন, আলি ইবনু আল মদিনি বলেন, তিনি তার পিতা থেকে কিছু কিছু শুনেছেন। আলি ইবনু আল মদিনি আরো বলেন, তিনি তার পিতার কিতাব থেকে বর্ণনা করেন। আহমদ ইবনু মুঈন ও শানকিতি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম মাখরামা কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত অনেক হাদিস সংকলন করেছেন। ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ'র উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে হাদিস প্রত্যাখ্যানের যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, গ্রন্থকার غاية المراد কিতাবের ২৬১ নং হাদিসে এটিকে صحيح বলে মত প্রকাশ করেন।

হাদিস- 8

حديث يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه : أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك.

ضعيف الجامع (৫ك) : ضعيف تخريج الطحاوية (ص ১২৬) . رواه الدارمي (جـ ৩، ص ৪৫০) ، وابن ماجة (৩৭৮১) ، وأحمد (৩৪৮، ৩৫২) ، وابن عدي في الكامل (ص ৩৫ جـ ১) ، والحاكم (২৫৬)
"কিয়ামতের দিন আল কুরআন মলিন চেহারায় আগমন করবে এবং কুরআনওয়ালাকে বলবে, আমিই রাতের বেলায় তোমার ঘুম কেড়ে নিয়েছি এবং দিনের বেলায় তোমাকে পিপাসার্ত রেখেছি"।

ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে صحيح । ইমাম যাহাবি এ হাদিস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। আল বুসিরি (আল যাওয়ায়েদ) বলেন, হাদিসটির সনদ صحيح ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি صحيح। কেননা এ হাদিস এর রাভি বশির ইবনু আল মুহাজির একজন সত্যবাদি ও গ্রহণযেগ্য রাভি (لين الحديث)। হাফিয ইবনু হাজার (আল তাকরিব) এ হাদিস সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের হাদিস হাসান হবার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এটি صحيح হবার সম্ভাবনা কম। এ বিষয়ে شرح الطحاوية এর টীকায় বিষদ আলোচনা করা হয়েছে।

তবে হাফিয ইবনু হাজার এর বক্তব্য সঠিক নয়। মূলত হাদিসটি صحيح । কেননা বশির ইমাম মুসলিম এর রাভি। এ হাদিস এর আরো شواهد রয়েছে। হাদিসটি সহিহ হবার পক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে। নিচের হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল কুরআন তার বাহকের নিকট দুর্বল ব্যক্তির আকারে উপস্থিত হবে। কুরআন ওয়ালাকে আল কুরআন বলবে, আমাকে চেনো ? আমি তোমাকে রাত্রিকালীন নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতাম এবং প্রচণ্ড গরমে পিপাসার্ত করে তোলতাম। ব্যবসায়ীরা লাভের আশায় ব্যবসায়-কর্ম পরিচালনা করে থাকে। আমি আজকে তোমার জন্যে ব্যবসায়ের মুনাফার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি।"

(তাবরানি, আল আওসাত)

এ হাদিস এ য়াহয়া ইবনু আবদিল আযিয নামক একজন দুর্বল রাভি আছে।

(مجمع الزوائد পৃ.১৬০, খ.৭)

তিরমিযি, ইবনু খুযাইমা ও হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম হাদিসটিকে صحيح বলেছেন। ইমাম যাহাবি হাদিসটি মরফু' রেওয়ায়েত করেন এবং ইমাম হাকিম এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। মরফু' হাদিসটি নিম্নরূপ-

يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول : يا رب زده يا رب ارض عنه فيرضى عنه - الحديث.

"কুরআনওয়ালা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হওয়ার পর কুরআন বলবে, হে আমার রব! তাকে বস্ত্র পরিধান করা হেক। অতপর তাকে সম্মানের বস্ত্র পরিধান করানো হবে। কুরআন আবার বলবে, হে আমার রব! তাকে আরো সম্মানিত করা হোক। হে আমার রব! তার উপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন"।

আল বাযযায আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يؤتى برجل يوم القيامة ويمثل له القرآن قد كان يضيع فرائضه ويتعدى حدوده ويخالف طاعته ويركب معاصيه فيقول أي رب حملت آياتي بئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وترك طاعتي وركب معصيتي

"কিয়ামতের মাঠে একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। কুরআন তার সামনে অভিযোগকারীর ভূমিকায় আবির্ভূত হবে, যে তার ফরযসমূহ অবহেলা করতো। তার সীমা অতিক্রম করতো। একান্ত বাধ্যগত বিষয়ে অবাধ্য হতো। নিষিদ্ধ পথে পরিচালিত হতো। অতপর কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার আয়াতসমূহ বহন করেছি। যে আমার সীমা লংঘন করেছে, অবশ্য পালনীয় বিষয়ে অবহেলা করেছে, আমার আনুগত্য পরিহার করেছে এবং পাপের পথে অগ্রসর হয়েছে, সে নিকৃষ্টতম বাহক"।

ইমাম হাইসামি (مجمع الزوائد) হাদিসটি বর্ণনা করেন, এখানে ইবনু ইসহাক নামক একজন নির্ভরযোগ্য রাভি আছে। কিন্তু তিনি তাদলিস করেন। হাদিস এর অবশিষ্ট রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

এ হাদিস এর অর্থবোধক অনেক সহায়ক হাদিস থাকা সত্ত্বেও নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এটি ضعيف । যা حسن হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(صحيح ابن ماجة ২: رقم ৩১৪)

হাদিস- ৫

حديث: يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم

"হে মানবজাতি! তোমরা বধির ও দূরে অবস্থানকারী কোনে সত্ত্বাকে আহ্বান করছো না। তোমরা যাকে ডাকছো, তিনি তোমাদের এবং তোমাদের বাহনের ঘাড়ের মাঝখানে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলিতে হাদিসটি ضعيف হিসেবে বর্ণনা করেন।

ضعيف الجامع (جـ ৬ ص ৯৯) تخريج السنة (৬১৮) صحيح أبي داود(১৩৬৫)

হাদিসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি صحيح হাদিস। ইমাম আবু দাউদ এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি حسن ও صحيح হাদিস। ইমাম আবু দাউদ আবু মূসা আল আশআরি (রাদি.) এর বরাতে হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাম্মাদ ইবনু সালামা ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ বুখারি ও মুসলিম এর রাভি। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভি। ইমাম বুখারি ও মুসলিম তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি আবু মুসা আল আশআরি (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তোমাদের এবং বাহনের মাথার মাঝখানে অবস্থান করছেন।

এ হাদিস এর রাভি আবু নু'আমা আল সা'দিকে التقريب গ্রন্থকার (ইবনু হাজার আসকালানি) নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তার নিকট থেকে ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

تخريج السنة (২৭৫ ،২৭৪ ص ১ جـ) কিতাবে তাকে منكر রাভি হিসেবে দাবি করা হয়েছে। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে তাকে ضعيف বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো, এ দাবিটি ভিত্তিহীন। কেননা এ হাদিস এর অর্থবোধক বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরিমিযি'র বর্ণনাটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

হাদিস- ৬

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلى رَسُول اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا حَاذَى دَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ وَقَالَ: ((أَفَعَلَهَا)) وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ- رواه أبو **داود**

"আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল অবস্থায় পথে প্রান্তরে ঘুরতে লাগলো। তাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আনা হলো। আব্বাস এর গৃহ বরাবর আসার পর তার হুশ ফিরে আসলো। সে আব্বাস (রাদি.) এর গৃহে প্রবেশ করে তাকে জড়িয়ে ধরলো। বিষয়টি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি হেসে উঠলেন, বললেন, (সে কি বাস্তবেই এ কাজটি করেছে ?) তিনি লোকটির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (১০৭৫ جـ ২ ص) تخريج المشكاة) দুর্বল সনদে হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, এখানে ইবনু জুরাইজ عنعنه রেওয়ায়াত দ্বারা হাদিসটি বর্ণনা করেন।

হাদিসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি صحيح হাদিস। ইমাম আবু দাউদ এর রেওয়ায়াতের কারণে তাকে অনেকে অভিযুক্ত করেছেন। বাইহাকি'র (৩১৪ ص ৮ جـ) রেওয়ায়াতে ইবনু জুরাইজ এ অভিযোগ স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানি 'ফতহুল বারি'তে (৭২ ص ১২ جـ) মন্তব্য করেন, ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ি শক্তিশালি সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

হাদিস- ৭

وعن عبد الله بن مغفل قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أحبك. قال: «انظر ماذا تقول» فقال: والله إني لأحبك. ثلاث مرات قال: «إن كنت صادقا فأعد للفقر تجفافا، للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب

"আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, খুব ভেবে-চিন্তে কথাটি বলো। লোকটি আবার বললো, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ভালোবাসি। কথাটি সে তিনবার বললো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্যবাদী হলে অভাবকে বর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও। বন্যার পানি যেভাবে খুব দ্রুত গতিতে প্রান্ত-সীমায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যে আমাকে ভালোবাসে অভাব তার নিকট বন্যার পানির চেয়েও অধিক দ্রুত গতিতে পৌঁছে যায় ।

ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ননা করে বলেন, এটি حسن ও غريب হাদিস।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (১৪৪৫ص ৩ جـ) تخريج المشكاة) বলেন, এ হাদিস এর সনদ ضعيف । তার মূল বক্তব্য (المتن) হলো منكر।

হাদিসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি حسن অথবা صحيح । যেমনটি ইমাম তিরমিযি বলেছেন। এ হাদিস এর পক্ষে অনেক شواهد রয়েছে। যেমন-

عَنْ أبي ذر أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أحبكم أهل البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم -: «آلله» قال: «فأعد للفقر تجفافا»

. الحديث رواه الحاكم في مستدركه (جـ 8 ص ৩৩১)

“আবু যর গিফারি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমি আপনাকে এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কথাটি বলে থাকো, তবে অভাবকে বর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও”।
ইমাম হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এটি বুখারি ও মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে সহিহ। তবে হাদিস দু’টি তারা রেওয়ায়াত করেননি। ইমাম যাহাবি (تلخيص) তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।
এ হাদিস এর স্বপক্ষে আরেকটি অর্থবোধক হাদিস হলো-

عَنْ أبي سعيد الخدري قال : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((اصْبِرْ أَبَا سَعِيدٍ فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنْ السَّيْلِ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ- رواه الإمام أحمد في مسنده (جـ ৩ ص ৪২)

“আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তিনি নিজের প্রয়োজনের অপূর্ণতার অভিযোগ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু সাঈদ! ধৈর্য ধারণ করো। উপত্যকা এবং পাহড়ের উপর থেকে প্লাবনের পানি যেভাবে দ্রুত গতিতে নিচে গড়িয়ে পড়ে, যে আমাকে ভালোবাসে, অভাব তার দিকে এর চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে গড়িয়ে পড়ে”।
ইমাম হাইসামি (مجمع الزوائد) এ হাদিস সম্পর্কে বলেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ রেওয়ায়াত করেন। এ হাদিস এর সকল রাভি সহিহ হাদিস এর রাভি। তবে এটি المرسل সদৃশ।
তৃতীয় অর্থবোধক হাদিসটি হলো-

عن أنس قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: أني أحبك فقال: «استعد للفاقة» رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (جـ ১০ ص২৭৪)

“আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন লোক এসে বললেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশে বললেন, অভাবের জন্য প্রস্তুত থেকো”।
ইমাম বাযযায হাদিসটি বর্ণনা করেন, এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। বকর ইবনু সালিম একজর নির্ভরযোগ্য রাভি।

হাদিস- ৮

عن أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين

“আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তোমাদের মধ্যে কেউ রাত্রিবেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকত নামায আদায় করবে”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি (ضعيف أبي داود) ضعيف বলে মন্তব্য করেন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম সংকলিত কোনো হাদিস ضعيف হতে পারে না। তদুপরি এ হাদিস এর বর্ণনাসূত্রে এমন কোনো রাভিও নেই, যাকে ضعيف আখ্যায়িত করা যায়। হাদিসটির সনদ নিম্নরূপ-

قال مسلم في صحيحه حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامة عَنْ هِشَام عَنْ مُحَمْد عَنْ أبي هريرة عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم

এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই বুখারি ও মুসলিম এর রাভি। রাভিদের পরিচয় হলো, এখানে মুহাম্মদ হলেন ইবনু সিরিন। হিশাম হলেন হাস্সান এর পুত্র। তিনি মুহাম্মদ ইবনু সিরিন এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছাত্র। তার ব্যাপারে এটিই হলো হাফিয ইবনু হাজার এর মন্তব্য। (التقريب جـ ২ ص ৩১৮) আবু উসামা হলেন হাম্মাদ ইবনু উসামা। তিনি এতই প্রসিদ্ধ যে, তার সম্পর্কে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। আবু বকর ইবনু শাইবা হলেন, প্রসিদ্ধ হাদিস সংকলন 'মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা'র সংকলক। গ্রন্থকার হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেন।

(إرواء الغليل برقم (৮৫৩/ ২)

হাদিস- ৯

إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام- الطيالسي،

"যে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় অহংকারবশত গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান করে, তার জন্য হালাল-হারাম সম্পর্কিত আল্লাহর কোনো বিধান পালন করার প্রযোজন নেই"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (২ / ১৫২৬) (ضعيف الجامع برقم) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন।

হাদিসটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, এর সনদ مرفوعًا وموقوفًا উভয়টিই صحيح।

ইমাম তায়ালিসি নিম্নোক্ত সনদে বলেন-

حدثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة وثابت أبو يزيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن ابن مسعود رفعه أبو عوانة ولم يرفعه ثابت أنه رأى أعرابيًا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي فقال له: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام» ترتيب مسند الطيالسي (جـ ১ ص)৩৫২)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে আবু আওয়না مرفوعًا বর্ণনা করেন। কিন্তু সাবিত এর বর্ণনাটি مرفوع নয়। তিনি জনৈক বেদুইন লোককে দেখতে পেলেন যে, সে গোড়ালীর নিচে একটি চাদর পরিধান করে নামায আদায় করছে। তিনি লোকটিকে বললেন,

"যে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় অহংকারবশত গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান করে, তার জন্য হালাল-হারাম সম্পর্কিত আল্লাহ'র কোনো বিধান পালন করার প্রযোজন নেই"।

এ হাদিস এর রাভিগণ অত্যন্ত মজবুত ও নির্ভরযোগ্য। مرفوعًا রেওয়ায়াতটি প্রধান্য পেলে হাদিসটির উপর কোনো ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। موقوفً রেওয়ায়েতটিও মরফু' এর মতো। কেননা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এ ধরনের কথা বলা যায় না।

হাদিস- ১০

حديث كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة، وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفه ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، أنتم اليوم خير منكم يومئذٍ.

"এমন সময়কে নিশ্চয় তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যময় ও গৌরবান্বিত মনে করবে। যখন তোমরা সকাল বেলা এক জোড়া কাপড় পরিধান করে বের হবে। আবার বিকেলে আর এক জোড়া বস্ত্র পরিবর্তন করে বের হবে। তোমাদের সামনে একের পর এক সুস্বাদু খাবার-পাত্র ওঠা-নামা হবে। কা'বা শরিফকে যেভাবে

মূল্যবান কাপড় দ্বারা আবৃত রাখা হয়, তোমাদের গৃহকেও সেভাবে ঢেকে রাখা হবে। মনে রেখো, তোমাদের আজকের জীবন সে জীবন থেকে বহুগুণ উত্তম"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৫৩৬৬ تخريج المشكاة) আালি (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন। (৪ / ৪২৯৮ ضعيف الجامع برقم)

এ হাদিস সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি খুবই শক্তিশালী। কেননা এটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। আল বাযযায স্বীয় মুসনাদে আবু জুহফা (রাদি.) থেকে রেওয়ায়াত করেন,

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة» ، قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: «وأنتم على دينكم اليوم» ، قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال: «بل أنتم اليوم خير»

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরাই এক সময় এই দুনিয়ার মালিক হবে। তোমাদের ঘর-বাড়ী কা'বা শরিফের মতো সুসজ্জিত হবে। আমারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, সেদিন কি আমরা দীনের উপর অবিচল থাকবো ? তিনি উত্তর দিলেন, বরং আজকেই তোমরা দীনের উপর অটল আছো। আমরা আবার প্রশ্ন করলাম। তখনকার সময়টি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, নাকি বর্তমান সময়? তিনি উত্তর দিলেন, বরং আজকেই তোমরা কল্যাণের উপর আছো"।

ইমাম হাইসামি (৩২৩ ص ১০ جـ) বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। তবে আবদুল জাব্বার একজন নির্ভরযোগ্য রাভি ।

এটি ইমাম হাইসামি এর নিজস্ব মত। তবে এই রাভি সম্পর্কে আমার মতামত হলো, ইবনু হাজার (التقريب) তার ব্যাপারে বলেন, তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী রাভি। কিন্তু আউন বিন আবি জুহাইফা থেকে বর্ণিত হাদিস এর ব্যাপারে তার অবস্থান ভিন্ন। ইবনু হাজার বলেন, তার ব্যাপারে আমি স্বীয় পিতা থেকেই অবগতি লাভ করেছি।

এই হাদিস এর সমার্থবোধক ইমাম আল বাযযায স্বীয় মুসনাদে নিজস্ব সনদে আরএকটি হাদিস রেওয়ায়াত করেন,

ومنها ما رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال : أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليهبمثلها» قالوا: يا رسول الله نحن يومئذٍ خير؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذٍ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের চেহারায় ক্ষিধের চাপ লক্ষ করে বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, অচিরেই তোমাদের জন্যে এমন একটা সময় অপেক্ষা করছে। সকালে তোমাদের সামনে 'সরিদ' এর একটি পাত্র আসবে, বিকেলে অনুরূপ আরেকটি পেয়ালা হাজির হবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রসূল! সেদিন কি আমাদের জন্য খুবই কল্যাণকর হবে ? তিনি উত্তর দিলেন, বরং আজকেই তোমরা কল্যাণের উপর আছো।

ইমাম হাইসামি (৩২৩ ص ১০ جـ) বলেন, এ হাদিস এর সনদ খুবই উত্তম।

এ হাদিস এর সনদের ব্যাপারে আমার মন্তব্য হলো, ইমাম হাইসামি এর উক্তিতে আমার দ্বিমত রয়েছে। যা নিম্নের হাদিস দ্বারা প্রতিভাত হবে।

ما رواه البزار وعمر بن شبه عن أبي حرب بن أبي الأسود عن طلحة البصري قال: كان أحدنا إذ قدم المدينة فكان له عريف نزل على عريفه وإن لم يكن له عريف نزل الصفة، فقدمت المدينة

فنزلت الصفة فوافقت رجلين فكان يجري علينا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل يوم مد من تمر بين اثنين فنادى رجل من أهل الصفة حين انصرف من صلاته أحرق التمر بطوننا وتخرقت عنا الخنف. والخنف برود شبه اليمانية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه، ولكن لعلكم تدركون زمانًا أو من أدركه منكم تغدو على أحدكم وتروح الجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة

"তালহা আল বসরি বর্ণনা করেন, আমরা মদিনায় আসার পর সেখানে যাদের পূর্বপরিচিত লোক ছিল তারা তার নিকট অবস্থান করেন। আর যাদের পরিচিত কেউ নেই, তারা সুফ্‌ফাতে অবস্থান গ্রহণ করতেন। আমি মদিনায় আগমনের পর সুফ্‌ফাতে অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমি দুই জন ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দুই জনের জন্য দৈনিক এক মুদ (এক হাজার বাহাত্তর গ্রাম) খেজুর এর বরাদ্দ ছিল। নামায শেষে আহলে সুফ্‌ফার একজন ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বললো, খেজুর আমাদের পেট জ্বালিয়ে ফেলেছে। আমাদের খুনুফ (চাদর) ফেটে গেছে। খুনুফ হলো ইয়েমেনের এক প্রকার শীতকালীন মোটা চাদর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি চাইলে তোমাদের রুটি এবং গোশত খাওয়াতে পারি। কিন্তু তোমরা এমন একটি সময়ে পদার্পন করবে। যখন তোমাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যা সুস্বাদু খাবারের বড় বড় পেয়ালা হাজির হবে এবং কা'বার গিলাফের মতো মূল্যবান কাপড় পরিধান করবে"।

এ হাদিস এর সনদের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, উমার ইবনু শাইবা'র রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি। ইবনু হাজার (الإصابة) বলেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ, ইবনু হিব্বান, তাবরানি, ও হাকিম বর্ণনা করেন। ইমাম হাইসামি (مجمع الزوائد) বলেন, ইমাম তাবরানি ও বায্‌যায হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন। মুহাম্মদ ইবনু উসমান আল উকাইলি ব্যতীত বায্‌যায এর রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি। তিনি নির্ভরযোগ্য। (৩২৩ ص ১০ جـ)

এ হাদিস এর অর্থবোধক ইমাম তাবরানি'র বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।

ومنها ما رواه الطبراني عن عبد الله بن يزيد الخطمي إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت على أحدكم صحيفة وراحت أخرى، وغدا في حلة وراح في أخرى وتكسون بيوتكم كما تكسى الكعبة، فقال رجل: نحن يومئذٍ خير؟ قال: بل أنتم اليوم خير،

ইমাম হাইসামি বলেন, আবু জা'ফর আল খিতমি ছাড়া এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। তিনি নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থকার পূর্ববর্ণিত আবু জুহাইফার বরাতে তার কিছু বর্ণনাকে সহিহ হিসেবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (১৮৮৪) رقم (৫০৬ ،৫০৫ :৪) السلسلة)

হাদিস- ১১

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ قَالَ : «اذهب فاقتله» فَرَأَيْتُهُ وَقد حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ يُؤَخِّرْ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ. رواه أحمد، وأبو داود - (ص ১৪০)

ضعيف أخرجه أحمد (جـ ৩ ص ৪৯৬) ، وأبو داود وكذا البيهقي (جـ ৩ ص ২৫৬) عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه ثم ساقه مطولاً.

"আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাদি.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খালিদ ইবনু আল হুযালি এর নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে এসো। আমি তাকে এমন সময়ে দেখতে পেলাম, যখন আসরের নামাযের সময় উপস্থিত হয়েছে। আমি মনে মনে বললাম,

যদি তার মাঝে এবং আমার মাঝে নামায বিলম্বিত হওয়ার মতো সময় থাকতো, এর ফাঁকে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতাম। আমি তার দিক হয়ে ইশারায় নামায আদায় করতে লাগলাম"।
এ হাদিস এর ব্যাপারে নাসিরুদ্দিন আলবানির বক্তব্য হলো, এ সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস এর পুত্র ব্যতীত এ হাদিস এর সকল রাভি সহিহ হাদিস এর রাভি। ইমাম বাইহাকি তাকে উবাইদ (مصغر) বলেছেন। অথচ আবদুল্লাহ'র পুত্রদের মধ্যে উবাইদ নামে কেউ নেই। আবদুল্লাহ হওয়াই বিশুদ্ধ। ইবনু আবি হাতিমও তার নাম আবদুল্লাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাইহাকি তার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেননি। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাভিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (جـ ১ ص ১০৮)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ইবনু উনাইস থেকে মুহাম্মদ বিন জা'ফর এর বর্ণনা। প্রথম বর্ণনাটি উপরে উল্লিখিত। দ্বিতীয়টি হলো আল তাইমি'র বর্ণনা। ইমাম যাহাবি'র নিয়ম হলো, দুই রাভির'র বর্ণনাকে আলাদাভাবে আলোচনা করা। যাহাবি'র পদ্ধতিটি হাফিয ইবনু হাজারও অনুসরণ করেন। বাইহাকি'র এই রেওয়ায়েত দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা দুইজন একই ব্যক্তি। والله أعلم
যাহাবি ও আসকাকালানি কেউ এ দুইজন রাভির ব্যাপারে নির্ভরতা ও দুর্বলতার ব্যাপরে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেনি। সুতরাং তারা অপরিচিত রাভি'র অর্ন্তভুক্ত। ইমাম শাওকানি (النيل جـ ৩ ص) ২১৩ বলেন, ইমাম আবু দাউদ ও আল মুনযিরি এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। ইবনু হাজার ফতহুল বারি'তে এ হাদিস এর সনদকে حسن বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস এর ব্যাপারে অবগতি লাভের পর এটিকে حسن বলা প্রশ্নাতীত নয়। (الإرواء جـ ৩ ص ৪৭، ৪৮، ৪৯)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, হাফিয ইবনু হাজার এর কথাটিই সঠিক। ইবনু আল ইরাকিও طرح التثريب এ এটিকে حسن বলেছেন। ইমাম হাইসামি (مجمع الزوائد جـ 8 ص ২০৩) মুহাম্মদ ইবনু কা'ব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস বলেন, তিনি হাদিসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। ইমাম তাবরানি উবাদা ইবনু সামিত (রাদি.) থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেন। অতপর তিনি বলেন, ইমাম তাবরানি ও ইসহাক ইবনু য়াহয়া হাদিসটি বর্ণনা করেন, তিনি উবাদা'র সাক্ষাত লাভ করেননি।
উমার ইবনু শাইবাও যুহরি থেকে (أخبار المدينة) হাদিসটি مرسلاً রেওয়ায়াত করেন। এ সকল রেওয়ায়াত একটি অপরটিকে শক্তি যোগায় এবং হাদিসটি حسن হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে।
الكلمات المفيدة على أخبار المدينة (ج ২ ص ৭২)

হাদিস- ১২

حديث «أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم عز وجل؟» قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون الوحي ينزل عليهم؟» . قالوا: فنحن قال:وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم» ؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إن أعجب الخلق إليّ إيمانًا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفًا فيها كتاب يؤمنون بما فيها
(سلسلة الضعيفة (جـ 2 ص ১০২) رقم (৬৪৭)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, সৃষ্টিজগতের মধ্যে কোন জাতির ঈমান তোমাদের নিকট আশ্চর্যজনক? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, ফেরেশতাদের ঈমান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সদা-সর্বদা আল্লাহর নিকট অবস্থান করে তার

উপর ঈমান আনবে এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তবে নবিগণের ঈমান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহি নাযিল হবার কারণে তাদের ঈমানও আশ্চর্যের বিষয় নয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে আমাদের ঈমান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সামনে আমার অবস্থানের কারণে এটাও আশ্চর্যজনক ঈমান নয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। ঐ জাতির ঈমানই আমার নিকট সবচেয়ে আশ্চর্যজনক, যারা তোমাদের পরে দুনিয়াতে আসবে, তারা কোনো পুস্তিকায় আল্লাহর কিতাব লিপিবদ্ধ দেখেই তাতে ঈমান নিয়ে আসবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, নিম্নের সনদটি ضعيف ।

رواه الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال: وهذا إسناد ضعيف

অ-শামিদের নিকট থেকে ইসমাঈল বিন আইয়াশ যে সকল সনদে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এটি সে সনদসমূহের অন্যতম। বাসারা'র মুগিরা ইবনু কাইস একজন ضعيف রাভি।

হাদিসটি ভিন্ন ভাষায়ও বর্ণিত হয়েছে।

وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو: أتدرون أي أهل الإيمان أفضل إيمانًا ؟ قالوا: يا رسول الله الملائكة. قال: هم كذلك ويحق ذلك لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم ؟ قالوا: يا رسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة، قال : هم كذلك ويحق لهم ذلك وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم ؟ قال: قلنا: فمن هم يا رسول الله؟ قال : أقوام يأتون من بعدي في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ولم يروني ويجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانًا

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এটি অত্যন্ত ضعيف ।

رواه البغوي في حديث مصعب الزبيري وعنه ابن عساكر والخطيب في شرف أصحاب الحديث من طريق أبي يعلى وهذا في مسنده والحاكم وعنه الهروي في ذم الكلام عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعًا.

হাদিসটি বগভি, ইবনু আসাকির ও হাকিম বর্ণনা করেছেন।

তিনি মুহাম্মদ ইবনু আবি হামিদ এর দুর্বলতার বিবরণ দিয়ে বলেন, হাদিসটি পূর্বের হাদিস এর شاهد হবার উপযুক্ত নয়। এতদসত্ত্বেও ইবনু কাসির হাদিসটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দৃঢ়তার সঙ্গে সম্বন্ধ করেন। সম্ভবত তিনি ইবনু আবি হামিদকে শক্তিশালী রাভি হিসেবে গণ্য করেছেন। অথবা তিনি অন্য কোনো এমন شاهد প্রাপ্ত হয়েছেন, যা এই হাদিসকে শক্তিশালী করে।

আমার বক্তব্য হলো, ইবনু কাসির এর ব্যাপারে আলবানি যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন সেটিই বাস্তব। আর হাদিসটি حسن ।

এটির অনেক شواهد রয়েছে।

منها ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: ما من ماء ؟ قالوا: لا، فقال: هل من شن ؟ فجاؤا بشن فوضع بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضع يده عليه ثم فرق أصابعه فنبع الماء إلى أن قال .. فقال: يا أيها الناس من أعجب إيمانًا ؟ قالوا: الملائكة، قال: وكيف لا تؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر ؟ إلى أن قال:

ولكن أعجب الناس إيمانًا قوم يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني ولم يروني أولئك أولئك إخواني»

. ورواه أحمد، والطبراني في الأوسط، والبزار باختصار وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. انتهى من مجمع الزوائد (جـ ٨ ص ٣٠٠)

ومنها ما رواه البزار عن أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الخلق أعجب؟ قالوا: الملائكة ... إلخ...

এ হাদিস এর ব্যাপারে হাইসামি বলেন, এখানে সাঈদ বিন বশির নামক একজন রাভি আছে। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মতানৈক্য রয়েছে। অনেকেই তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে দুর্বল বলেছেন। সনদের অবশিষ্ট রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

(مجمع الزوائد جـ ১০ ص ৬৫)

(২৬ ص ১ جـ) الدرر المنثور তাফসির গ্রন্থেও এ হাদিস এর একটি শাহেদ রয়েছে।

ومنها ما رواه الطبراني عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس ليصلي فيه ومعنا رجاء بن حيوة إلى أن قال: قلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرًا؟ فذكره بمعناه..

তাবরানি সালিহ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণনা করে বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবি আবু জুম‘আ আনসারি বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায আদায়ের লক্ষে আমাদের নিকট আসলেন, তার সঙ্গে ছিলেন রাজা ইবনু হাইওয়াহ। তিনি বললেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চেয়ে অধিক সওয়াবের অধিকারী হবেন এমন কোনো জাতি আছে ? অতঃপর তিনি পূর্বের অর্থবোধক হাদিসটি বর্ণনা করেন।

এ হাদিস এর রাভিদের ব্যাপারে হাইসামি বলেন, এ হাদিস এর সনদ এর রাভিদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ومنها ما رواه البزار عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أخبروني بأعظم الخلق عند الله منزلة ... الحديث كما تقدم.

قال الهيثمي: حسن المنهال بن عمرو وثقه أبو حاتم وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح

(جـ ১০، ص ৬৫)

বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত এ হাদিস এর রেওয়ায়েতসমূহ প্রমাণ করে, এটি মাহফুজ ও সহিহ হাদিস। হাফিয ইবনু কাসির এর অভিমতটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যাতে তিনি এ বিষয়টি দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

হাদিস- ১৩

ذكر صاحب كتاب التأنيب: قال في الصحيح أن الرؤيا قد تكون حقاً وهي المعدودة من النبوة وقد تكون من الشيطان وقد تكون من حديث النفس

“كتاب التأنيب গ্রন্থকার (টীকায়) বর্ণনা করেন, (قال في الصحيح) বর্ণিত আছে, স্বপ্ন কখনো সত্য হয়। যা নুবুওয়াতের কিয়দংশ। আবার কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কখনো হয় মনের কল্পনায়”।

‘আল তানকিল’ কিতাবের টীকায় তিনি বলেন, সাধারণভাবে সহিহ শব্দ উল্লেখ করা হলে সহিহ বুখারি ও মুসলিম এর কোনো একটি কিতাবকে বোঝানো হয়ে থাকে। গ্রন্থকার পূর্ব থেকে এই পরিভাষা ব্যাহার করেছেন। এই পরিভাষিক অর্থটি এখানে ব্যবহৃত হয়নি যে, হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিম এর কোনো একটিতে রয়েছে। গ্রন্থকারের এ পরিভাষাটি তারা হয়তো ঠিক মতো বুঝতে পারেননি। অথবা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা ইমাম ইবনু মাজা (৩৪৩ :৩ جـ) (১) হাদিসটি সংকলন করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি সহিহ মুসলিম সংকলন করেছেন।

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (رؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزأ من النبوة والرؤيا ثلاثة. فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه

“আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, ভালো স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ-স্বরূপ। আর এক প্রকার স্বপ্ন আছে, যা শয়তান মানুষকে দুশ্চিন্তাযুক্ত করার জন্য দেখায়। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন হলো মানুষের কল্পনা”। (মুসলিম: كتاب الرؤيا)

হাদিস- ১৪

حديث: كان كم قميصه إلى الرصغ عن أسماء بنت يزيد

“আসমা বিনতে য়াযিদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামার আস্তিন ছিল হাতের কব্জি পর্যন্ত”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এটিকে ضعيف হাদিস এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

الأحاديث الضعيفة (৩৪৪৫) انتهى من الجامع الصغير برقم (৪৪৮৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি সম্পর্কে তার গবেষণা নির্দ্বিধায় সঠিক বলে স্বীকার করা যায় না। বরং হাদিসটি حسن। ইমাম তিরমিযি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। শাহর ইবনু হাওশব ছাড়া এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম যাহাবি বলেন, তাকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল ও ইবনু মুঈন নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এ অর্থবোধকে হাদিসটি একক নয়। তার অনেক شاهد রয়েছে। ইমাম বায্যায আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন-

حديث أنس رواه البزار قال ثنا محمد بن ثعلبة ثنا محمد بن سواء ثنا همام عن قتادة عن أنس قال : كان يد كم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرصغ

মুহাম্মদ ইবনু সা‘লাবাকে لتقريب। গ্রন্থকার সত্যবাদী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনু সাওয়া সম্পর্কেও একই মত প্রকাশ করেছেন। হাদিস এর অবশিষ্ট রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি। এজন্য ইমাম হাইসামি (جـ ৫ ص১২) مجمع الزوائد) বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।

হাদিস- ১৫

حديث ابن عمر القبالات ربا

(الإرواء جـ ৩ ص(২৮৩)

উমার (রাদি.) এর উক্তি,"মালিককে নির্দিষ্ট পরিমান শষ্য প্রদান করার শর্তে কোনো ব্যক্তি ক্ষেতের খাজনা উত্তোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই। এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন,

قال حرب ثنا عبد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا سعيد عن جبلة سمع ابن عمر يقول القبالات ربا:

(الفتاوى المصرية جـ ৩ ص ৩৯৫)

এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। হারব হলেন আল কিরমানি।

হাদিস- ১৬

روي أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقفت على أخ لها يهودي

الارواء (جـ ৬ ص ৩৮)

"বর্ণিত আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী সফিয়া বিনতে হুয়াই তার ইহুদি ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে গেছেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, আমি এ হাদিস এর সনদ সম্পর্কে অবগত নই।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, ইমাম বাইহাকি বর্ণনা করেন,

عن عكرمة ... أن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فأبى فأوصت له بثلث(السنن الكبرى (جـ ৬ ص ২৮১)

"ইকরামা থেকে বর্ণিত, সফিয়া তার ইহুদি ভাইয়ের উদ্দেশে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে আমার উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হতে পারবে। সে প্রস্তাবটি অস্বীকার করলো। অতঃপর তিনি স্বীয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ তার জন্য অসিয়ত করে যান"।

সনদটি صحيح । তবে এটি منقطع । এতদসত্ত্বেও হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হবার কারণে সহিহ হাদিস এর মর্যাদা লাভ করেছে।

এ হাদিস এর আরেকটি অর্থবোধক হাদিস হলো-

روى البيهقي عن أم علقمة مولاة عائشة أن صفية بنت حيي بن أخطب أوصت لابن أخ لها يهودي

"ইমাম বাইহাকি 'আয়িশা (রাদি.) এর আযাদকৃত দাসী উম্মু আলকামাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, সফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব তার ইহুদি ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করেন"।

উম্মু আলকামাহ'র সনদে হাদিসটি حسن। ইবনু সা'দ সহিহ সনদে য়াহয়া ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সফিয়া বিনতে হুয়াই তার ইহুদি নিকটাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করেন।

(الطبقات جـ ৮ ص ১২৮)

হুসাইন ইবনু আবদির রহমান থেকে সহিহ সনদে তিনি বর্ণনা করে বলেন, আমি এক বৃদ্ধ সম্পর্কে লোকদের বলতে দেখেছি যে, তিনি হলেন সফিয়া বিনতে হুয়াই এর ওয়ারিস। তিনি সফিয়ার মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হতে পারেননি।

হাদিস- ১৭

قال عمر: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن

الإرواء (جـ ৬ ص ১৮৭)
"উমার (রাদি.) বলেন, তোমাদের রক্ত তাদের রক্তের সঙ্গে, তোমাদের গোশত তাদের গোশতের সঙ্গে মিশ্রিত হবার পর তোমরা তাদের বিক্রি করে দিয়েছো ?
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই। (وانظر الحديث (১৭৭৭)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি উমার ইবনু শিবহ বর্ণনা করেন।
(أخبار المدينة ج ২ ص - ২৯৩)
নিম্নোক্ত সনদে হাদিসটি হলো-

عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب عن أبيه أنه اشترى أمة فاسقطت منه فباعها فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن ارددها اردها

"আবদুল্লাহ ইবনু কারিব স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি একটি দাসী ক্রয় করেন, দাসীটি তার সঙ্গে এমন আচরণ করে, যাতে তার মর্যাদাহানী হয়। বিষয়টি উমার (রাদি.) এর সঙ্গে আলোচনা করার পর তিনি বলেন, তোমাদের রক্ত তাদের রক্তের সঙ্গে তোমাদের গোশত তাদের গোশতের সঙ্গে মিশ্রিত হবার পর? তাকে ফেরত দাও, তাকে ফেরত দাও"।
(الكلمات المفيدة على أخبار المدينة)

হাদিস- ১৮

حديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. رواه الأثرم-
(الإرواء (جـ ৬ ص ১৯)

"গোপনকৃত উটে দ্বিগুণ জরিমানা আদায় করতে হবে"।
এ হাদিস সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি সম্পর্কে আমি অবহিত নই।
হাদিসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি সুনানু আবি দাউদ এ كتاب اللقطة অধ্যায়ে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا خَالِدِ بن مُخَلَّد ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا

এ হাদিস এর রাভিগণ সকলে সহিহ হাদিস এর রাভি। তবে আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে ইকরামা এর শোনার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। গ্রন্থকার তাকে ضعيف হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
(ضعيف الجامع (جـ 8 ص ১০২) والأحاديث الضعيفة (৪০২১)

হাদিস- ১৯

حديث: «قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون صبروا واحتسبوا، ولا حلم ولا علم. قال: رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم قال: أعطيهم من حلمي وعلمي»
قال في ضعيف الجامع (جـ 8 ص ১১১) عن أبي الدرداء

"আল্লাহ তা'য়ালা ঈসাকে (আ.) বলেন, হে ঈসা! আপনার পর আমি এমন একটি জাতি প্রেরণ করবো, তাদের কোনো কিছু পছন্দ হলে আমার প্রশংসা ও শোকর করবে। আর কোনো বিষয়

অপছন্দ হলে, সবর করবে এবং সওয়াবের আশা করবে। অথচ তাদের কোনো ধৈর্য ও ইলম নেই। ঈসা (আ.) প্রশ্ন করলেন, ধৈর্য ও জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে এটি কিভাবে সম্ভব হবে ? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার ধৈর্য ও জ্ঞান থেকে তাদের কিছু অংশ দান করবো"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (موضوع ... الأحاديث الضعيفة ৪০৩৮)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি সম্পর্কে তার বক্তব্য সঠিক নয়। বরং হাদিসটি হাসান। (قال الهيثمي في مجمع الزوائد (جـ ১০ ص ৬৭)
হাদিসটি ইমাম আহমদ, বায্যার ও তাবরানি বর্ণনা করেন, হাসান ইবনু সুওয়ার ও আবু হালিস ব্যতীত ইমাম আহমদ এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। ইমাম বুখারি বলেন,
قال لنا عبد الله حدثني معاوية عن أبي حليس يزيد بن ميسرة قال سمعت أم الدرداء تقول : سمعت أبا الدرداء (التاريخ الكبير (جـ ৯ ص ৩৫৫)
ইমাম বুখারি তার নাম উল্লেখ করার পর নীরবতা অবলম্বন করেন। ইমাম হাকিমও হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন এবং এটিকে সহিহ বলে মন্তব্য করেন। (مستدرك ج ১ ص ৩৪৮) ইমাম যাহাবিও তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ইবনু আবি হাতিম আবু হালিস এর জীবনী (الجرح والتعديل) আলোচনা করার পর বলেন, ইমাম বুখারি التاريخ الكبير কিতাবে তার নাম উল্লেখ করার পর নীরবতা অবলম্বন করেন। তিনি আরো বলেন, তার নিকট থেকে মু'আবিয়া ইবনু সালিহ ও সফওয়ান ইবনু উমার হাদিস রেওয়ায়াত করেন। তিনি (تخريج المشكاة (جـ ১ ص ৫৫১) বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। তবে আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ নামক রাভির মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি তিনি একা রেওয়ায়াত করেননি। এ বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

হাদিস- ২০

حديث: ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله
الإرواء في كتاب الإيمان (جـ৮ ص২০৫)
مجمع الزوائد এর বর্ণনা অনুযায়ী হাদিসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হয়েছে।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিস সম্পর্কে আমি অবহিত নই।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, ইমাম হাইসামি করেন, (مجمع الزوائد (ج৩ ص ৩৯)
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى بيت من بيوت الله يصلي فيه صلاة مكتوبة إلا كتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة ويرفع له بالأخرى درجة)) . رواه أبو يعلي
"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমান যদি সুন্দরভাবে অযু করে মসজিদে গিয়ে ফরজ নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে একটি নেকি দান করবেন। একটি গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং একটি মর্যাদা বুলন্দ করবেন"।
এখানে আবুল আ'লা নামক একজন ضعيف রাভি আছে। তবে হাদিসটির অর্থবোধক মুসলিম শরিফেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة
"যখনই কোনো একটি জামাত মসজিদে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং কুরআনের শিক্ষা চর্চা করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর 'সাকিনা' তথা শান্তি নাযিল করেন এবং তাদেরকে রহমত দ্বারা ঢেকে দেন"।

হাদিস- ২১

حديث: بعثت بالحنيفية السمحة
رواه أحمد (ص ৩৬) أخرجه ابن سعد في الطبقات (جـ ১ ص ১৯৩)
"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি সহজ, সরল ও উদারমনা দীন সহকারে প্রেরিত হয়েছি"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম আহমদ বর্ণিত এই হাদিসটি ضعيف। ইবনু সা'দ হাবিব ইবনু আবি সাবিত এর বরাতে হাদিসটি مرسل বর্ণনা করেন। হাদিসটির সকল রাভি সহিহ হাদিস এর রাভি। তবে বার্‌দ আল হারিরি সম্পর্কে আমি অবগত নই। অতপর তিনি খতিব আল বাগদাদি এর বরাতে জাবির (রাদি.) এর হাদিস বর্ণনা করেন এবং এটিকে মুসলিম ইবনু আবদি রাব্বিহি নামক রাভি এর কারণে ক্রুটিযুক্ত বলে দাবি করেন। তিনি আরো বলেন, ছাপাগত ক্রুটির কারণে মুসনাদে আহমদ এ হাদিসটির বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ এ ভাষায় হাদিসটি রেওয়ায়াত করেননি। কোনা মুহাদ্দিস এটিকে তার দিকে সম্বন্ধও করেননি। (غاية المرام. ص ২৬)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি ضعيف নয়। হাদিসটির ন্যূনতম স্তর হলো حسن। এটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।
ومنها حديث ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال: الحنيفية السمحة
ইবনু আব্বাস (রাদি.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর নিকট কোন দীন সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ? তিনি উত্তর দিলেন, সহজ, সরল ও উদারমনা দীন ।
হাদিসটি ইমাম বুখারি সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন। 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে তিনি সনদ সহকারেও বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ তার মুসনাদ এ বর্ণনা করেন। গ্রন্থকারও হাদিসটি উল্লেখ করেন। ইমাম আহমদ এর বর্ণনাটি নিম্নরূপ-
ومنها حديث عائشة قال الإمام أحمد : ثَنَا عَبْد الله ثني أبي ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يعني ابن أبي الزناد عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي عُرْوَةُ إِنَّ ... عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ
"আয়িশা (রাদি.) থেকে উরওয়া বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইরশাদ করেন, য়াহুদিদের জেনে রাখা উচিত, আমাদের দীনের মধ্যে যথেষ্ট উদারতা ও প্রশস্ততা রয়েছে। আমি সহজ-সরল ও উদারমনা দীন সহকারে প্রেরিত হয়েছি"।
এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। এ সনদের রাভি আবদুর রহমান ইবনু আবিয যানাদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন, তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী। তবে বাগদাদ আগমনের পর তার স্মরণশক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তবে উপরের রেওয়ায়েরতসমূহ হাদিসটিকে শক্তি যোগায়।

আবু উমামা আল বাহিলি (রাদি.) এর রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ-

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنفية السمحة

“আমি য়াহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়নি। আমি সহজ-সরল ও উদারমনা দীন সহকারে প্রেরিত হয়েছি”।

ইমাম হাইসামি বলেন, (২৬৯ص ৫ جـ) مجمع الزوائد (হাদিসটি ইমাম আহমদ ও তাবরানি বর্ণনা করেন। এ সনদে আলি ইবনু য়াযিদ আল আলহানি একজন দুর্বল রাভি। এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, উপরের বর্ণনাসমূহ হাদিসটিকে শক্তিশালি করে। সুতরাং হাদিসটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। ইমাম আহমদ এর মুসনাদ এ আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিস এর ব্যাপারে আলবানি’র আপত্তির জবাব হলো, আয়িশা (রাদি.) থেকে হাদিসটি بعثت এর পরিবর্তে أرسلت শব্দে বর্ণিত হয়েছে। শব্দ দু’টি সমার্থবোধক। হাদিসটিকে আলবানিও সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

(سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (৮৮১) المجلد الثاني (ص ৫৬৯، ৫৭০)

হাদিস- ২২

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ قَالَ : ((خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلا تَنْثُرْهُ نَثْرًا)) . فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ. رواه الترمذي.

“আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু খেজুর নিয়ে আসলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, এগুলোতে আমার জন্য বরকতের দোয়া করুন। তিনি এগুলো হাতে নিয়ে আমার জন্য বরকতের দোয়া করে বললেন, এগুলো পাত্রে রাখবে। এগুলো থেকে কিছু নেয়ার ইচ্ছা হলে, ভিতরে হাত দিয়ে নেবে। বিক্ষিপ্তভাবে রাখবে না। আমি এখান থেকে অনেক খেজুর আল্লাহর রাস্তায় বহন করে নিয়ে গিয়েছি। নিজেও খেয়েছি অপরকেও খাইয়েছি। উসমান (রাদি.) এর শাহাদতের দিন পর্যন্ত এ খেজুর আমার নিকট ছিল”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১৬৬৮ تخريج المشكاه جـ ৩: ص) ইমাম তিরমিযি হাদিসটি ضعيف বলেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এ হাদিস সম্পর্কে আলবানি’র কথাটি প্রশ্নবোধক। কেননা ইমাম তিরমিযি হাদিসটি ضعيف বলেননি। বরং তিনি (৬৮৬ جـ:৫ ص) এ সনদে বর্ণিত হাদিসটিকে حسن ও غريب বলে অভিহিত করেছেন। এটি আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে ভিন্ন সনদেও বর্ণিত আছে। অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম বাইহাকি دلائل النبوة কিতাবে বর্ণিত হাদিসটির সনদ হলো-

رواه البيهقي في دلائل النبوة (جـ ৬ ص ১০৯) حيث قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنبأنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا حفص بن عمرو ثنا سهل بن زياد أبو زياد حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة

এ হাদিস এর সনদ সহিহ। হিলাল আল হিফার সম্পর্কে খতিব আল-বাগদাদি বলেন, তিনি খুবই সত্যবাদী রাভি। (১৪৮ص ৮ في تاريخه (جـ) তার নিম্নের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

حدثني الحسن بن أبي طالب أن يوسف القواس ذكره في جملة شيوخه الثقات وحفص بن عمرو هو الربالي

ইমাম বাইহাকি অন্য সনদেও হাদিসটি বর্ণনা করেন।

ثم رواه البيهقي من وجه آخر من حديث سهل بن أسلم عن يزيد ابن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة

হাফিয ইবনু হাজার তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

ইবনু কাসির হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, ইমাম আহমদ ভিন্ন সনদেও হাদিসটি বর্ণনা করেন।

قال الإمام أحمد : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلْتُهُ فِي مِكْتَلٍ فَعَلَّقْنَاهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ فَلَمْ نَزَلْ نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ آخِرُهُ أَصَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ حَيْثُ أَغَارُوا عَلَى الْمَدِينَةِ

ইবনু কাসির বলেন, হাদিসটি এ সনদে শুধুমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করেন।

এ সনদের রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি। উপর্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন সনদ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হাদিসটি সহিহ।

হাদিস- ২৩

عن الحسن مرسلاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم ... حاجة

رواه البيهقي في شعب الإيمان

“হাসান বসরি থেকে مرسلا বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা মসজিদে বসে দুনিয়াবি কথা-বার্তা বলবে। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করো না। এমন লোকদের আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (حاشية المشكاة) হাফিয আল ইরাকি বলেন, (تخريج الإحياء) ইমাম হাকিম হাদিসটি আনাস (রাদি.) এর বরাতে বর্ণনা করে বলেন, এটির সনদ সহিহ। ইরাকি এর উক্তি বর্ণনা করার পর আলবানি বলেন, আমি এই পর্যন্ত ইমাম হাকিম এর কোনো কিতাবে এটি পাইনি।

(جـ ১ ص ৩৩১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি ইমাম হাকিম ৪র্থ খণ্ডে (ص ৩২৩) বর্ণনা করেন। হাদিসটি নিম্নে বর্ণিত হলো।

حدثني علي بن بندار الزاهد نا محمد بن بكر البالسي ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن الحسن بن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم

হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদিস এর সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ববিরোধী মত ব্যক্ত করেন। তিনি ‘আল মুসতাদরাক’ এ বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর বর্ণনা দ্বারা এটিকে সহিহ বলে মন্তব্য করেন।

(السلسلة الصحيحة (৩: ১৫১، ১৫৩) وصحح الحديث (১১৬৩ رقم)

হাদিস- ২৪

قال في ظلال الجنة لما ذكر المؤلف حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ... » الحديث. قال المؤلف: وفيه عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم

“ظلال الجنة“ গ্রন্থে জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শোনার পর اللهم : رب هذه الدعوة التامة বলবে। (الحديث)

এ হাদিস এর টীকায় নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাদিসটি আমি পাইনি। ২ جـ) ص ৩৯৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এ অর্থবোধক হাদিসটি ইমাম তাবরানি الكبير والأوسط কিতাব দু'টিতে বর্ণনা করেন। (مجمع الزوائد جـ ১ ص ৩৩৩)

হাদিস- ২৫

قال في ظلال الجنة جـ ২ ص ৩৯৭ على قول المؤلف وفيه عن معقل بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اثنان لا تنالهما شفاعتي، ومن مات في ا لمدينة كنت له شفيعًا

“ظلال الجنة গ্রন্থে (খ. ২ পৃ.৩৯৭) মা'কাল ইবনু য়াসার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, দুই শ্রেণির মানুষ আমার সুপারিশ লাভ করবে না। যে ব্যক্তি মদিনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য সুপারিশকারী হবো”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিস এ হাদিসের টিকায় বলেন, “মা'কাল ইবনু য়াসার (রাদি.) বর্ণিত এ হাদিসটি আমি পাইনি।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, কিতাবের প্রারম্ভে মদিনার উল্লেখ ছাড়া হাদিসটি আলোচনা করা হয়েছে। এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। গ্রন্থকারের মূল লক্ষই হলো সুপারিশ প্রমাণ করা। (২৩ ،২০ ص ১ جـ) পূর্বে তিনি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। সম্ভবত এখানে এসে তার স্মৃতি বিভ্রাট হয়েছে।

হাদিস- ২৬

حديث عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بنْ رَبِيعَة أَنَّ الْعَبَّاسَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُغْضَبًا وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: ((مَا أَغْضَبَكَ)) ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ إِذَا تَلاقَوْا بَيْنَهُمْ تَلاقَوْا بِوُجُوهٍ مُبْشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

رواه الترمذي وفي المصابيح عن المطلب.

“আবদুল মুত্তালিব ইবনু রবি'য়া থেকে বর্ণিত, একদা আব্বাস (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট রাগান্বিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তখন আমি সেখানে ছিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার রাগান্বিত হওয়ার কারণ কি ? উত্তরে তিনি বললেন, কুরাইশ এর লোকেরা একে অপরের সঙ্গে হাসি মুখে সাক্ষাত করে। আর যখন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে,

তাদের অবস্থা হয় ভিন্ন। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। কোনো মানুষের অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করার লক্ষে আপনাদের প্রতি মহব্বত পোষণ করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (১৭৩৫ ص ৩ جـ) تخريج المشكاة হাদিসটি حسن ও صحيح বলেছেন। অথচ তার সনদ ضعيف । তিনি (৪৬ ص ৬ جـ) ضعيف الجامع কিতাবেও হাদিসটি ضعيف বলেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে য'য়িফ সাব্যস্ত করা প্রশ্নবোধক। ইমাম তিরমিযি'র কথাটি সত্যের কাছাকাছি। বনু হাশিম এর গোলাম য়াযিদ ইবনু আবি যিয়াদ এর কারণে হাদিসটিকে য'য়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম যাহাবি বলেন, তিনি একজন বোধজ্ঞানসম্পন্ন ও সত্যবাদী শি'য়া মতাবলম্বি আলিম। দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। তবে তার হাদিস পরিত্যাজ্য নয়।

(২৭৮ ص ৩ جـ) الكاشف)

ইমাম বুখারি জারির ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, য়াযিদ ইবনু আবি যিয়াদ আতা ইনু আল সায়িব থেকেও বেশি স্মরণশক্তিসম্পন্ন। ভুল রেওয়ায়াতের আশঙ্কায় তাকে ضعيف সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণিত হবার কারণে এ আশঙ্কা দূরীভুত হয়ে গেছে।

قال ابن ماجة في سننه : حدثنا عمر ابن طريف ثنا محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب

ইমাম ইবনু মাজা উপর্যুক্ত সনদে এ অর্থবোধক হাদিসটি বর্ণনা করেন। আবু সাবুরাহ আল নাখা'য়ি ব্যতীত এ হাদিস এর সকল রাভি সহিহ হাদিস এর রাভি। ইমাম যাহাবি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইবনু হাজার 'আল তাকরিব' এ তাকে গ্রহণযোগ্য রাভি বলে মন্তব্য করেন। উপরে বর্ণিত য়াযিদ এর বর্ণনার সঙ্গে অন্যন্য রেওযায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদিসটি حسن ।

আবু বকর ইবনু আবি শাইবা নিম্নবর্ণিত সনদে অর্থবোধক হাদিসটি বর্ণনা করেন।

قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (جـ ১২ ص ১০৯) : حدثنا ابن نمير عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: قال العباس

তিনি আরো বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ বুখারি ও মুসলিম এর রাভি। তবে হাদিসটি মুরসাল। উপরের বর্ণনা দ্বারা এটি সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং হাদিসটি সহিহ হওয়াই প্রমাণিত। ইমাম তিরমিযি এ কথাটিই ব্যক্ত করেছেন।

হাদিস- ২৭

روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسًا. (ص ৩৫০)

"বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর মক্কার অধিবাসী কতিপয় গোত্রের নিকট থেকে কিছু দিরহাম গ্রহণ করতেন। অতঃপর ইরাকে অবস্থিত মুসআব ইবনু যুবাইর এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখতেন, যেনো ঐ দিরহামসমূহ তাদের প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তারা এগুলো মুসআব ইবনু যুবাইর থেকে গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে (রাদি.) প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । বাইহাকি নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

أخرجه البيهقي (جـ ৫ ص ৩৫২) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا خالد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالسفتجات بأسًا إذا كان على الوجه المعروف. قال: وحدثنا هشيم أنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان ... ألخ وزاد .فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটির সকল রাভি নির্ভরযোগ্য। তবে হাজ্জাজ ইবনু আরতাত মুদাল্লিস (مدلس)। তিনি মাঝে-মধ্যে عنعنه রেওয়ায়াতও করেন।

. (جـ ৫ ص ২৩৮) إرواء الغليل

এ অভিযোগের জবাব হলো, হাজ্জাজ ইবনু আরতাত মুদাল্লিস হলেও ইবনু জুরাইজ এর নিম্নের বর্ণনাটি তার পক্ষে সমর্থন যোগায়।

قال عبد الرزاق في مصنفه (جـ ৮ ص ১৪০) أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن الزبير مستلف من التجار أموالاً كتب لهم إلى العمال قال: فذكرت ذلك إلى ابن العباس قال: لا بأس

এ হাদিস এর রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি। এটি পূর্বের হাদিস এর সঙ্গে একত্রিত হলে তার শক্তি বর্ধিত হয়। তদুপরি ইবনু জুরাইজ এর এ বর্ণনা স্বীয় শাইখ থেকে শোনার স্থলাভিষিক্ত। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদিস- ২৮

وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقارض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.

رواه في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان وفي روايته قال : خطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعلمون.

"আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মি'রাজ এর রাত্রীতে আমি এমন কিছু লোক দেখতে পেয়েছি, যারা জাহান্নামের আগুনের কাঁচি দিয়ে নিজেদের ঠোঁট কেটে ফেলছে। আমি জিবরিলকে (আ.) প্রশ্ন করলাম এরা কারা ? তিনি উত্তর দিলেন, তারা হলো আপনার উম্মাতের বক্তাগণ। যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিতো, অথচ নিজেরা তা করতো না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ ضعيف সনদে বর্ণনা করেন।

(تخريج المشكاة (جـ ৩ ص ১৪২৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, সম্ভবত আলি ইবনু যাইদ ইবনু জাদ'আন এর কারণে তিনি হাদিসটি ضعيف বলেছেন। তিনি ছাড়া এ সনদের অবশিষ্ট সকল রাভি সহিহ হাদিস এর রাভি। এ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একা নন। ইবনু হিব্বান ইবনু মারদুভাইহসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইবনু হিব্বান এর সনদটি নিম্নরূপ-

قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا المغيرة ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك

(جـ ১ ص১৩৫)

এ সনদের সকল রাভি নির্ভরযোগ্য। এখানে মুগিরা হলেন, ইবনু হাবিব। তার ব্যাপারে বুখারি স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, মুগিরা একজন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। হাদিসটিকে গ্রন্থকারও শক্তিশালী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।
(১) (১১১) رقم (১৯৯ ص) (تحقيق اقتضاء العلم العمل)

হাদিস- ২৯

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: لا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ الله عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عليهم» . رواه أبو داود.

“আনাস ইবনু মালিক (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময় ইরশাদ করতেন, নিজেদের উপর কঠোরতা প্রয়োগ করো না। এতে আল্লাহও তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করবেন। পূর্বের যে সকল জাতি নিজেদের জন্য কঠোরতা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দিয়েছেন। খ্রিস্টানদের উপাসনালয় ও তাদের আয়ত্তাধীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে বৈরাগ্যবাদ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা সে কঠোরতারই অংশবিশেষ। এগুলো তারাই উদ্ভাবন করেছে। এ বিষয়ে আমি তাদেরকে নির্দেশ দেয়নি”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৬৪ ص ১ جـ) تخريج المشكاة (হাদিসটি ضعيف । এ সনদে সাঈদ ইবনু আবদির রহমান ইবনু আবিল ‘আময়া নামক একজন রাভি আছে। ইবনু হিব্বান ব্যতীত আর কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেননি। হাফিয ইবনু হাজার ‘আল তাকরিব’ কিতাবে তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন।

এ হাদিস এর সমর্থনে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হলো-

عن أبي قلابة قال : أراد أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفضوا الدينا ويتركوا النساء ويترهبوا فذكر معناه . (غاية المرام (ص ১৪০)

“আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু সাহাবি এই মনোভাব পোষণ করলেন যে, তারা দুনিয়া বর্জন করবে, নারীসঙ্গ ত্যাগ করবে এবং বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করবে। অতঃপর তিনি উপর্যুক্ত অর্থবোধক হাদিসটি বর্ণনা করেন।

হাদিসটি আবদুর রায্যাক, ইবনু জারির ও ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেন এবং মুরসাল হবার কারণে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অতঃপর সাঈদ ইবনু আবদির রহমান ইবনু আবিল ‘আময়া কর্তৃক বর্ণিত হাদিস এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, সম্ভবত আবু কিলাবা এর সমর্থিত হাদিস এর কারণে এটি حسن ।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, উপর্যুক্ত কথাটিই সঠিক।

হাদিস- ৩০

عن عائشة رضي الله عنه قالت : من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا. رواه أحمد والترمذي والنسائي

“আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন মর্মে কেউ হাদিস বর্ণনা করলে, তা কখনো বিশ্বাস করবে না। তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১১৭ في تخريج المشكاة(ص) এ হাদিস এর সনদ ضعيف। এতে শরিক ইবনু আবদিল্লাহ আল কাযি দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাভি ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে শরিক একমাত্র রাভি নন। সুফ্য়ান সওরিও হাদিসটি বর্ণনা করেন। كما رواه الحاكم

আলবানি নিজেও হাদিসটি সহিহ বলেছন। (১) (২০১) السلسلة الصحيحة برقم)

হাদিস- ৩১

عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر المتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ» . رواه أبو داود.

"আম্মার ইবনু য়াসির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফেরেশতাগণ তিন শ্রেণির মানুষের নিকটবর্তী হয় না। কাফের ব্যক্তির লাশ, রঙ্গিন সুগন্ধি ব্যবহারকারী পুরুষ ও যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে তার ওযু করা পর্যন্ত"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১88ص في تخريج المشكاة) এ হাদিস এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিস এর রাভি। তবে হাসান বসরি ও আম্মার এর মধ্যে হাদিসটি منقطع। হাসান আম্মার থেকে শোনেননি। كما قال المنذري في الترغيب.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে অন্যত্র সহিহ বলেছেন।

(صحيح الجامع رقم (৩০৫৬) فقال حسن تخريج الترغيب (جـ ১/ ৭৩

হাদিস- ৩২

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ له حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلا الشِّرْكَ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلاً إِلا رَجُلاً يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ)) .
رواه أحمد وروى الترمذي نحوه عن أبي ذر إلا قوله إلا الشرك ولم يذكر صلاة المغرب ولا بيده الخير. وقال: حديث حسن صحيح غريب.

"আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাগরিব ও ফজর নামাযের শেষে স্বস্থান ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি এই তাসবিহ

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

দশ বার পাঠ করবে, এক বার পাঠের বিনিময়ে তার জন্য দশটি সওয়াব লেখা হবে। দশটি গোনাহ মাফ হবে এবং দশটি মর্যাদা বুলন্দ হবে। ঐ ব্যক্তি সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে। বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। শির্ক ছাড়া অন্য কোনো পাপের কারণে তার আমল নষ্ট হবে না। সে হবে আমলের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে এই তাসবিহ তার চেয়ে বেশি পাঠ করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة) এ হাদিস এর সনদ ضعيف । নির্দিষ্ট নামায ও স্বস্থান ত্যাগ করার শর্তযুক্ত না হলে সকাল-সন্ধ্যা এই তাসবিহ পাঠ করার হাদিসটি সহিহ।

(كما حققته في التعليق الرغيب (جـ ১ ص ৩০৯
নাসিরুদ্দিন আলবানি নিম্নোক্ত কিতাবে হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেন।
سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول (ص ১১৩) الجزء الأول (ص ১৯) من حديث أبي أيوب
তেমনিভাবে তিনি নিম্নোক্ত কিতাবে হাদিসটি حسن বলেও মন্তব্য করেন।
(صحيح الترغيب (جـ ১ ص ১৯০، ১৯১) رقم (৪৭২، ৪৭৩، ৪৭৪، ৪৭৫)
ইমাম মালিক এর নিকট এই হাদিস পৌঁছেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস মক্কা-তায়িফ, মক্কা-আসফান ও মক্কা-জিদ্দা এর সমান দুরত্বে নামায কসর করতেন। ইমাম মালিক বলেন, এই দূরত্ব হলো বারো মাইল। .رواه في المؤطأ
নাসিরুদ্দিন আলবানি (৪২৫ص ১ ج) (تخريج المشكاة) কিতাবে হাদিসটি সনদবিহীন বর্ণনা করে বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি সহিহ নয়।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, নাসিরুদ্দিন আলবানি অন্য সনদে হাদিসটি সহিহ বলেছেন। (إرواء الغليل من وجه آخر (ج ৩ ص১৮)

হাদিস- ৩৪

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «الجمعة على من سمع النداء»
رواه أبو داود
"আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনবে তার উপর জুম'আ এর নামায ওয়াজিব"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (ج ১ ص৪৩৪) تخريج المشكاة) এ হাদিস এর সনদ ضعيف । এখানে আবু সালামা ইবনু নাবিহ নামক একজন مجهول রাভি আছে। যার মধ্যে نكرة আছে।
(كما قال الواهبي، ومثله شيخه عبد الله بن هارون،
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো , তিনি (الإرواء (ج ৩ ص৫৮) কিতাবে হাদিসটিকে حسن বলেছেন।

হাদিস- ৩৫

عن طارق بن شهاب قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي ومريض»
رواه أبو داود
"তারিক ইবনু শিহাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামা'ত সহকারে জুম'আ'র নামায আদায় করা একটি অত্যাবশ্যকীয় আল্লাহর হক। কিন্তু চার প্রকার মুসলিমের উপর এটি ওয়াজিব নয়। কৃতদাস, নারী, শিশু ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة (جـ ১ ص ৪৩৪) এ হাদিস এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য এবং ইমাম মুসলিম এর রাভি। তবে ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি منقطع বলে ইঙ্গিত করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেন। إرواء الغليل (جـ ৩ ص ৫৪)

হাদিস- ৩৬

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلَائِصِ الصَّدَقَةِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ - رواه أبو داود

"আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি বাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। প্রস্তুতির এক পর্যায়ে উট শেষ হয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সদকার একটি উত্তম উট দু'টি উটের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণের নির্দেশ দেন''।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة (جـ ২ ص ৮৫৮) এ হাদিস এর সনদ ضعيف ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি (إرواء الغليل (جـ ৫ ص ২০৫) কিতাবে হাদিসটি حسن বলে মন্তব্য করেন। পরবর্তীতে তিনি আবু দাউদ এর আর একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন।

হাদিস- ৩৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ)) . رواه أبو داود

"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যখন ছায়াতে অবস্থান করো, এমতাবস্থায় ছায়া সরে গিয়ে শরীরের কিছু অংশে রোদ আর কিছু অংশে ছায়া পতিত হলে, সেখান থেকে উঠে যাও"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة (جـ ৩ ص ১৩৩৭) হাদিসটির সনদ ضعيف ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো তিনি স্বীয় দু'টি গ্রন্থে হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেন। (صحيح الجامع (১: ২৬৬), (سلسلة الأحاديث الصحيحة (৮৩৭

হাদিস- ৩৮

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عن المنكر. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب

"আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ছোটদের দয়া করে না। বড়দের সম্মান করে না । ভালো কাজে আদেশ দেয় না এবং মন্দ কাজে বাধা দেয় না। সে আমার উম্মাত নয়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (تخريج المشكاة : (৩: ص ১৩৮৭) তিনি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিসটি (ضعيف الجامع (جـ ৫ ص ৬৮) ضعيف বলে মন্তব্য করেন। তিনি (الأحاديث الضعيفة (৩১০৮) কিতাবেও এ হাদিস ضعيف বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, নাসিরুদ্দিন আলবানি এ কিতাবের টীকায় স্ব-বিরোধী উক্তি করে বলেন, হাদিসটি সহিহ হাদিস এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি সহিহ হাদিস এর ৫৩৯১,৫৩২১ নং হাদিসটি পুনরায় পাঠ করার অনুরোধ করেন।

হাদিস- ৩৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة

رواه أبو داود

“আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) নাগরিকদের ততটুকু পর্যন্ত ছাড় দাও, যতটুকু তারা তোমাদের ছাড় দিয়েছে। কেননা কা‘বার ধনভাণ্ডার আবসিনিয়ার একজন দুর্বল ব্যক্তি বের করে আনবে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (১৮ ص ৩ تخريج المشكاة (جـ)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি নিম্নোক্ত কিতাবে হাদিসটি সহিহ হিসেবে মন্তব্য করে স্ব-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন।

(سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني برقم ... (৭৭২)

হাদিস- ৪০

عن جابر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينام أهل الجنة؟ قال: النوم أخو الموت، ولا يموت أهل الجنة . رواه البيهقي في شعب الإيمان

“জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন করলেন, জান্নাতের অধিবাসীরা কি নিদ্রা যাপন করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই। আর জান্নাতবাসীগণ কখনো মৃত্যু বরণ করবে না”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১৫৮ ص ৩ تخريج المشكاة (جـ) হাদিসটি ضعيف।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি নিম্নোক্ত কিতাবে হাদিসটি সংকলন করে স্ব-বিরোধী উক্তি করেছেন।

سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث برقم (১০৮৭)

হাদিস- ৪১

إذا علم العالم فلم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه

“যে আলিম কোনো বিষয়ে অবগত হবার পর সে মতে আমল করে না তার উদাহরণ হলো, ঐ আলোকবর্তিকার মতো, যা মানুষকে আলো দান করে, অথচ সে আলোতে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি নিম্নোক্ত কিতাবে موضوع বলে মন্তব্য করেন,

تخريج اقتضاء العلم العمل ص ৬৯ الأحاديث الضعيفة ২৬৩৩. هـ من ضعيف الجامع جـ১ص ২০৭

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এভাবে তিনি হাদিস এর ব্যাপারে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ হাদিসটি বিভিন্ন সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তার

চিরাচরিত অভ্যাস হলো, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সচেতনতা অবলম্বন করা। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং আমার দায়িত্ব হলো, হাদিস গবেষকের সামনে তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা। তিনি এ হাদিসটি নিম্নোক্ত বাক্যে সহিহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন-

مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه

صحيح الجامع (جـ ٥ ص ١٩٦) . اقتضاء العلم العمل (ص ٧٥، ٩١)

হাদিস- ৪২

وعن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ وَلا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنْ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلا بِالسَّبِطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلاً وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى يَتَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عشِيرَةً مَنْ ... رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ - صلى الله عليه وسلم -) . رواه الترمذي

“আলি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকার-অবয়ব বর্ণনা করার সময় বলতেন, তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না; একেবারে বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে মধ্যম আকৃতির। তাঁর মাথার চুল একবারে কোঁকড়ানোও ছিল না; সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। বরং মধ্যম ধরনের কোঁকড়ানো ছিল। তিনি অতি স্থূলদেহীও ছিলেন না। তাঁর চেহারা একেবারে গোল ছিল না, বরং লম্বাটে গোল ছিল। গায়ের রং ছিল সাদা–লাল মিশ্রিত। চক্ষুর বর্ণ ছিল কালো ও পলক ছিল লম্বা লম্বা। হাড়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। গোটা শরীর ছিল পশমহীন। অবশ্য পশমের চিকন একটি রেখা বক্ষ হতে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। হাঁটার সময় সম্পূর্ণ পা উঠিয়ে মাটিতে রাখতেন। যেনো তিনি কোনো উচ্চ স্থান হতে নিচের দিকে নামছেন। যখন তিনি কোনো দিকে তাকাতেন, তখন ঘাড় সম্পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে ছিল মাহরে নুবুওয়াত। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যিন। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে অধিক দাতা ও সর্বাপেক্ষা সত্যভাষী। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের এবং বংশের দিক থেকে সম্ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি তাঁকে হঠাৎ দেখতো, সে ভয় পেতো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিচিত হয়ে তার সঙ্গে মিশতো, সে তাঁকে অনেক ভালোবসতে থাকতো। তাঁর গুণাবলি বর্ণনাকারী এ কথা বলতে বাধ্য হতো যে, আমি তাঁর আগে ও পরে তাঁর মতো কাউকে কখনো দেখিনি”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে ضعيف বলে মন্তব্য করেন,

(ص ١٦ مختصر الشمائل المحمدية) ,(تخريج المشكاة (جـ ٣ ص ١٦١٣)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। যা এটিকে শক্তিশালী হবার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইমাম তিরমিযি ‘শামায়েল’ কিতাবে তা উল্লেখ করেন। ইমাম আহমদ আলি (রাদি.) থেকেও সংক্ষিপ্তভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম হাদিসটি সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ ও ইবনু সা‘দ হাদিসটি বর্ণনা করেন। (الطبقات (جـ ١ ص ٤١٥، ٤١٣)

মুহাদ্দিসগণ নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

ومنها ما رواه عمر بن شبه عن يوسف بن مازن أن رجلاً سأل عليًا رضي الله عنه فقال : انعت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر معناه. ورواه من غير وجه عن علي رضي الله عنه من حديث أبي هريرة

"জনৈক ব্যক্তি আলিকে (রাদি.) বললেন, আপনি আমাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলি বর্ণনা করুন। তিনি উপর্যুক্ত হাদিস এর অর্থবোধক মর্মকথাটি বর্ণনা করেন"।

এ সকল রেওয়ায়াত হাদিসটিকে পারস্পরিকভাবে শক্তি যোগায়। বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্রষ্টব্য-

انظر الكلمات المفيدة علي أخبار المدينة (جـ ২ ص ১৭৭)

হাদিস- ৪৩

عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي الْعَالِيَةِ سَمِعَ أَنَسٌ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي كل سَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.

"আবু খালদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে বললাম, তিনি আনাসকে (রাদি.) বলতে শুনেছেন যে, তিনি দশ বছর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছেন। তার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'য়া করেছেন। তার একটি বাগান ছিল। যেখানে বছরে দুই বার ফল উৎপাদন হতো। সেখানে এমন একটি ফুল ছিল, যেখান থেকে মেশক এর সুঘ্রাণ বের হতো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি মুরসাল হবার কারণে ضعيف ।

(جـ ৩ ص ১৬৭৭ تخريج المشكاة:)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র কথাটি ঠিক নয়। মূলত হাদিসটি حسن।

كما قال الترمذي وأصله في الصحيح । হাদিসটি মুরসাল হবার ব্যাপারে তিনি যে দাবি করেছেন তাও ঠিক নয়। কেননা আবু খালদা আনাস (রাদি.) এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযি এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

قال الترمذي: لما ساق هذا الحديث (جـ ৫ ص ৬৮৩) وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك وروى عنه

হাদিস- ৪৪

حديث: إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنه فإنه مما يسلي بنفس المصاب

الأحاديث الضعيفة (৩৬৪৭) . من ضعيف الجامع (جـ ১ ص ২০৭، ২০৮)

"তোমাদের কেউ কোনো আমল করলে, তা যেনো নিপুণতার সাথে করে। কেননা এটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে সান্তনা প্রদান করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইবনু সা'দ হাদিসটি مرسلاً রেওয়ায়াত করেন। হাদিসটি খুবই ضعيف। এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এভাবে তিনি হাদিসকে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে হাদিসটি হাসান বলেও মন্তব্য করেছেন। তিনি নিম্নের ভাষায় হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন।

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أنيتقنه

صحيح الجامع (جـ ২ ص ১৪৪) وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (১১১৩)

হাদিস- ৪৫

حديث: التبين من الله والعجلة من الشيطان، فتبينوا

ابن أبي الدنيا في ذم الغضب، والخرائطي في مكارم الأخلاق عن الحسن مرسلاً.

"সুচিন্তা ও ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেক হয়। অতএব ভেবে-চিন্তে কাজ করো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (انظر المقدمة (ص ২২)

من ضعيف الجامع .(جـ ৩ ص ৪৫

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসকে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ তিনি হাদিসটি সহিহ বলে বর্ণনা করেছেন।

(سلسلة الأحاديث الصحيحة (১৭৯৫)

صحيح الجامع (جـ ৩ ص ৫৭) কিতাবে আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি নিম্নরূপ-

التأني من الله والعجلة من الشيطان

হাদিস- ৪৬

حديث: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافًا .

"সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ইসলাম গ্রহণ করার পর ন্যূনতম জীবিকায় জীবন কাছে"।

আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি নাসিরুদ্দিন আলবানি ضعيف আখ্যায়িত করেছেন।

(الأحاديث الضعيفة رقم (২৮৩২) . من ضعيف الجامع (جـ ৪ ص ১৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ তিনি صحيح الجامع (جـ ৪ ص ১৪) কিতাবে হাদিসটি সহিহ বলে বর্ণনা করেছেন। ফুজালা ইবনু উবাইদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি নিম্নরূপ-

طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع به

"সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ইসলাম এর হেদায়াত লাভ করেছে। জীবিকা নির্বাহের ন্যূনতম উপকরণ লাভ করেছে এবং এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে"।

صحيح تخريج الترغيب (২/১১) الأحاديث الصحيحة رقم (১৫০৬)

হাদিস- ৪৭

حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه، أخرجه البخاري في صحيحه

"সহিহ বুখারি শরিফে বর্ণিত হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণির মানুষের বিপক্ষে অবস্থান করবো। আমি যার প্রতিপক্ষ হবো তাকে অবশ্যই পরাজিত করবো। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো কিছু গ্রহণ করার পর তা অস্বীকার করলো। ২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করলো। ৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক নিয়োগ করলো, নিয়োগকৃত শ্রমিক যথাযথভাবে কাজ সম্পন্ন করার পরও তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আদায় করলো না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন।

(ضعيف الإرواء رقم ১৪৮৯)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে উপরর্যুক্ত কিতাবে হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ তিনি (الإرواء (جـ ৫ ص ৩০৮ কিতাবে হাদিসটি (حسن أو قريب منه) বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। অতপর তিনি বুখারি বর্ণিত হাদিসটির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। (৩১১ ،৩১০ ،৩০৯ ،৩০৮)

হাদিস- ৪৮

حديث: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما
عن عقبة بن عامر ضعيف أبي داود (৩৫০)

"সূরা হজ্ব ফজিলতপূর্ণ হবার কারণ হলো, এতে দুটি সাজিদার আয়াত রয়েছে। যে ব্যক্তি এ দু'টি সাজিদা আদায় করবে না, সে যেনো এ সূরা পাঠ না করে"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি (৩৫০) (ضعيف أبي داود) হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ তিনি (৩২৪ جـ ১ ص) تخريج المشكاة কিতাবে হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি ইমাম তিরমিযি কর্তৃক হাদিসটি ضعيف বলে অভিহিত করার বিষয়টি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি ضعيف বলার কারণ হলো, এখানে ইবনু লাহি'য়া নামক একজন ضعيف রাভি আছে। তার দুর্বলতাটি ছিল স্মরণশক্তির কারণে। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব থেকে রেওয়ায়াত করেন। তার বর্ণনাকৃত হাদিস সহিহ হবার বিষয়ে অনেক মুহাদ্দিস এর স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। সুতরাং এ হাদিস صحيح হবার বিষয়টি প্রমাণিত।

হাদিস- ৪৯

حديث: لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يحشرهم معه ،
عن حذيفة ـ تخريج الطحاوية (৩৪৩)

"প্রত্যেক উম্মতে এক দল মজুস (অগ্নিপুজক) থাকে। এ উম্মতের মজুস হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা বলে, তাকদির বলতে কিছু নেই। তারা অসুস্থ হলে সেবা করো না। মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় উপস্থিত হয়ো না। তারা হলো দাজ্জালের দল। দাজ্জালের সঙ্গে তাদের হাশর করা আল্লাহর দায়িত্ব"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি (২২ ص ৫ جـ) ضعيف الجامع) হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ তিনিই হাদিসটি শক্তিশালী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।
تخريج الطحاوية ৩০৪ وتخريج السنة (جـ ১ ص ১৪৪، ১৪৫، ১৪৬)

হাদিস- ৫০

حديث (خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف) .

“যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যত্ন সহকারে আদায় করবে, কিয়ামতের দিন সে নামায তার জন্য আলো ও দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তির কারণ হবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে নামায তার জন্য আলো ও দলিল হিসেবে গণ্য হবে না এবং ভয়াবহ আযাব থেকে তার মুক্তিও হবে না। কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে ফিরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালাফ এর সঙ্গে”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটিকে নিম্নোক্ত কিতাবে ضعيف বলে অভিযুক্ত করেন।
تخريج الترغيب (جـ ১ ص ১৯৭ - ১৯৮) (ضعيف الجامع برقم (২৮৫০)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি এ ভাবেই উল্লেখ করেন। এতে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করেননি। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদ এ নিম্নোক্ত সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।
حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله ابن عمرو إلخ
এ সনদে ঈসা ব্যতীত সকল রাভি সহিহ হাদিস এর রাভি। তার ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার ‘আল তাকরিব’ কিতাবে বলেন, তিনি খুবই সত্যবাদী। এজন্য ইমাম হাইসামি বলেন, ইমাম আহমদ এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

হাদিস- ৫১

حديث: (إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)
(ضعيف الجامع ৩১৯৬) عن أبي هريرة
“তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থেকো। কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে আগুন লাকড়িকে পুড়ে ছাই করে দেয়”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি (১৯০১ (الأحاديث الضعيفة) কিতাবে হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন।
অতঃপর তিনি আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটির ভাবার্থ উল্লেখ করেন। এটিকেও তিনি ضعيف সাব্যস্ত করেন। (ضعيف الجامع (৩১৯৬)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। বরং এটি হাসান।
المناوي في فيض القدير (جـ ৩ ص ৪১৩) عن الحافظ العراقي
হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উপরোল্লিখিত। আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে ঈসা আল হান্নাত ব্যতীত সকল রাভিই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আনাস (রাদি.) থেকে ভিন্ন সনদেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।
قال الخطيب في تاريخه (جـ ৩ ص ৩৩৭) أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال أنبأنا محمد بن الحسين بن حريق البزار قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب قال أنبأنا أبو هلال عن قتادة عن أنس
হাফিয আল ইরাকি বলেন, সনদটি হাসান।
ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন সনদেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসটি নিম্নরূপ-

وله طريقة أخرى عن أنس موقوفة عليه بمعناه . قال أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فذكر خبرًا طويلاً وفيه: إن الحسد يطفئ نور الحسنات

আবু দাউদ বর্ণিত এ হাদিসে বলা হয়েছে, “হিংসা সৎকর্মের নূর নির্বাপিত করে দেয়”। এটি পূর্বের হাদিসের ভাবার্থ।

ইবনুল ‘আমরা ছাড়া এ হাদিস এর সকল রাভি নির্ভরযোগ্য। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সনদ প্রমাণ করে হাদিসটি মজবুত ও শক্তিশালী।

হাদিস- ৫২

حديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة

ضعيف ... أحاديث البيوع .عن علي

“সুদ আদান-প্রদানকারী, তার সাক্ষী ও সদকা আদায়ে বাধা প্রদানকারীর উপর আল্লাহ লা‘নত করেছেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (ضعيف الجامع (جـ ৫ ص ১৫) হাদিসটিকে ضعيف আখ্যায়িত করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ তিনি (صحيح الجامع (جـ ৫ ص ১৯) জাবির (রাদি.) ও ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটিকে সহিহ বলে মন্তব্য করেন। তবে এখানে ومانع الصدقة শব্দটি নেই।

হাদিস- ৫৩

حديث: لتتركن المدينة على خير ما كانت تأكلها الطير والسباع

عن أبي هريرة ... الأحاديث الضعيفة (৪৩৯৯)

“মদিনার অবস্থা এক সময় বর্তমান অবস্থার চেয়ে উন্নত হবে। (মদিনা বিরান ভূমিতে পরিণত হবার কারণে সেখানে কোনো মানবসন্তান বসবাস করবে না।) হিংস্র পশু-পাখিরাই তা ভোগ করবে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (ضعيف الجامع (جـ ৫ ص ৮ কিতাবে হাদিসটি ضعيف বলে আখ্যায়িত করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ তিনি (صحيح الجامع (جـ৩ ص৩৩ গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করে তা সহিহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। হাদিস এর ভাষা নিম্নরূপ-

تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي

হাফিয ইবনু হাজার ফতহুল বারি’তে (جـ ৩ ص ৯০) হাদিসটির কিছু شواهد উপস্থাপন করেন। যা মিহজান ইব্‌ন আল আদরা‘ ও ‘আউফ ইবনু মালিকসহ (রাদি.) অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত। তিনি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস- ৫৪

حديث: المستشار مؤتمن إن شاء أشار، وإن شاء لم يشر، رواه الترمذي.

“যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, সে আমানতদার। সে পরামর্শ দিতেও পারে নাও দিতে পারে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৮ص ৬ جـ) ضعيف الجامع কিতাবে হাদিসটি جدًا ضعيف বলে মন্তব্য করেন।
الأحاديث الضعيفة (৪৬৭৫)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ তিনি (১৬ ص ৬ جـ) صحيح الجامع) হাদিসটির প্রথমাাংশ সহিহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। (১৬৪১ الأحاديث الصحيحة) المستشار مؤتمن

হাদিস- ৫৫

حديث عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أهلاً لِذَلِكَ وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا
رواه أبو داود

"আবুদ দারদা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। বান্দা কারো উপর লা'নত করলে তা আকাশের দিকে আরোহন করে। লা'নত উর্ধারোহণের জন্য আসমানে উঠার দরজা বন্ধ করে দেয়া হলে তা যমিনের দিকে নেমে আসে। লা'নত পতিত হবার জন্য যমিনের দরজাও বন্ধ পেয়ে তা ডানে-বামে পথ খোঁজে। তাতেও কোনো সুযোগ না পেলে যার জন্য লা'নত করা হয়েছে তার নিকট ফিরে আসে। যদি ঐ ব্যক্তি লা'নত এর উপযুক্ত হয়, তবে তার উপর পতিত হয়। অন্যথায় যে লা'নত করেছে তার দিকে ফিরে আসে"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি (১৩৬২ ص ৩ جـ : تخريج المشكاة) হাদিসটির সনদ ضعيف বলে মন্তব্য করেন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। বরং হাদিসটি (حسن) হাসান এবং এর অর্থ صحيح । কেননা মুসনাদ আহমদ এ তার একটি شاهدً রয়েছে।

عن العيزار بن جرول عن رجل منهم يكني أبا عمير أنه كان صديقًا لعبد الله بن مسعود فذكر قصة وفي آخرها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن اللعنة إذ وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلاً ...)) . إلخ

ইমাম হাইসামি (৭৪ ص ৮ مجمع الزوائد جـ) বলেন, ইমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেন। আবু উমাইর সম্পর্কে আমি অবগত নই। অবশিষ্ট রাভিগণ(ثقات) নির্ভরযোগ্য। তবে এ বিষযটি স্পষ্ট যে, ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর যে বন্ধু তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন তিনি ثقة । ইমাম আল মুনযিরি বলেন, (১৩২ ص ৫ الترغيب جـ) হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন। এখানে একটি ঘটনা রয়েছে। এটির সনদ (جيد) উত্তম । إن شاء الله تعالى ।
ইবনু আব্বাস (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি এটির সহায়ক।

أن رجلاً لعن الريح عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه)) . رواه أبو داود والترمذي

আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণিত এই হাদিসে বর্ণিত আছে যে, "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে একজন ব্যক্তি বায়ুকে অভিসম্পাত করলে তিনি বলেন, বায়ুকে লা'নত করো না। এটি আল্লাহর হুকুমের অনুগত। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর প্রতি লা'নত করে যে তার উপযুক্ত নয়, ঐ লা'নত অভিসম্পাতকারী ব্যক্তির উপর পতিত হয়"।

(تخريج المشكاة (جـ ২ ص ১৩৬২ কিতাবে গ্রন্থকার বলেন, এটির সনদ সহিহ। তিনি ইবনু মাসউদ (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটির সত্যায়ন করেছেন।

(السلسلة جـ ৩ ص ২৬৪، ২৬৫، رقم ১২৬৯)

হাদিস- ৫৬

حديث: ليس على من استفاد مالاً زكاة حتى يحول عليه الحول

الإرواء رقم (৭৮৭)

“এক বছর অতিবাহিত না হলে কোনো সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় না”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে ضعيف বলেছেন। (ضعيف الجامع جـ ৫ ص ৬১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ তিনি (الإرواء جـ ৩ ص ২৫৪.) হাদিসটি সহিহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

তার এ উক্তি সঠিক নয়। বরং হাদিসটি (حسن) হাসান ।

قال ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم

ইমাম ইবনু মাযা হাদিসটি আলোচনা করার পর বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি। তবে মুয়াম্মাল ইবনু ইসমাইল এর স্মরণশক্তি দুর্বল।

قد تابعه أبو حذيفة موسى بن مسعود عند البيهقي جـ ৭ ص ৩২৩،

উপর্যুক্ত হাদিসের অর্থবোধক আবু দাউদ, তায়ালিসি ও বাইহাকি এর সনদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي موسى فذكره بمعناه.

এ রেওয়ায়াত পূর্বের বর্ণনাটিকে শক্তি যোগায়। এ জন্য ইমাম আল বুসিরি বলেন, (الزوائد جـ ২ ص ১২৩) এ হাদিসের সনদ হাসান। তার উক্তিটি যাই হোক না কেনো , হাদিসটির ন্যূনতম অবস্থা হলো حسن ।

হাদিস- ৫৮

عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.

“য়াযিদ ইবনু রুমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর যুগে রামাদ্বান মাসে মুসলমানগণ তেইশ রাকাত (তারাবিহ ও বিতর) নামায আদায় করতেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কেননা ইবনু রুমান উমার ইবনুল খাত্তাব (রদি.) এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তার বর্ণনাকৃত শুধুমাত্র প্রথম রেওয়ায়াতটিই সহিহ। যেখানে তিনি এগারো রাকাত তারাবিহ নামায এর কথা বর্ণনা করেছেন। ‘সালাতুত তারাবিহ’ গ্রন্থে আমি এ বিষয়টি প্রমাণ করেছি। (تخريج المشكاة جـ ১ ص ৪০৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা বিশ রাকাত তারাবিহ এর নামায আদায় বিষয়ে একাধিক রেওয়ায়াত রয়েছে। যে সকল রেওয়ায়াত একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়। এ সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, এ হাদিস এর ভিত্তি খুবই মজবুত।
ইমাম আবদুর রায্যাক এর রেওয়ায়াতটি প্রণিধানযোগ্য।

منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه جـ ٤ ص ٣٦٠ عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي ابن كعب. على تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة

এ সনদের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য এবং সহিহ হাদিস এর রাভি।
ইমাম বাইহাকি বর্ণনা করেন,

ومنها ما رواه البيهقي في السنن الكبري جـ ٣ ص ٤৯৬ حيث قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا أحمد ابن محمد بن إسحاق السني أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة

"উমার (রাদি.) এর যুগে রামাদ্বান মাসে মুসলমানগণ বিশ রাকাত তারাবিহ'র নামায আদায় করতেন"।

ইমাম বাইহাকি বর্ণিত এ হাদিস এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ এর ব্যাপারে ইমাম যাহাবি (تذكرة الحفاظ في ترجمة تمام الحافظ الجزء الثالث ص ১০৫৭) ও ইবনুল ইমাদ (شذرات الذهب الجزء الثالث ص ৩০০) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়চারক ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ ইমাম كتاب اليوم والليلة গ্রন্থকার ইবনু আল সুন্নি, ইমাম বগভি ও ইমাম দারা কুতনি তার ব্যাপারে বলেন, তিনি ثقة । এ হাদিস এর অবশিষ্ট রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি।
ইবনু আবি শাইবা স্বীয় মুসান্নাফে বর্ণনা করেন,

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة

"য়াহয়া ইবনু সাঈদ বর্ননা করেন, উমার (রাদি.) একজন ইমামকে বিশ রাকাত তারাবিহ নামায এর ইমামতি করার নির্দেশ প্রদান করেন"।

وحدثنا وكيع عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة.

"নাফি' ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আবি মুলাইকা রামাদ্বান মাসে আমাদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবিহ'র নামায আদায় করতেন"।

وأسند عن عبد العزيز بن رفيع قال : كان أُبيّ بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث.

"আবদুল আযিয ইবনু রাফি' বলেন, উবাই ইবনু কা'ব রামাদ্বান মাসে মদিনায় মুসলমানদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবিহ নামায ও তিন রাকাত ভিত্র এর নামাযের ইমামতি করতেন"।

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر. جـ ٢ ص ৩৯৩

তাবি'ই 'আতা বলেন ,আমি (মক্কায়) মুসলমানদের তিন রাকাত ভিত্রসহ বিশ রাকাত তারাবিহ'র নামায আদায় করতে দেখেছি"।
ইমাম ইবনু আবি শাইবা বর্ণিত এ হাদিস এর সনদ ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে সহিহ।

وعطاء بن أبي رباح قد أدرك خلقًا كثيرًا من الصحابة وقد صححه النووي في المجموع جـ 8ص ৩২،
وابن العراقي في طرح التثريب جـ ৩ ص ৯৭.
'আতা ইবনু আবি রাবাহ অনেক সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন। ইমাম নবভি ও ইবনুল ইরাকি উপর্যুক্ত হাদিস এর সত্যায়ন করেছেন।
এগারো রাকাত ও বিশ রাকাত সম্পর্কিত দুই রেওয়ায়াত এর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম বাইহাকি বলেন, প্রথমে তারা এগারো রাকাত নামায আদায় করতেন। পরবর্তীতে বিশ রাকাত আদায়পূর্বক তিন রাকাত বিতর এর নামায আদায় করতেন।

হাদিস- ৫৯

إن هذا الخير خزائن، لتلك الخزائن مفاتيح فمفاتيحه الرجال، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحًا للشر مغلاقًا للخير
عن سهل بن سعد تخريج الترغيب ১، المشكاة جـ ৩ ص ৫১৩)
"কল্যাণকর বস্তুসমূহ হলো আল্লাহর ধনভাণ্ডার। সকল প্রকার ধনভাণ্ডারের কিছু চাবি রয়েছে। কিছু মানুষ এর চাবিস্বরূপ। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যাকে আল্লাহ কল্যাণের চাবি এবং অকল্যাণের তালা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি ও কল্যাণের তালা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে অত্যন্ত ضعيف বলেছেন। (ضعيف الجامع جـ ২ ص ২০১)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত ঠিক নয়। বিভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণিত হবার কারণে এটি حسن এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তিনি হাদিসটি (سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ ৩ رقم ১৩৩২ وتخريج السنة ২৬৯، ২৯৯ وصحيح ابن ماجة رقم ১৯৪) হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

হাদিস- ৬০

عن الربيع بنت معوذ قالت : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بميضأة فقال: اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديد فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا.
"রুবাইয়ি' বিনতে মু'আওয়াজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি অযুর পাত্র নিয়ে আসলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, পনি ঢালো। আমি পানি ঢাললাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখমন্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন এবং নতুন পানি দ্বারা মাথার অগ্র-পশ্চাত মাসেহ করলেন। তারপর উভয় পা তিনবার করে ধৌত করলেন।
নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে.الماء الجديد বাক্যাংশ ব্যতীত حسن বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (صحيح ابن ماجة برقم ৩১৩ , صحيح أبي داود ১১৭ ১৩৩) .
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, সহিহ মুসলিম এর বর্ণনা দ্বারা الماء الجديد বাক্যটি প্রমাণিত।
আবু দাউদ ও তিরমিযি এর রেওয়ায়াতটি প্রণিধানযোগ্য।

من حديث عبد الله بن زيد عن عاصم أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر وضوءه وقال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. ورواه أبو داود والترمذي
ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি হাসান ও সহিহ। সুতরাং 'নতুন পানি' বাক্যাংশটি বাদ দেয়া এবং এটিকে ضعيف বলার কোনো কারণ নেই। والله أعلم

হাদিস- ৬১

حديث: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه مثل أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا
"যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাহ পুনরুজ্জীবন করলো এবং তাদ্বারা অন্যরা আমল করলো, সে আমলকারীর অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। এতে তাদের প্রতিদানের কোনো কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আত প্রবর্তন করলো ,অন্যরাও সে মতে আমল করলো, সেও আমলকারীর সমান শাস্তি ভোগ করবে। এতে তার শাস্তি আমলকারীদের শাস্তির চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি আমর ইবনু 'আউফ বর্ণিত হাদিসটিকে অত্যন্ত ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।
(تخريج السنة ৪৩ ضعيف جدا. ضعيف الجامع جـ ৫ ص ১৫৩)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আবু হুরাইরা (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি সহিহ। অথচ তিনি বিনা শর্তে ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি এটিকে (صحيح ابن ماجة) صحيح বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, (صحيح بما قبله جـ১ ص ৪১، ৪২)

হাদিস- ৬২

حديث: من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجته وهو لا يريد الرجعة فهو منافق
"যে ব্যক্তি আযান শোনার পর কোনো প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসতে ইচ্ছা পোষণ করে না। সে মুনাফেক"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি উসমান (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটিকে ضعيف বলেছেন।
تخريج الترغيب جـ ১ ص১০৭) (ضعيف الجامع جـ ৫ ص ১৫৬)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি صحيح । অথচ তিনি বিনা বাক্যে এটিকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। তিনি নিম্নবর্ণিত.কিতাবে এটিকে صحيح বলে স্ববিরোধী মন্তব্য করেন।
صحيح ابن ماجة جـ ১ ص ১২৩ صحيح الروض ১০৭৪، الصحيحة ২৫১৮)

হাদিস- ৬৩

حديث: كان إذا دخل المسجد يقول : بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،
وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন,
بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،

আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন,.

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك

নাসিরুদ্দিন আলবানি ফাতিমা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটিকে ضعيف বলেছেন। (تخريج المشكاة (ضعيف انتهى من ضعيف الجامع جـ 8 ص ১৮৭

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেন। অথচ তিনি (صحيح ابن ماجة ص ১২৯ জে ১) এটিকে صحيح বলে মন্তব্য করেন।

تخريج فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ৮৩: ৮৪، تخريج الكلم الطيب ১৬৩)

হাদিস- ৬৪

حديث عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر من اليهود فقال له : إنا هكذا نصنع يا محمد . قال: فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: خالفوهم

رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجة

قال الترمذي: هذا حديث غريب. وبشر بن رافع الراوي ليس بالقوي

“উবাদা ইবনু সামিত (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জানাযার নামাযে উপস্থিত হলে লাশ কবরে রাখা পর্যন্ত বসতেন না। একদিন তার নিকট একজন ইহুদি আলিম এসে বললো, হে মুহাম্মদ ! আমরাও অনুরূপ করি। ‘উবাদা ইবনু সামিত বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট হয়ে বললেন, তাদের বিরোধিতা করো”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (تخريج المشكاة) ইমাম তিরমিযি’র অনুসরণপূর্বক হাদিসটিকে ضعيف বলেছেন। তিনি ইমাম আবু দাউদ এর সনদটিও উল্লেখ করেন। যেখানে দুই জন রাভিই ضعيف । তার উক্তিটি নিম্নরূপ-

لكنه عند أبي داود من طريق أخرى وفيها عبد الله ابن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه وهما ضعيفان(جـ ১ ص ৫২৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেন। অথচ তিনি صحيح ابن ماجة কিতাবে এটিকে حسن বলে মন্তব্য করেন ।

صحيح ابن ماجة جـ ১ رقم ১৩৫৬. المشكاة ১৬৮১، الإرواء ১৯৩/৩)

হাদিস- ৬৫

عن عروة بن الزبير قال : كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا : أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم

رواه في شرح السنة.

“উরওয়া ইবনু যুবাইর (রাদি.) থেকে বর্ণিত, মদিনায় দুই জন লোক ছিলেন। একজন লাহাদ (কবর খনন করার নির্দিষ্ট নিয়ম) করতো। আর একজন লাহাদ করতো না। সাহাবায়ে কেরাম আলোচনা করলেন, কে সর্বপ্রথম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর করব খনন করার জন্য আগমন করবে। এমতাবস্থায় লাহাদকারী লোকটিই আগমন করলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর করব খনন করলেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৫৩৩ ص ১ جـ تخريج المشكاة) إرسال এর কারণে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। ইমাম ইবনু মাজাও একটি দুর্বল সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

فيه عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله القرشي وهو ضعيف كما في التقريب

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেন। অথচ তিনি الإرواء ও صحيح ابن ماجة (جـ ১ رقم ১২৬৪) কিতাবে এটিকে حسن ও صحيح বলে মন্তব্য করেন ।

الأحكام ১৪৪ وقال بعد رقم ১২৬৫ حسن الأحكام ১৪৪ المشكاة ১৭০০ التحقيق الثاني

হাদিস- ৬৬

عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب.

رواه أبو داود

“আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা রাখাবস্থায় স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ট সংস্পর্শ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। আর একজন ব্যক্তি তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। যাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। যাকে অনুমতি দেননি তিনি ছিলেন যুবক।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৬২৬ ص ১ جـ تخريج المشكاة) বলেন, এ হাদিস এর সনদ ضعيف ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেন। অথচ হাদিসটি ভিন্ন সনদেও বর্ণিত হয়েছে। যা এটিকে শক্তিশালী করে। তিনি এটিকে সহিহ বলে মন্তব্য করেন।

(صحيح ابن ماجة رقم ১৩৬৯ الجزء الأول صحيح - صحيح أبي داود ২০৬৫)

হাদিস- ৬৭

حديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع مع آل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة

عن عائشة

“বিশ্বাসঘাতক নারী-পুরুষের সাক্ষ বৈধ নয়। তেমনিভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত নারী-পুরুষ, নিজ ভাইয়ের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণকারী, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আহলে বাইতের খাদেমদের সাথে শত্রুতা পোষণকারী, আত্মীয়তা ও বংশপরিচয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যও বৈধ নয়”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ‘আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত এ হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।

الإرواء ২৬৬৯ تخريج المشكاة برقم ৩৭৮১. انتهى من ضعيف الجامع جـ ৬ ص ৬২.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেন। অথচ হাদিসটির প্রথমাংশ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদি.) থেকে উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

তেমনিভাবে আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত ولا الظنين বাক্যাংশটিও । আলবানি নিম্নের কিতাবসমূহে এটিকে সহিহ হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেন।
صحيح ابن ماجة ৪৪ رقم ১৯১৬ وفي صحيح الجامع جـ ৬ ص ১৩৪ وإرواء العليل ৩৬৬৯ الجزء الثامن.

হাদিস- ৬৮

حديث جرير أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يؤوي الضالة إلا ضال))
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

"জারির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি গাভী তাড়ানোর নির্দেশ পেয়ে তাকে তাড়া করে। এক পর্যায়ে ঐ গাভী অদৃশ্য হয়ে যায়। অতপর তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি। পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই পথভ্রষ্ট বস্তুকে আশ্রয় দেয়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।(الإرواء: ضعيف جـ ৬ ص ১৭ ১৮) তিনি (ضعيف الجامع جـ ৬ ص ৮৫) কিতাবেও হাদিসটিকে ضعيف বলে মন্তব্য করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেন। আবার অন্য জায়গায় স্ববিরোধী উক্তি করেন। তিনি (صحيح ابن ماجة جـ ৩ ص ৭০) হাদিসটিকে مرفوع বলেও মন্তব্য করেন। (صحيح الإرواء ১৫৬৩، صحيح أبي داود ১৫১৩ م نحوه)

হাদিস- ৬৯

عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر بن الخطاب يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها.
رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح.

"সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) বলতেন, হত্যাকারীর ওয়ারিশকে দিয়াত (রক্তমূল্য) আদায় করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর রক্তমূল্যের উত্তরাধিকারী হবে না। এমন কি যাহ্‌হাক ইবনু সুফ্‌য়ান তাকে বলেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে,আমি যেনো 'আশয়াম আল যুবায়ি' এর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত এর সম্পদ প্রদান করি"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে منقطع বলে অভিহিত করেছেন।(الإرواء جـ ৮ ص ২৯১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেন। (صحيح ابن ماجة ২ رقم ২১৩৭) الإرواء التحقيق الثاني صحيح أبي داود ৩৫৯৯،

হাদিস- ৭০

عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن

رواه الترمذي، وأبو داود قال الترمذي: حديث حسن

"ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা খাবার গ্রহণের সময় বলবে,اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه :

দুধ পান করাররসময় বলবে,اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه :

কেননা দুধই একমাত্র খাবার, যা খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে।

ইমাম তিরমিযি বলেন,এ হাদিসটি حسن ।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । কেননা এখানে আলি ইবনু যাইদ নামক একজন দুর্বল রাভি আছে। (৪৬৫ المشكاة مع الحاشية جـ ৩ ص)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে ঢালাও মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।(৩৬৮৩ صحيح ابن ماجة ৩ رقم)

تخريج المشكاة (৪৩৮৩) التحقيق الثاني الصحيحة (২৩২০)

হাদিস- ৭১

عن ابن عمر نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح على وجهه

أخرجه أبو داود ৩৭৭৪ وابن ماجة ৩৩৭০ الشطر الثاني .

"আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরণের খাবার মজলিশে বসতে বারণ করেন। যে আসরে মদ পান করা হয়। যে খাবারে ভক্ষণকারী হুমড়ি খেয়ে পড়ে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি منكر । (৪১৪০ الإرواء جـ ৭ ص) পরবর্তীতে তিনি হাদিস এর দ্বিতীয়াংশ বাদ দিয়ে প্রথমাংশটি قوى বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি হাদিসটি حسنবলেও মন্তব্য করেন। (২৪০ صحيح ابن ماجة ২ ص)

الإرواء ১৯৮২ التحقيق الثاني . الصحيحة ২৩৮৪)

হাদিস- ৭২

حديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب.

قال القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس

"গোনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তির এমন অবস্থা হয়, যেনো তার কোনো গোনাহ থাকে না। কোনো বান্দাকে আল্লাহ মহব্বত করলে গোনাহে তার কোনো ক্ষতি হয় না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসটি ضعيف ।

(২৪৯৬ ضعيف الجامع برقم) (৬১৫ الأحاديث الضعيفة)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করেন। অথচ তিনি হাদিসটির প্রথমাংশ حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

صحيح الجامع برقم (৩০০৫) والأحاديث الضعيفة وصحيح ابن ماجة(৩৪২৭) جـ ২

হাদিস- ৭৩

حديث: أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس

أحاديث مشكلة الفقر ২০ رقم ১৭، وص ৬৫، ৯৫)

"আল্লাহ তোমার জন্য যা কিছু বন্টন করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো। তুমি সবচেয়ে প্রাচুর্যসম্পন্ন হবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিস ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে নিম্নের কিতাবসমূহে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন।

في السلسلة رقم (৯৩০) وصحيح الجامع جـ ৪: ص ১৮৬)

হাদিস- ৭৪

أثر: أن عليا رضي الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما أي مهالك وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها.

نقله حرب (ص ৩৯১)

"আলি (রাদি.) আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফরকে উসমান (রাদি.) এর নিকট হস্তান্তর করে বলেন, ঝগড়া-বিবাদ ধ্বংসের কারণ হয়। সেখানে শয়তান উপস্থিত থাকে। যেখানে শয়তান থাকে, সেখানে আমি উপস্থিত থাকা অপছন্দ করি"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিস ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, এ হাদিস এর সনদ সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবগত নই। তবে ইমাম বাইহাকি হাদিসটি وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها বাক্যাংশ ব্যতীত ضعيف সনদে বর্ণনা করেন। এ সনদের দুর্বলতা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (إرواء الغليل جـ ৫: ৩৮৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। কেননা এ হাদিস এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু ইসহাককে مدلس বলা এবং عنعنه দ্বারা রেওয়ায়াত করার যে অভিযোগ করা হয়েছে তাও ঠিক নয়। কেননা ইমাম বাইহাকি ইবনু ইসহাক এর التحديث এর বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।كما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة

তিনি জাহম ইবনু আবি জাহমকে ইমাম যাহাবির কথার উপর নির্ভর করে مجهول বলেছেন। ইমাম ইবনু হাজার (لسان الميزان) তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করে বলেন,

روى عن محمد بن إسحاق لا يعرف، له قصة حليمة السعدي

ইবনু আবি হাতিম তার ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেননি। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাভিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেন,

وأفاد أنه روى أيضا عن المسور بن مخرمة رضي الله عنها هـ. انتهى. جـ ৩ ص ১৪৩)

হাদিস- ৭৫

عن أبي أمامه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفي مقدم فيَّ

رواه أحمد

"আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। জিবরিল (আ.) যখনই আমার নিকট আগমন করেন, মিসওয়াক করার নির্দেশ দেন। এতে আমার দাঁতের অগ্রভাগ ঘষে যাওয়ার আশঙ্কা হয়"।

قال في تخريج المشكاة ١: ١٢٩ على قوله رواه أحمد في المسند جـ ٥ ص ٢٬٣ بسند ضعيف جدا ومن قواه فما أحسن.

قلت: إن أراد بذلك بهذا الإسناد بعينه فقط فهو كما قال لأن فيه علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة وإن أراد أنه ضعيف مطلقا فليس كما قال: بل كل جملة منه قد وردت بإسناد صحيح

وقد ساقها في الترغيب والترهيب وقوى المؤلف جملة منها في صحيح الترغيب ١: ٨٩، ٩٠، ٩١ رقم ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١)

হাদিস- ৭৬

حديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه الله عز وجل

عن أبي الدرداء

"দুনিয়া এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছু অভিশপ্ত। তবে যা কিছু আলাহর সন্তুষ্টির লক্ষে অর্জন করা হয়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।

(الجامع ٣: ١٦١ تخريج الترغيب ٧/٦ ضعيف)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে ঢালাও মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(صحيح الترغيب ١: ٦ رقم ٩)

হাদিস- ৭৭

حديث وعن أنس مرفوعاإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي ... فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع

رواه أحمد وأبو داود (ص٣٥٩)

"আনাস (রাদি.) থেকে مرفوعا বর্ণিত, তিন জন ব্যক্তির জন্য কারো নিকট হাত পাতা জায়েয। মারাত্মক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, প্রচুর দেনাগ্রস্থ ব্যক্তি ও রক্তমূল্য আদায়কারী"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।

(الإرواء جـ ٣ ص ٣٧ رقم ٨٦٧)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে ঢালাও মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (صحيح الترغيب ص ٣٥٠ رقم ٨٣٧)

হাদিস- ৭৮

حديث: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة

عن ابن عمرو

“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো চড়ুই পাখি হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।

(ضعيف الجامع ৫: ২৩১ تخريج الحلال ৪৬، ৪৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে ঢালাও মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(صحيح الترغيب جـ ১ ص ৪৫৭ رقم ১০৮৪)

হাদিস- ৭৯

حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر . قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر قال: يقال: إنها مساكن الجن

رواه أحمد أبو داود.

“আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাদি.) থেকে কাতাদা বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেন। কাতাদাকে প্রশ্ন করা হলো, গর্তে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, এগুলো জ্বিন এর বাসস্থান”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন।

(الإرواء جـ ১ ص ৯৩ رقم ৫৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে ঢালাও মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(صحيح الترغيب جـ ১ ص ৬৪ رقم ১৫০)

হাদিস- ৮০

حديث: حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام

عن أبي أيوب

“আমার উম্মাতের মধ্যে যারা অযু করার সময় এবং খাওয়ার পর খিলাল করে তারা কতই না উত্তম”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। (ضعيف الجامع ১৯৭৫ الإرواء ৯১ :৩.)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে অনুসন্ধান না করেই ঢালাও মন্তব্য করেন। অথচ তিনি এটিকে حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

إرواء الغليل ৬: ৩৬، ৩৭ رقم ১৯৭৫ وكذلك حسنه في صحيح الترغيب.

হাদিস- ৮১

حديث جابر فيمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام.
رواه أحمد وأبو داود.

"জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মসজিদে আকসায় নামায আদায় করার মানত করে, সে মসজিদে হারামে নামায আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি আবু দাউদ (৩৩০৫) বর্ণিত এ হাদিস صحيح বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, ইবনু দাকিকুল ঈদ (الاقتراح) হাদিসটি সহিহ বলেছেন। كما في التلخيص । তিনি হাদিসটি ইমাম হাকিম এর বরাতে বর্ণনা করে বলেন, আমি مستدرك এ হাদিসটি পাইনি। ইমাম আহমদ এর কিতাবেও পাইনি।(২২২ :৮ إرواء الغليل)

তিনি নিম্নের সনদেও হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং এটিকে صحيح বলে আখ্যায়িত করেন।

حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ... الحديث

"জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত,একজন ব্যাক্তি মক্কা বিজয়ের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি মানত করেছি যদি আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে মক্কার বিজয় দান করেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করবো"।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি مسند أحمد ৩: ৩৬৩ ও المستدرك ৪: ৩০৪ আছে। কিতাব দুটি অধ্যয়ন করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

হাদিস- ৮২

روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله ৩ /৪০

"বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) তার অসিয়তে লিখেন যে, আমার অসিয়তের মূল উৎস হলো আল্লাহ, যুবাইর ও তার পুত্র আবদুল্লাহ" ।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ইমাম বাইহাকি এর সনদটি উল্লেখ করেন।

ضعيف أخرجه البيهقي من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله ألخ

বাইহাকি বলেন, এ হাদিস এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে হাদিসটি منقطع। কেননা 'আমির ইবনু আবদিল্লাহ উমার ইবনুল খাত্তাব এর সাক্ষাত পাননি। তিনি আরো বলেন, হাফিজ ইবনু হাজার (التلخيص) সন্দেহবশত হাদিসটি حسن বলে অভিহিত করেছেন। (১০৩ :৬ إرواء الغليل)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি حسن হওয়াই সঠিক এবং হাফিজ ইবনু হাজার এর কথাই বিশুদ্ধ। এটি صحيح হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে । কেননা সহিহ হাদিসে এটির شاهد পাওয়া যায়। ইবনু সা'দ এর বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।

رواه ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير وقد كان عثمان حرمه عطاءه سنتين فأتاه الزبير فقال: إن عياله أحوج إليه من بيت المال ৩: ১৬১

“হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) যুবাইর (রাদি.) এর নিকট কোনো বিষয়ে অসিয়ত করেন। উসমান (রাদি.) দুই বছর পাওনা আদায় থেকে তাকে বঞ্চিত করেন। তিনি যুবাইর (রাদি.) এর নিকট এসে বললেন, তার পরিবারের অভাব বাইতুল মালের চেয়েও বেশি” ।

এ হাদিস এর আরোকটি সনদ হলো,

وأخرجه عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : دخل الزبير بن العوام على عثمان بعد وفاة عبد الله بن مسعود فقال: أعطني عطاء عبد الله ألخ ৩: ১৬০

“কাইস ইবনু আবি হাযিম বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর ইন্তেকালের পর যুবাইর (রাদি.) উসমান (রাদি.) এর নিকট প্রবেশ করে বললেন, আপনি আবদুল্লাহর পাওনা আদায় করে দিন”।

এ হাদিস এর সনদ صحيح এবং এর রাভিগণ সহিহ হাদিস এর রাভি।

হাদিস- ৮৩

حديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تقترفوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

رواه الدارقطني وحسنه النووي.

“আল্লাহ তা‘য়ালা কিছু বিষয় ফরয করে দিয়েছেন। তোমরা তাতে অবহেলা করো না। কিছু দণ্ডবিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমরা এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কিছু বিষয় হারাম ঘোষণা করেছেন। তোমরা তার অমর্যাদা করো না। ভুলক্রমে নয়, অনুগ্রহবশত আল্লাহ তা‘য়ালা কিছু বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সেখানে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করো না”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করেই ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। (غاية المرام ص১৭) তিনি পরবর্তীতে স্বাবরোধী উক্তি বলেন।

এ হাদিসটি حسن । এর সহায়ক অর্থবোধক মজবুত হাদিস পাওয়া যায়।

(تخريج الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ৪৩ فقال: رواه الدارقطني)

হাদিস- ৮৪

حديث: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام وإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم ۔ قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: لا بل أجر خمسين منكم

عن أبي ثعلبة الخشني

“বরং সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎ কাজে বাধা দাও। যখন দেখতে পাবে মানষ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকরণ করছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং প্রত্যেকের নিকট নিজের সিদ্ধান্ত মনপুত হচ্ছে। তখন বিশেষভাবে নিজের ঈমান রক্ষা করার চিন্তা করবে। সাধারণ মানুষের বিষয় ছেড়ে দাও। তোমাদের সামনে এমন একটি সময় আসবে, যা হবে সবর এর। তখন ঈমান রক্ষা করা জ্বলন্ত আঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ রাখার মতো কঠিন হবে। তখনকার সময়ে একজন আমলকারীর সওয়াব হবে তোমাদের পঞ্চাশ

জনের সমান। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! সে সময়ের পঞ্চাশ জনের সমান, নাকি আমাদের সময়ের পঞ্চাশ জনের সমান ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, তোমাদের সময়ের পঞ্চাশ জনের সমান”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিসকে কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করেই ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। (২৩৪৩ضعيف الجامع ৩: ১৩ رقم)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে অনুসন্ধান না করেই ঢালাও মন্তব্য করে ضعيف সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন,(১৪২৩ :৩ تخريج المشكاة) এ হাদিস এর সনদ ضعيف। তবে কিছু বাক্যাংশের সহায়ক অর্থবোধক شواهد পাওয়া যায়।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি حسن । হাদিস এর শেষাংশ সহিহ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। আলবানি এটিকে صحيح বলেছেন।

(الصحيحة برقم ৪৯৪ وصحيح الجامع برقم ২২৩০)

প্রথমাংশটির অনেক شواهد রয়েছে। ইবনু জারির এর তাফসির এ বর্ণিত হাদিসটি নিম্নরূপ-

عند ابن جرير في تفسيره هذه الآية منها عن قتادة عن رجل قال : كنت في خلافة عثمان بالمدينة في حلقة فيهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيهم شيخ يسندون إليه فقرأ رجل {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} فقال الشيخ: إنما تأويلها في آخر الزمان.

“ইবনু জারির নিম্নের আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, কাতাদা জনৈক লোক থেকে বর্ণনা করেন, আমি উসমান (রাদি.) এর খিলাফতকালে মদিনার এক মজলিশে উপস্থিত ছিলাম। যেখানে অনেক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন, তম্মধ্যে একজন ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। সবাই তার নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে জনৈক লোক এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} ‘তোমরা নিজেদের ঈমান-আমলের উপর অবিচল থাকো। হেদায়তের উপর তোমরা অবিচল থাকলে অন্যরা পথভ্রষ্ট হলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না’। তখন বৃদ্ধ লোকটি বললো, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো শেষ যুগে।

এ হাদিস এর সনদ صحيح । অপরিচিত লোকটি সম্পর্কে কাতাদা বলেন, তিনি হলেন ‘আযদ’ গোত্রের একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি। তার নাম হলো আবু মাযিন।

ভিন্ন সনদে এ হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য-

ثم روى بإسناده عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر فذكر الخبر إلى أن قالوا : إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت.

ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকেও উপর্যুক্ত অর্থবোধক হাদিসটি বর্ণিত রয়েছে। এ সকল আসার (الآثار) প্রমাণ করে যে, হাদিসটির একটি মজবুত ভিত্তি রয়েছে।

হাদিস- ৮৫

حديث: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تقولها ثلاث مرات.

“তোমাদের মধ্যে শির্ক এর অনুপ্রবেশ পিঁপড়ার বিচরণ থেকেও সুক্ষ্ম। আমি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবো, যা পালন করলে ছোটো-বড়ো সকল প্রকার শির্ক থেকে মুক্তি পাবে। তোমরা এই বাক্যটি তিন বার পাঠ করবে।

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم

নাসিরুদ্দিন আলবানি আবু বকর (রাদি.) থেকে বর্ণিত এ হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন।

ضعيف الجامع ৩: ২৫৬ رقم ৩৪৩২..الأحاديث الضعيفة ৩৭৫৫

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে অনুসন্ধান না করেই ঢালাও মন্তব্য করে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ তিনি (৩৬২৫ رقم ২৩৩ :৩ صحيح الجامع) কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করেন। তবে ‘তিন বার বলার’ বাক্যটি বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে (৩৩ رقم ১৯ :১ صحيح الترغيب.) কিতাবে হাদিসটি حسن বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস- ৮৬

حديث: إن العبد إذا كان همه الآخرة كف الله تعالى عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا وإذا كان همه الدنيا أفشى الله تعالى ضيعته وجعل فقره بين عينيه فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا

عن الحسن.

“বান্দার মনোযোগ আখিরাতমুখী হলে, আল্লাহ তা‘য়ালা তার ধ্বংস আটকে রাখেন এবং তার অন্তরে প্রাচুর্য দান করেন। সে সর্বদা দুনিয়াবিমুখ থাকে। আর যখন সে দুনিয়ার চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকে, আল্লাহ তা‘য়ালা তার বিনাশের ডাল-পালা বিস্তৃত করেন। সে চোখের সামনে শুধু অভাব দেখতে পায়। দরিদ্রতা সর্বদা তার পেছনে লেগে থাকে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাসান বসরি থেকে مرسلا বর্ণিত এ হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন।

الأحاديث الضعيفة ৩০২৮ ضعيف الجامع ৩: ৫৮ رقم ১৪৯৯

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে অনুসন্ধান না করেই ঢালাও মন্তব্য করে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ তিনি (৯৪৯ رقم ৬৭০ :২ الأحاديث الصحيحة) কিতাবে এ অর্থবোধক হাদিসটি বিভিন্ন সনদে صحيح হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে (৬৩৯২ رقم ৩৫১ :৫ صحيح الجامع) তিনি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস-৮৭

حديث: التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق

رواه الترمذي والدارمي وابن ماجة.

“কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীগণ পাপিষ্ট হিসেবে উত্থিত হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, সততা অবলম্বন করেছে এবং সত্য কথা বলেছে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিস এর সনদ ضعيف ।

(২৭৯৯ رقم ৮৫১ :২ تخريج المشكاة)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে অনুসন্ধান না করেই ঢালাও মন্তব্য করে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ তিনি এটিকে صحيح হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন।

(৯৯৪ رقم ৭২৯ :২ الأحاديث الصحيحة)

হাদিস- ৮৮

حديث الدواوين ثلاثة.. فديوان لا يغفر الله منه شيئا. وديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا.. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز.. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة..
عن عائشة

"আল্লাহর নিকট বান্দার পাপের তিন প্রকার তথ্য-বিবরণী রয়েছে। প্রথম প্রকার তথ্য-বিবরণীর কোনো অংশই আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার তথ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো গুরুত্ব প্রদান করবেন না। তৃতীয় প্রকার তথ্যে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো ছাড় দেবেন না। প্রথম প্রকারের পাপ হলো আল্লাহর সাথে শির্ক করা। আল্লাহ তার কিছুই ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যে পাপের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো গুরুত্ব প্রদান করবেন না তা হলো, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করবেন অথবা করবেন না। যেমন কেউ এক দিনের নামায-রোযা ছেড়ে দিলো। তৃতীয় প্রকার পাপের যে দফতরে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো ছাড় দেবেন না তা হলো, বান্দার পারস্পরিক জুলুম। আল্লাহ তা'য়ালা এ জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করেই ছাড়বেন।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।

(ضعيف الجامع ৩: ১৬২ رقم ৩০২২ ، تخريج المشكاة ৫১৩৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ তিনি এটিকে حسن হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন।

(الأحاديث الصحيحة ৪: ৬০ رقم ১৯৩৭)

হাদিস- ৮৯

حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل

"মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো। কেননা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নূর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (১৮৩১ الأحاديث الضعيفة , ضعيف الجامع ২: ৮৭ رقم ১৩৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ এটি ضعيف নয়। হাদিসটি حسن। ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমও তাই বলেছেন। তিনি سلسلة الأحاديث الصحيحة কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। ইমাম তাবরানি বর্ণিত নিম্নের হাদিসটি প্রমাণ করে যে, হাদিসটির ভিত্তি খুব মযবুত।

ما رواه الطبراني في الأوسط وغيره من حديث أنس (إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم).

"আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা মানুষকে লক্ষণ দেখে চিনতে পারেন"।

তিনি আরো বলেন, হাদিসটি কেনলমাত্র حسن নয়। বরং এ হাদিস এর অর্থবাধক ও সহায়ক একটি مشهور হাদিসও পাওয়া যায়। তিনি এ হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করেন।

(باختصار من السلسلة (৪: ৩৬৭ رقم ১৬৯৩)

হাদিস- ৯০

حديث عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه»

رواه أبو داود

“আবু খারাশ আল সুলামি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করলো, সে তাকে হত্যা করার সমান অপরাধ করলো”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন , (إسناده لين) এ হাদিসের সনদ দুর্বল।

(تخريج المشكاة (৩: ৬৩৩ رقم ৫০৩৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। তিনি (الجامع (برقم ৬৪৫৭) (سلسلة الأحاديث الصحيحة (২: ৬৩৫، ৬৩৬ رقم ৯২৮) কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন এবং এটিকে صحيح বলে মমন্তব্য করেন।

হাদিস- ৯১

حديث (يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم، كلكم بنوا آدم ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوي،

أحمد.

“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের পারস্পরিক বংশ পরিচয় কাউকে নিন্দা করার জন্য নয়। তোমরা প্রত্যেকে আদম সন্তান। দীন ও তাকওয়া ব্যতীত তোমাদের কারো কোনা মর্যাদা নেই”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইবনু লাহি‘য়া এর কারণে হাদিসটি ضعيف ।

غاية المرام (ص ১৮৯) رقم (৩১০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। তিনি سلسلة الأحاديث الصحيحة (৩: ৩৩) رقم (১০৩৮) স্ববিরোধী উক্তি করেছেন এবং এটিকে صحيح বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস - ৯২

حديث من أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة

“আল্লাহর নিকট সব চেয়ে প্রিয় নাম হলো, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। সর্বাধিক সত্য নাম হলো, হারিস ও হুমাম। সর্বধিকৃত নাম হলো হারব ও মুররা”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف। পরবর্তীতে তিনি আবার বলেন, “সর্বাধিক সত্য নাম হলো, হারিস ও হুমাম। সর্বধিকৃত নাম হলো হারব ও মুররা” হাদিসের এ অংশটি সহিহ নয়।

الإرواء (৪: ৪০৮، ৪০৯) رقم (১১৭৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (৩: ৩৩ ،৩৪) (১০৪০) رقم স্ববিরোধী উক্তি করেছেন এবং এটিকে صحيح বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস- ৯৩

حديث: إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا ،

"হে আমার ভাইয়েরা! এই দিনটির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিস ضعيف । (২০৭৬) الأحاديث الضعيفة)

(১১৪ ص ৭৬ - ২৪৫) ضعيف الجامع رقم)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ তিনি (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (৪: ৩৪৪) (১৭৫১) رقم) কিতাবে স্ববিরোধী উক্তি করে এটিকে صحيح বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস- ৯৪

حديث: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا

عن المطعم بن المقدام مرسلاً

"একজন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য যা কিছু রেখে যায়, তম্মধ্যে সর্বোত্তম বস্তু হলো ঐ দুই রাকাত নামায, যা তিনি সফরে বের হবার সময় আদায় করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف।

(الأحاديث الضعيفة ৩৭২ الكلم الطيب (১৬৬) ضعيف الجامع (৫: ৯৩) (رقم ৫০৬১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। তিনি সফরে বের হবার সময় দুই রাকাত নামায আদায় করাকে যারা মুস্তাহাব বলেছেন, তাদের মত প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ ব্যাপারটি তার বিপরীত। হাদিসটি হাসান। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর হাদিস দ্বারা এর প্রমাণ(شاهد) পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাহরাইন যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দুই রাকাত নামায আদায় করো।

ইমাম হাইসামি বলেন, (৩৮৩ :৩) مجمع الزوائد) ইমাম তাবরানি الكبير কিতাবে হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন। এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটিও এর পক্ষে প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন,

إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك السوء رواه البزار

"ঘরে প্রবেশ করে তুমি দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এই নামায তোমাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে"।

ইমাম হাইসামি বলেন,(৩৮৪ :৩) এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেন। (১৩২৩ رقم (৩১৫ :৩) السلسلة الصحيحة)

ইমাম ইবনু হিব্বানও আয়িশা (রাদি.) থেকে এ অর্থবোধক হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন। যার সনদ ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে সহিহ। হাদিসটির (ইবারত) মূল ভাষ্য নিম্নরূপ-

كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك وإذا خرج صلى ركعتين.

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন। তিনি বের হবার সময় দুই রাকাত নামায আদায় করতেন"।

হাদিস- ৯৫

حديث (سهل بن سعد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا وفي رواية: وتحت المطر)

قال: وهو حديث صحيح كما بينته باستثناء رواية وتحت المطرفإنها ضعيفة في سندها رجل

"সাহল ইবনু সা'দ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দু'টি জিনিস প্রত্যাখ্যাত হয় না। অথবা খুব কম প্রত্যাখ্যাত হয়। ১.আযানের সময় দোয়া ২.প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়ের দোয়া"। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, 'বৃষ্টির সময়ের দোয়া'।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة) 'বৃষ্টির সময়ের দোয়া' এ বাক্যাংশ বাদ দিলে হাদিসটি সহিহ। (التعليق الرغيب) (৬৭৩) رقم (২১২ :১) এ অংশটি ضعيف । এ সনদে একজন مجهول রাভি আছে।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। যা একটি স্ববিরোধী উক্তি।

سلسلة الأحاديث الصحيحة ৩: ৪৫৩، ৪৫৪، رقم ১৪৬৯

হাদিস- ৯৬

حديث: أيما امرأة نكحت على صداق أوحباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

"বিয়ের পূর্বে স্ত্রীকে মাহর এর অতিরিক্ত যে অনুদান দেয়া হয়, তার অধিকার একমাত্র স্ত্রীর। বিয়ের পূর্বে যা প্রদান করা হয় তা প্রদেয় ব্যক্তির জন্য। কন্যা বা বোনকে বিয়ে দেয়ার লক্ষে অভিভাবকের সম্মানার্থে যা প্রদান করা হয় তা একমাত্র ঐ ব্যক্তিরই অধিকার"।

أخرجه أبو داود (২১২৯) ، والنسائي (২/৮৮، ৮৯) ، وابن ماجة (১৯৫৫) ، والبيهقي (৭: ২৪৮) ، وأحمد (২/৮২) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিস ضعيف। এখানে ইবনু জুরাইজ হলেন একজন مدلس রাভি। হাজ্জাজ ইবনু আতাত নামক আর একজনمدلس এ হাদিস এর تابع । তদুপরি তার বর্ণনাটি عنعنه পদ্ধতির ।

তেমনিভাবে আলবানি নিম্ন বর্ণিত কিতাবসমূহেও হাদিসটি ضعيف বলে অভিহিত করেন।

(سلسلة الأحاديث الضعيفة (৩: ৫৮) رقم (১০০৭) (ضعيف في الجامع (২: ২৬৪) رقم (২২২৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য দুইভাবে খণ্ডন করা যায়।

প্রথমত, হাদিসটি ضعيف বলে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি حسن । ইবনু জুরাইজ কর্তৃক عنعنه পদ্ধতিতে রেওয়ায়াত করার বিষয়টি ভুল ধারণাপ্রসূত। ইমাম নাসায়ি নিম্নের ভাষায় التحديث পদ্ধতিতে তার বর্ণনার বিষয়টি প্রতিভাত করেছেন।

أخبرنا هلال بن العلا قال حدثنا حجاج قال ابن جريج : حدثني عمرو بن شعيب وهلال بن العلا كما قال النسائي (১২০/৬)

হাফিজ ইবনু হাজার (التقريب) তার ব্যাপারে বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী রাভি। হাফিজ আল যাহাবিও এ ব্যপারে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবদুর রায্‌যাক (মুসান্নাফ) বলেন,

سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب فذكره وذكر عمرو. قال: وأخبرني عروة عن عائشة إلخ

ইবনু আল সাবাহ আল মুসান্না রাভি হিসেবে দুর্বল হলেও অন্য রাভি'র রেওয়ায়াত এর কারণে এটি শক্তি সঞ্চয় করে।

ইমাম আবদুর রায্‌যাক এর নিম্নের সনদটিও উপর্যুক্ত সনদকে শক্তিশালী করে।

عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن مكحول قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر معناه

এ সকল রেওয়ায়াত একটি আর একটিকে শক্তি যোগায় এবং এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সনদের ভিত্তি খুব মজবুত।

দ্বিতীয়ত, ইবনু জুরাইজ এর مدلس হওয়া প্রসঙ্গ এবং হাজ্জাজ ইবনুল আরতাত এর বর্ণনাটি তার تابع হবার ক্ষেত্রে সন্দেহের মূলে ছিলো নিম্নের সনদ-

عن عمرو بن شعيب به

এ সনদ দ্বারা অনেকেই যে ধারণা পোষণ করেন তা হলো, তিনি
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده দ্বারা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মূলত হাজ্জাজ ইবনুল আরতাত এর বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতটির এটিই একমাত্র সনদ নয়। ইমাম বাইহাকি'র মতে তার সনদটি হলো-

عن عمرو عن عروة عن عائشة

হাদিস- ৯৭

حديث من مات فقد قامت قيامته

"যে মৃত্যু বরণ করেছে, তার কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিস ضعيف। তিনি হাফিজ ইরাকি طبع (৪: ৫৬) الإحياء ,(تخريج ইবনু আবিদ দুন্‌য়া,(في كتاب الموت من حديث أنس بسند) الحلبي

المقاصد الحسنة (ص ৭৫ و ৪২৮) بلفظ: إذا مات أحدكم فقد قامت আসকারি ও দায়লামি'র (ضعيف قيامته) বরাতে (১১৬৬) رقم (৩১০ ،৩০৯ :৩) السلسلة الضعيفة) এটিকে দুর্বল হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, উপর্যুক্ত ভাষায় হাদিসটি ضعيف হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অর্থগতভাবে হাদিসটি صحيح। সহিহ মুসলিম (২২৬৯) এ বর্ণিত আছে,

من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: متى تقوم الساعة قال: فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال : (إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة)

“আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, এক জন ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন করেন, কিয়ামত কখন কায়েম হবে? আনাস (রাদি.) বলেন, তিনি কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর তিনি সামনে উপবিষ্ট আয্‌দ শানওয়া গোত্রের একজন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এ লোকটি বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্বেই কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে”।
আয়িশা (রাদি.) থেকেও অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস বর্ণিত আছে। এ সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, হাদিসটির ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। এখানে কিয়ামত الساعة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (كما ذكر في المقاصد الحسنة (ص৪২৮)
ইমাম তাবরানি’র হাদিসটি এখানে প্রণিধানযোগ্য।
وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : يقولون: القيامة وإنما قيامة المرء موته. ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال : شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته.
“মুগিরা ইবনু শো‘বা (রাদি.) বলেন, মানষ বলে, কিয়ামত! কিয়ামত! মূলত কিয়ামত হলো তার মৃত্যু”।
“সুফয়ান ইবনু কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি জানাযায় উপস্থিত হয়েছি। সেখানে আলকামা (রাদি.) ও ছিলেন। জানাযাটি সমাহিত হবার পর তিনি বললেন, এ লোকটির কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে”।

হাদিস- ৯৮

عن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ترون ربكم - صلى الله عليه وسلم - عيانًا كما ترون القمر ليلة ا لبدر
قال في ظلال الجنة في تخريج السنة (১: ২০১) رقم (৪৬১)
“জারির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের রবকে তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। যেভাবে পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে পরিষ্কার দেখতে পাও”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিস صحيح । ইমাম বুখারি এ হাদিস সংকলন করেন। তবে عيانًا শব্দটি সহিহ হবার ব্যাপারে আমার মনোতুষ্টি ছিল না। এ শব্দটি শুধুমাত্র আবু শিহাবই বর্ণনা করেন। এ বিবেচনায় হাদিসটি ন্যূনতমপক্ষে منكر অথবা شاذ।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এখানে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, ইমাম বুখারি তার প্রসিদ্ধ সহিহ কিতাবে হাদিসটি সংকলন করেন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ’র নিকট যা একটি গ্রহণযোগ্য কিতাব। এ হাদিস আকিদাগত বিষয়ে একটি দলিলও বটে। দ্বিতীয়ত, আবু শিহাব এমন একজন রাভি, যার বর্ণনা বুখারি ও মুসলিম শরিফে বিদ্যমান। তৃতীয়ত, যাইদ ইবনু আবি উনাইসা তার বর্ণিত হাদিসের تابع। তার বর্ণিত হাদিসটি ইমাম লালকায়ি (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (৩: ৪৭৫) رقم (৮২৬) স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন-
أخبرنا أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير القاضي بواسط قال : ثنا علي بن محمد بن زكريا قال: أخبرنا المعافى بن سليمان قال : ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد وهو ابن

أبي أنيسة عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنكم ستعاينون ربكم

ইমাম ইবনু মানদা (৭৬১ :৩) (كتاب الإيمان) মু‘আফি ইবনু সুলাইমান এর বরাতে অন্য সনদেও হাদিসটি সংকলন করেন। শাইখুল ইসলাম আল হারভিও (كتابه الفاروق) হাদিসটি সংকলন করেন।

এ সনদের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। (৪২৭ :১৩) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح)

كما في التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر وأحمد بن عبد الله بن نصر ترجمة الخطيب في تاريخ بغداد (৪: ২৩)

আহমদ ইবনু উবাইদও খতিব আল বাগদাদি এর জীবনীতে হাদিসটির নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। তিনি (تاريخ ২৬১ :৪) বলেন, كان ثقة ثبتًا।

তার এ উক্তি আবু শিহাব এর পক্ষে শক্তিশালী متابعة। কেননা যাইদ বিন উনাইসা নির্ভরযোগ্য। সুতরাং প্রমাণিত হলো, আবু শিহাব عيانًا শব্দটি ভালোভাবে আয়ত্ব করেই বর্ণনা করেছেন। যা ইমাম বুখারি সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন। ولله الحمد والمنة

হাদিস- ৯৯

وفي الحديث النبوي: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت

أبو داود، والنسائي، والحاكم (ص ১৯৬)

“কোনো ব্যক্তির গোনাহগার হবার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, কারো ভরণ-পোষণে দায়িত্ববান ব্যক্তি তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি উপর্যুক্ত শব্দে ضعيف। ভিন্ন ভাষায় মুসলিম শরিফের বর্ণনাটি হলো, أن يحبس عمن يملك قوته

আলবানি منار السبيل গ্রন্থকারের উদ্ধৃতিতে তার উক্তিটি সম্বন্ধিত করেন। এটি তার ভ্রান্ত ধারণা। তিনি (৮৯৪) إرواء الغليل (২৪৫) رقم (ص ১৫৩) غاية المرام) কিতাবেও হাদিসটি বর্ণনা করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি (৮৯৪) رقم (৪০৭ ص) الإرواء المجلد الثالث) কিতাবে হাদিসটির উপর আলোচনা করার পর তার স্বপক্ষে একটি شاهدً ও উল্লেখ করেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো, হাদিসটি حسن।

হাদিস- ১০০

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : مَجَالِسَكُمْ هَلْ مِنْكُمْ الرجل إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ لا أَرْخَى سِتْرَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا فَسَكَتُوا فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : ((هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَسْمَعَ كَلامَهَا فَقَالَتْ: إِي وَاللَّهِ إِنَّهُمْ يتحَدّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيتحَدّثْنَ فَقَالَ: عليه السلام: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

أحمد، وأبو داود، والبزار (ص ১৯১)

আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করলেন, সালাম ফেরানোর পর তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়ে বসে বললেন, তোমরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করো। তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো পুরুষ আছে, যে দরজা বন্ধ করে পর্দা টাঙ্গিয়ে স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। অতঃপর জনসমক্ষে বের হয়ে বলে, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এমন এমন করেছি। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম লজ্জায় নীরবতা অবলম্বন করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের মুখোমুখি হয়ে আবার বলতে লাগলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো নারী আছে, যে এ বিষয়ে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে? নারীদের মধ্যে একজন যুবতী দুই হাটুতে ভর দিয়ে বসে গেলেন এবং ঘাড় উঁচু করলেন, যাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পায় এবং তার কথা শুনতে পায়। বলতে লাগলেন, হ্যাঁ। ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুরুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা এ সকল আলোচনা করে। নারীদের একটি শ্রেণিও এমন আলোচনা করে থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা এমন কাজ করে, তাদের উদাহরণ কী তোমাদের জানা আছে ? তাদের উদাহরণ হলো, কোনো শয়তান দম্পতি প্রকাশ্য জনপদে পরস্পর এমনভাবে মিলিত হলো, যা মানুষ সরাসরি দেখতে পায়।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (২৩৮) رقم (ص ১৫১) غاية المرام)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি (৬৩ ص) الزفاف) ইমাম আহমদ সংকলিত আসমা বিনতে য়াযিদ বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন। নিম্নের কিতাবসমূহে এ হাদিসের স্বপক্ষে আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত একটি شاهد পাওয়া যায়।

من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وأبي داود (৩৩৯/১) والبيهقي وابن السني رقم (৬০৯)

আরো যে সকল কিতাবে হাদিসটির شاهد রয়েছে তা হলো,

رواه البزار عن سعيد كذا في المجمع (২৯৪/8، ২৯৫) ، وشاهد ثالث عن سليمان في الحلية (১৮৬/১)

এ সকল شواهد দ্বারা প্রমাণিত হলো, হাদিসটি صحيح । সহিহ না হলেও حسن এর স্তরে উন্নীত।

হাদিস- ১০১

روى البزار في مسنده قال: ثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد ابن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين . فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: نتبع الحجارة الماء.

"বায্যায স্বীয় সনদে ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন "এমন কিছু লোক আছে, যারা যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করে" এ আয়াতটি কুবা'র অধিবাসীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তারা বলেন, আমরা ইসতিন্জা করার সময় পাথর ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করি"।

ইমাম আল-বায্যায বলেন, ইমাম যুহরি থেকে এ হাদিস শুধুমাত্র আবদুল আযিয বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেন তদীয় পুত্র। হাফিজ ইবনু হাজার (৪১ ص) التلخيص) বলেন, ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনু আবদুল আযিযকে দুর্বল আখ্যায়িত করে বলেন ,

ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضًا

“তিনি এবং তার দুই ভাই ইমরান ও আবদুল্লাহ কোনো মজবুত হাদিস বর্ণনা করেননি। আবদুল্লাহ ইবন শাবিবও একজন দুর্বল রাভি”।

إرواء الغليل الجزء الأول (ص ৮৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যার প্রমাণ আমার নিকট রয়েছে। উমার ইবনু শিব্হ (إخبار المدينة الجزء الأول (ص ৪৮، ৪৯)

নিজস্ব সনদে বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

حدثنا زهير يعني ابن معاوية عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار في هذه الآية {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قال: فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل قباء عن طهورهم وكأنهم كانوا يستحيون أن يحدثوه فقالوا : طهورنا طهور الناس. فقال: لكم طهورا فقالوا: أنَّا لنا خبرًا أنَّا نستنجي بالماء بعد الحجارة أو بعد الدراري. قال: إن الله يرضى طهوركم يا أهل قباء

হাদিস- ১০২

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة . قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان

أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن ... عروة بن رويم

“আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাদি.) বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফেরেশতারা বললেন, হে আমাদের রব! আপনি বনি আদমকে দুনিয়ার নেয়ামত দান করেছেন। তারা সেখানে পানাহার করছে। পোশাক পরিধান করছে। আর আমরা সদা-সর্বদা আপনার হামদ সহকারে তাসবিহ পাঠ করি। আমরা পানাহারও করি না। খেলাধুলাও করি না। আপনি তাদেরকে যেভাবে দুনিয়ার নেয়ামত দান করেছেন, তদ্রুপ আমাদেরকে পরকালের নেয়ামত দান করুন। তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন, যাদেরকে আমি নিজ কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছি, তাদের নেককার বংশধরকে ঐ জাতির মতো করতে পারি না, যাদের ব্যাপারে আমি বলেছি হও। অমনি হয়ে গেলো। (কুন ফায়াকুন)

আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু হাম্বল এর বর্ণনায় এ অংশটি বর্ধিত রয়েছে-

أخبرني الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أن الملائكة قالوا ... الحديث. وفيه: ينامون ويستريحون. فقال الله تعالى: لا فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك يقول: لا.

“একজন আনসারি সাহাবি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তারা নিদ্রা যায়। বিশ্রামও করে। আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন, না। ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট বিষয়টি তিনবার নিবেদন করেন। প্রত্যেক বার আল্লাহ তা‘য়ালা ‘না’ উত্তর দিলেন” ।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিস দু’টি প্রমাণিত নয়। যে দু’টি উৎসগ্রন্থ থেকে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে সে মুসনাদ দু’টির ব্যাপারে অনেকের আপত্তি রয়েছে। তদুপরি হাদিসের (মতন) মূল বক্তব্যেও সমস্যা আছে। হাদিস সংকলনকারী নিজেও এটিকে ضعيف বলে ইঙ্গিত করেছেন। তবে মুসনাদটি সম্পর্কে শাইখ আহমদ শাকের এর গবেষণা প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন, কিতাবের ভাষ্যকার হাদিসটির সনদ ও মতন এ ঘোর আপত্তি তুলেছেন। হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যে আপত্তি উত্তাপিত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে উৎসগ্রন্থ মুসনাদ। তারবানি বর্ণিত

হাদিসটি ضعيف হবার বিষয়টি একান্ত বাস্তব। বলতে গেলে এখানে মারাত্মক ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। তবে উসমান বিন সাঈদ আল দারিমি বর্ণিত (৩৪ ص) (كتاب الرد على المريسي) দীর্ঘ হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু হাম্বল এর রেওয়ায়াতটি তার পিতা থেকে বর্ণিত কিতাবের (كتاب السنة (ص ১৪৮) من طبعة السلفية بمكة) বর্ধিত অংশে সংকলিত। তিনি আহমদ শাকের এর বক্তব্যের অবশিষ্ট উদ্ধৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা খণ্ডন করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ইমাম দারিমি এর সনদে আবদুল্লাহ বিন সালিহ নামক একজন রাভি রয়েছে। আবদুল্লাহ বিন আহমদ বর্ণিত সনদে 'আনসারি' ব্যতীত সব রাভির ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে আনসারি হলেন আনাস বিন মালিক (রাদি.)। এ ক্ষেত্রে হাদিসটি صحيح ও متصل الإسناد । তবে ইবনু আসাকির (৯/৪০৭/৩) এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, হাদিসটি একটি দুর্বল ও ভূয়া সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সনদে সাহাবির নাম উল্লেখ রয়েছে, জাবির বিন আবদিল্লাহ। যার সনদ নিম্নরূপ-

عن طريق هشام بن عمار أن عبد ربه بن صالح القرشي قال : سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعًا به.

এ সনদে আল কুরাশি নামক রাভি'র কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। হিশাম ইবনু আম্মার এর রেওয়ায়াত ইমাম বুখারি'র নিকট গৃহীত হলেও তিনি সর্বজন গ্রহণযোগ্য নয়। মূল কথা হলো, 'আল আনসারি' এর পরিচয় অজ্ঞাত থাকা ও পরের দু'টি রেওয়ায়াতে সাহাবির পরিচয় এর ক্ষেত্রে اضطراب এর কারণে হাদিসটি ضعيف।

উপরিউক্ত উদ্ধৃটি (تخريج أحاديث الطحاوية (ص ৩৪৪، ৩৪৫) থেকে সংক্ষেপিত।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, উপর্যুক্ত হাদিসের ব্যাপারে আলবানি'র উক্তিসমূহ আপত্তিকর। ইবনু রুওয়াইম বর্ণিত হাদিসটি حسن। এখানে কোনো اضطراب নেই। যে রেওয়ায়াতে আনসারি সাহাবির নাম জাবির রয়েছে সেটি হলো শক্তিশালী হাদিস। এ রেওয়ায়াত প্রাধান্য পাবার উপযুক্ত। আল কুরাশি'র অপরিচিত হবার বিষয়টিও ঠিক নয়। বরং তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাভি । ইমাম বুখারি ও ইবনু আবি হাতিম এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

التاريخ الكبير (৬: ৭৯) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (৬: ২৪)

আব্দ রাব্বিহি বিন সালিহ ও আবু মুহাম্মদ তার সম্পর্কে বলেন,

القرشي الدمشقي روى عنه مروان بن محمد وسليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عن عروة بن رويم وروى عنه الوليد بن مسلم

ইমাম বাইহাকি (الأسماء والصفات) উপর্যুক্ত সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। এ সকল রেওয়ায়াত পরস্পরের সাথে মিলিত হলে উপরের হাদিসটি মজবুত হাদিস হিসেবে গণ্য হবার উপযুক্ত।

হাদিস- ১০৩

في السنن أن معاذًا رضي الله عنه قال : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال : وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع

“মু‘আয ইবনু জাবাল (রাদি.) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আমরা মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথা-বার্তা বলি, তার কারণে কি আমরা শাস্তি ভোগ করবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মুখ-নিসৃত কথা-বার্তার কারণেই মানুষ জাহান্নামে নিপতিত হবে”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম তিরমিযি ও অন্যান্য ইমামগণ হাদিসটি انقطاع সনদে বর্ননা করেছেন। (تخريج أحاديث شرح الطحاوية (ص ১৯৯)
হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (شرح الأربعين)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, (الترغيب الجزء الأول (ص ৩৬৩) হাদিসটি صحيح ও حسن । এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোোচনা হবে । (২/২৩) الصمت । তিনি হাদিসটি সহিহ বলেও মন্তব্য করেন। (صحيح الجامع الجزء (৫ ص ২৯، ৩০) برقم (৫০১২)

হাদিস- ১০৪

قال عليه السلام: إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات
الطبراني في الكبير بإسناد حسن (ص ২০৬)

“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘য়ালা ঐ সকল নারী-পুরুষকে পছন্দ করেন না। যারা শুধুমাত্র যৌন চাহিদা পূরণের লক্ষে বিয়ে-শাদি করে”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । তিনি বলেন, ইবনু আবি শাইবা নিম্নের সনদে অর্থবোধক হাদিসটি বর্ণনা করেন।

عن ليث عن شهر بن حوشب

তিনি আরো বলেন, শাহর ইবনু হাওশব থেকে বর্ণিত এ হাদিস এর متابع হলেন কাতাদা।
(أخرجه الطبري في تفسيره (৫/১৩৯/৫২৪৪)
ইমাম আল খাত্তাবি কাতাদা থেকে হাদিসটি مرسلاً বর্ণনা করেন। (غريب الحديث (১/৯৪)
এ সনদে হাওশাব নামক রাভি নেই। হাদিসটি আবু মুসা আল আশআরি, আবু হোরাইরা ও উবাদা ইবনু সামিত (রাদি.) থেকেও বর্ণিত। আবু মূসা আল আশআরি বর্ণিত হাদিসটি ইমাম তাবরানি (الأوسط ১/১৭৬/১) রেওয়ায়াত করেন। উপর্যুক্ত হাদিসটি নিম্নের সনদেও বর্ণিত,

ثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا وهب بن بقية نا محمد بن عبد الملك بن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الله بن عيسى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي حدثني أبو موسى الأشعري به مرفوعًا

তিনি আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনু আবদিল মালিক বর্ণিত হাদিসেরও متابع আছে ।

كما قال ابن أبي حاتم في العلل (১/৪২৭/১২৮৪)

তিনি বলেন, নিম্নের সনদে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম।

إسماعيل بن أبان الوراق عن حفص بن عمر البرجمي عن عبد الله بن عيسى فذكره . ثم ذكر ما رواه البزار عن الفلاس ثنا أبو معاوية ثنا محمد بن شيبة بن نعامة عن عبد الله بن عيسى عمن حدثه عن أبي موسى الأشعري

এ হাদিস منقطع।
নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করার হবার পর তিনি বলেন, এ হাদিসও منقطع।

ورواه قاسم بن أصبغ ثنا أبو بكر بن أبي العوام ثنا أبي ثنا حفص بن عمر البرجمي عن عبد الله بن عيسى بن ... عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى
ইমাম আল বায্যায বর্ণিত হাদিসের সনদটিও প্রণিধানযোগ্য।
حدثنا إبراهيم بن المستمر ثنا شعيب بن بيان ثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي تميمة عن أبي موسى مرفوعًا وبه إلى شعيب عن الضحاك بن يسار عن أبي تميمة

তিনি আরো বলেন, উবাদা ইবনু সামিত (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি ইমাম হাইসামি কিতাবের ভাষায় বর্ণনা করেন। এতে এমন একজন রাভি রয়েছে, যার নাম উল্লেখ নেই। তাছাড়া হাদিসের অবশিষ্ট সনদ حسن ।

غاية المرام باختصار وبعض التصرف (ص ১৫৯، ১৬০، ১৬১، ১৬২) ، رقم (২৫৬)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করাটা প্রশ্নবিদ্ধ। মূলত হাদিসটি حسن لغيره এর স্তরে উন্নীত।
ইমাম তিরমিযি প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী হাসিটি حسن । তার সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ -
فإن الحسن كما قال الترمذي ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولا شاذ
হাদিসটি উপর্যুক্ত শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। এটি বিভিন্ন طرق এ বর্ণিত হয়েছে। এতে متهم ও شاذ কোনো রাভিও নেই। সুতরায় প্রমাণিত হলো এ হাদিস حسن।

হাদিস- ১০৫

وقد روي أن رجلاً أراد أن يهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم رواية خمر فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرمها فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال الرجل: أفلا أكارم بها اليهود؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود فقال الرجل: فكيف أصنع بها؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: شنها على البطحاء
رواه الحميدي في مسنده (ص ৭৩) : (১০৩৪/৪৪৭/২)
“বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মদ হাদিয়া পাঠাতে চাইলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা মদ হারাম ঘোষণা করেছেন। লোকটি বললো, আমি কি এটি বিক্রি করতে পারবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যা পান করা হারাম, তা বিক্রি করাও হারাম। লোকটি বললো, তবে কি আমি তা ইহুদির নিকট উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দেবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হারাম বস্তু কোনো ইহুদির নিকট হাদিয়া পাঠানোও হারাম। লোকটি বললো, তবে আমি তা কি করবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানিতে ছিঁটিয়ে দাও”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম হুমাইদি বর্ণিত হাদিসের সনদ ضعيف । কেননা এখানে নাম অনুল্লিখিত একজন অপরিচিত রাভি আছে। সনদটি নিম্নরূপ-
المسند (১০৩৪/৪৪৭/২) ثنا سفيان قال : ثنا سالم أبو النظر عن رجل عن أبي هريرة أن رجلاً كان يهدي.. إلخ

তিনি আরো বলেন, আমার দৃষ্টিতে প্রথম হাদিসটি منكر । এ হাদিস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ হারাম হবার পূর্বে তা হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করতেন। যা তার নিষ্পাপ চরিত্রের পরিপন্থি। যদিও ইমাম আহমদ (৪/২২৭) ও তাবরানি (১/৬৪/১) (المعجم الكبير) এ হাদিসের একটি شاهد উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাইসামি বলেন, (৮৮/৪) المجمع হাদিসটির সনদ متصل ও حسن । এখানে শাহর ইবনু হাওশাব এর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে তার হাদিসও দুর্বল। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী রাভি। তবে তিনি বেশি إرسال করেন। তার মধ্যে সন্দেহের প্রাবল্য রয়েছে।

غاية المرام (ص ৫৬، ৫৭، ৫৮) رقم (৬৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করাটা প্রশ্নবিদ্ধ। হাদিসটি حسن। শাহর ইবনু হাওশাব ইমাম আহমদসহ আরো অনেক মুহাদ্দিস এর নিকট উত্তম হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য। হাদিসটি আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিস এর সঙ্গে মিলিত হলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ হাদিস দ্বারা এমন ধারণা করার কোনো অবকাশ নেই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ হারাম হবার পূর্বে তা হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করতেন। সুতরাং এ হাদিস তার নিষ্পাপ চরিত্রে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে না।

হাদিস- ১০৬

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات

وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه.

"বনু কুরাইজা অবরোধ সফল হবার প্রাক্কালে যখন সা'দ বিন মু'আয (রাদি.) বিচারক নিযুক্ত হলেন। তিনি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও নারীদের বন্দি করার নির্দেশ দিলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সপ্তম আসমানের উপরের বিচারক (আল্লাহ তা'য়ালা) যে ফায়সালা দেন, আপনি অনুরূপ ফায়সাল দান করেছেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج الطحاوية) হাদিসটি فوق سبع سماوات বাক্যাংশ ব্যতীত সহিহ। সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে এবং আল মুসনাদ এ হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ধিত অংশটি মুহাম্মদ বিন সালিহ আল তাম্মার বর্ণনা করেছেন। (১০২) (كما في العلو) তিনি বলেন, মুহাম্মদ বিন সালিহ একজন সত্যবাদী রাভি। التقريب গ্রন্থকার হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী রাভি। তবে মাঝে-মধ্যে ভুল করেন। এ ধরনের রাভি'র একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও ইমাম যাহাবি'র মতো অনেক ইমাম হাদিসটি صحيح বলেছেন। (ص৩১৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিস এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন এবং ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ তিনি অন্য গ্রন্থে এটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি ইমাম আল যাহাবি'র উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, (مختصر العلو للذهبي (ص ৮৭) হাদিসটি صحيح। ইমাম নাসায়ি এটি বর্ণনা করেন। হাদিসটি ইমাম বাইহাকিও রেওয়ায়াত করেন। (الأسماء والصفات (ص ৪৩০) এ হাদিসের সনদ حسن।

গ্রন্থকার হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং উসূলে হাদিস এর ইমামদের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। অথচ এ হাদিসের একটি مرسل বর্ণনা রয়েছে। যা রেওয়ায়াত করেছেন আলকামাহ বিন ওয়াক্কাস। আরো যারা হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন-

رواه ابن إسحاق كما في الفتح وذكره المؤلف في الأصل من روايته أيضًا عن محمد بن مالك أن سعد بن معاذ ... الحديث. وقال: هذا مرسل.

হাদিস- ১০৭

روى الترمذي عن عمر مرفوعًا: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم

“ইমাম তিরমিযি উমার (রাদি.) থেকে مرفوعًا বর্ণনা করেন, তোমরা উলঙ্গ হওয়া থেকে বিরত থেকো। কেননা তোমাদের সঙ্গে সদা সর্বদা এমন কিছু ফেরেশতা থাকে, যারা শুধুমাত্র পায়খানা-প্রস্রাব ও স্ত্রী সঙ্গমের সময় পৃথক হয়। সুতরাং তাদের লজ্জা করো এবং সম্মান করো”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (২/ ১৩১) الإستئذان অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করার পর এটিকে নিম্নের ভাষায় ضعيف বলে অভিহিত করেন। هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

হাদিসটি ضعيف হবার কারণ হলো লাইস নামক রাভি। তিনি হলেন ইবনু সুলাইম। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী রাভি হলেও শেষ জীবনে তার অবস্থায় পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি হাদিসে বাচ-বিচার করার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। যার ফলে তার হাদিস বর্জিত হয়।

ইমাম মানাভি (الفيض) ইমাম তিরমিযি থেকে বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটি حسن ও غريب । হাদিসের কিতাবের কিছু কিছু পাণ্ডুলিপিতে حسن এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তা ইমাম তিরমিযি’র সংজ্ঞার ব্যতিক্রম। বিশেষত লাইস থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহের ব্যাপারে। ইমাম মানাভি কর্তৃক উল্লিখিত হাদিসটি হাসান সাব্যস্ত করা থেকে বিষয়টি প্রতিভাত হয়। ইবনুল কাত্তান বলেন, ইমাম তিরমিযি হাদিসটির ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। صحيح ও বলেননি। ইমাম তিরমিযি লাইস বিন আবি সুলাইম বর্ণিত হাদিস সর্বদা ضعيف হিসেবে গণ্য করতেন। তাকেও ضعيف সাব্যস্ত করতেন। (إرواء الغليل الجزء الأول (ص ১০২) رقم (৬৪)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, নাসিরুদ্দিন আলবানি’র বক্তব্যটি নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া যায় না। ইমাম তিরমিযি থেকে ইমাম মানাভি’র বর্ণনা অনুযায়ী হাদিসটি حسن হবার দিকটি বাস্তবতার নিকটবর্তী। এর পক্ষে এমন কিছু شواهد রয়েছে, যা এটিকে শক্তি যোগায়।

ইবনু মাজা বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

رواه ابن ماجة عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين

“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, সে যেন নিজেকে আবৃত করে নেয় এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো বিবস্ত্র না হয়”।

এ হাদিসের সনদে আহওয়াস বিন হাকিম নামক একজন ضعيف রাভি আছে।

নাসিরুদ্দিন আলবানি তাকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন (ص ৩৪) آداب الزفاف। তবে এটিকে অন্য হাদিসের সঙ্গে মেলালে শক্তিমান হয়ে যায়। ইবনু আবি শাইবা বর্ণিত একটি হাদিস এটিকে শক্তি যোগায়।

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (جـ 8 ص ৪০২) عن أبي قلابة قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين

এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে এটি مرسل।

ইবনু আবি হাতিম বর্ণিত হাদিসটিও প্রণিধানযোগ্য।

منها ما رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (8: ৪২৮) قال: حدثنا أبي ثنا علي بن محمد الطنافسي ثنا وكيع ثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال : قال رسول الله : أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقوكم إلا عند حالتين الجنابة والغائط

"তোমরা কিরামান কাতিবিন ফেরেশতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। যারা তোমাদেরকে দুই অবস্থা ব্যতীত আর কখনো পরিত্যাগ করেন না। গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় ও পায়খানা-প্রস্রাবের সময়।"

ইমাম বায্যার নিম্নের সনদে হাদিসটি مرفوعًا রেওয়ায়াত করেছেন-

ان الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم، الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط، والجنابة، والغسل

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে বিবস্ত্র হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কিরামান কাতিবিন ফেরেশতাদের সম্মান করো। যারা তোমাদের তিন অবস্থা ব্যতীত পরিত্যাগ করে না। পায়খানা-প্রস্রাব, গোসল ফরজ হওয়া অবস্থা ও গোসলের সময়"।

ইমাম বায্যার বলেন, হাফস বিন সুলাইমান একজন দুর্বল রাভি (لين الحديث)। তিনি বলেন, এ হাদিসটি مرسل হবার পাশাপাশি রাভিগণও নির্ভরযোগ্য।

ইমাম বায্যার এর আরেকটি হাদিস লক্ষণীয়-

حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني أبي زهير يعني ... عبيد الله بن زحر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা স্ত্রী সহবাসের সময় পর্দাবৃত থাকবে। পর্দা না করলে ফেরেশতারা লজ্জাবোধ করে সেখান থেকে বের হয়ে যায়।"

ইমাম বায্যার বলেন, আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে এ হাদিসটিই একমাত্র مرفوعً হাদিস। তবে এটির সনদ মজবুত নয়। (كشف الأستار (১৭০/২)

ইমাম বাইহাকি বর্ণিত হাদিসটি হলো-

منها ما رواه البيهقي (৭: ১৯৩) من طريق مندل بن علي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين

ইমাম বাইহাকি বলেন, মানদাল বিন আলি এ হাদিসের একমাত্র রাভি। তবে তিনি শক্তিশালী রাভি নন।

ইমাম ইবনুল জাওযি (৩২৮ :১) (العلل المتناهية) নিম্নের সনদে বর্ণনা করেন-

من طريق زياد البكائي عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن شاء الله يرفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى عن التعري فإن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء وعند خلوة الرجل بأهله.

ইমাম তাবরাবি বর্ণনা করেন-

ومنها ما رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8: ২৯8) عن أبي أمامه قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا جالس وعنده امرأة إذ قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أني لا أحسب أن إحداكن إذا أتاها زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأنهما حماران)) ؟ قلت: أي والله بأبي وأمي إنا لنفعل ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تفعلن فإن الله عز وجل يمقت على ذلك

"আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উপবিষ্ট ছিলেন, তার পাশে ছিলেন একজন মহিলা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমার মনে হয়, তোমরা স্বামী-স্ত্রীগণ সহবাসের সময় গাধার মতো গায়ের চাদর খুলে ফেলে একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। আমি বললাম হ্যাঁ। ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আমরা এমন করি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কখনো এ কাজ করবে না। এতে আল্লাহ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হয়।

ইমাম তাবরানি বর্ণিত হাদিসটির সনদে আলি বিন য়াযিদ নামক একজন দুর্বল রাভি আছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম নাসায়ি এর রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ-

منها ما رواه النسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف الجزء الرابع (ص ৩৫০) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس مرفوعًا : إذا أتى أحدكم أهله فليق على عجزه وعجزها شيئًا ولا يتجردان تجرد العيرين

"আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাদি.) مرفوعًا বর্ণনা করেন, তোমরা স্ত্রী সহবাসের সময় পারস্পরিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ রাখবে। চতুষ্পদ জন্তুর মতো উভয়ে যেনো বিবস্ত্র না হও।"

ইমাম নাসায়ি বলেন, এটি একটি منكر হাদিস। এখানে সাদাকাহ নামক একজন ضعيف রাভি আছেন।

হাদিস- ১০৮

إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته

"তোমাদের কৃতদাস বা কর্মচারীকে বিয়ে দেয়ার পর তাদের সতরের দিকে দৃষ্টিপাত করো না। কেননা তার নাভিদেশের নিচের অংশ থেকে দুই হাঁটু পর্যন্ত সতর এর অর্ন্তভুক্ত"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, নিম্ন সনদে বর্ণিত হাদিসটি ضعيف ও مضطرب।

سوار بن داود أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

أخرجه الإمام أحمد والدارقطني وعنه البيهقي والخطيب في تاريخ بغداد (২৭৮/২) وكذا العقيلي في الضعفاء وأخرجه أبو داود

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবে হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ অন্য কিতাবে হাদিসটিকে حسن অভিহিত করে বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন।

إرواء الغليل الجزء السادس (ص ২০৭) رقم (১৮০৩)

হাদিস- ১০৯

روى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهي عن الوصال.

"ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সনদে আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর নামায আদায় করতেন এবং অন্যদের তা আদায়ে নিষেধ করতেন। তিনি লাগাতার রোযা (সওমে বেসাল) রাখতেন এবং অন্যদেরকে তা থেকে বারণ করতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ সনদের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ইবনু ইসহাক مدلس। তিনি عنعنه পদ্ধতিতে রেওয়ায়াত করেন। (إرواء الغليل الجزء الثاني (ص ১৮৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আসরের পর নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক একটি হাদিস এটিকে শক্তি যোগায়। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ সহিহ হাদিসে বিদ্যমান।

ইমাম আহমদ (১৮ :১) المسند নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন।

حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن الحارث بن معاوية أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله ... عن ثلاث خلال فذكر منهن أنه سأله عن الركعتين بعد العصر قال : نهاني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عنهما

"হারিস ইবনু মু'আবিয়া উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর নিকট তিনটি বিষয়ে জানার লক্ষে সফর করেন। তম্মধ্যে একটি বিষয় হলো, আসরের পর নামায আদায় সংক্রান্ত। উমার (রাদি.) উত্তর দিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঐ দুই রাকাত নামায আদায় করতে নিষেধ করেন"।

ইমাম হাইসামি বলেন, হারিস ইবনু মু'আবিয়া আল কিন্দিকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তার নিকট থেকে অনেকেই হাদিস বর্ণনা করেন। এ সনদের অবশিষ্ট রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি। এ সনদের ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, তার ব্যাপারে ইবনু হাজার আসকালানি আলোচনা করেছেন। অনেকেই তাকে সাহাবি বলেও মত প্রকাশ করেছেন।

الإصابة في القسم الأول من حرف الحاء (جـ১/২৯০)

হাদিস- ১১০

روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها (أي صلاة العيد) جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصل بهم ركعتين يكبر فيهما

"আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদের নামাযে উপস্থিত না হলে নিজের পরিবার-পরিজন ও কৃতদাসদের জমায়েত করতেন। অতঃপর তার কৃতদাস আবদুল্লাহ ইবনু উতবা দাঁড়িয়ে তাকবির সহকারে জামা'আতবদ্ধভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। ইমাম বাইহাকি (৩০৫/৩) হাদিসটি تعليقًا বর্ণনা করার পর বলেন,

ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا بمنزل بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة إلخ ورواه موصولاً عن طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان أنس ... فذكره.

আলবানি আরো বলেন, সনদটি ضعيف। কেননা নাঈম ইবনু হাম্মাদ একজন ضعيف রাভি। তিনি বেশি ভুল করেন।

ইবনু আবি শাইবা (২/৯/১) ইউনুস এর বরাতে বর্ণনা করে বলেন, আনাস (রাদি.) এর পরিবারের কোনো সদস্য আমার নিকট হাদিসটি বর্ণনা করেন। এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। এখানে একজন অপরিচিত রাভি আছেন। সম্ভবত তিনি হলেন, عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك । নাঈম ইবনু হাম্মাদ এর রেওয়ায়াতে এভাবে বর্ণিত আছে। তবে এ হাদিসটি দলিল-প্রমাণের উপযোগী নয়। (الإرواء المجلد الثالث (ص ১২০) رقم (৬৪৮) مع بعض الاختصار)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, নাসিরুদ্দিন আলবানি'র বক্তব্য বিনাবাক্যে মেনে নেয়া যায় না। কেননা নাঈম ইবনু হাম্মাদ এর ব্যাপারে অনেকে বিরুপ মন্তব্য করলেও ইমাম বুখারি তার হাদিস সংকলন করেছেন। এটির সাথে ইবনু আবি শাইবা'র রেওয়ায়াত একত্রিত করলে হাদিসটি শক্তি সঞ্চয় করে। সনদে উল্লিখিত ইউনুস এর পরিচয় হলো,

ابن عبيد وهو معروف بالرواية عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس

এ পরিচয়টিই প্রাধান্য পবার উপযুক্ত। ইবনু হাজার এ বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। ইমাম বুখারি তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে সহিহ বুখারিতে তার হাদিস تعليقًا উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.

(من الفتح ২: ৪৭৪، ৪৭৫ والله أعلم)

হাদিস- ১১১

روى الطبراني في معجمه بإسناد عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم وروى الطحاوي وأحمد ونحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة مرفوعًا : خرج نبي من الأنبياء يستسقي ... وذكر نحوه رواه الدارقطني.

"ইমাম তাবরানি স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন, সুলাইমান (আ.) ও তার সাহাবিগণ একদিন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন, তিনি দেখতে পেলেন, একটি পিপড়া পা উপরের দিকে তুলে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনার করছে। সুলাইমান (আ.) সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন, ফিরে যাও। তোমরা অন্যের দোয়ায় বৃষ্টি লাভ করেছো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। ইমাম দারা কুতনি ও হাকিম নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة العمري ثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه ثنا محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره

ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেন। আলবানি আরো বলেন, উপর্যুক্ত বক্তব্যটি নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া য়ায় না। কেননা মুহাম্মদ ইবনু আউন ও তার পিতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও হাদিসটি ভিন্ন সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তাহাভি (৩৭৩/১) مشكل الآثار) বলেন,

حدثنا محمد بن عزيز ثنا سلامة بن روح عن عقيل بن شهاب به

এ সনদে আরো যারা হাদিসটি বর্ণনা করেন-

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (৬৫/১২) وابن عساكر في تاريخ دمشق (২/২৯৭/৭)

আলবানি আরো বলেন, এ সনদটি ضعيف। ইমাম যুহরি থেকে তাবরানি'র বর্ণনা এবং আবু সাঈদ আল নাজি থেকে ইমাম তাহাভি ও ইমাম আহমদ এর বর্ণনা সম্পর্কে আমি অবগত নই। তদুপরি হাদিসটি مقطوع।

তিনি আল মুসনাদ এ ইমাম আহমদ এর বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বলেন, সম্ভবত হাদিসটি ইমাম আহমদ এর كتاب الزهد অথবা অন্য কোনো কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

إرواء الغليل المجلد الثالث (ص ১৩৭، ১৩৮) رقم (৬৭০) مع بعض الاختصار

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র কথার উপর তিন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথমত,"ইমাম যুহরি থেকে তাবরানি'র বর্ণনা ও আবু সাঈদ আল নাজি থেকে ইমাম তাহাভি ও ইমাম আহমদ এর বর্ণনা সম্পর্কে আমি আবিহিত নই" উক্তিটি সঠিক নয়। ইবনু আবি হাতিম الجرح والتعديل (৩৮৬/৬) তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

ابن أبي حاتم عون مولى أم حكيم ابنة يحيى بن الحكم المديني وأم حكيم امرأة هشام بن عبد الملك روى عن الزهري روى عنه الماجشون وابن أبي ذئب وابنه محمد بن عون سمعت أبي يقول ذلك

ইমাম বুখারি তার জীবনীতে উল্লেখ করেন।

محمد بن عون مولى أم حكيم عن أبيه سمع منه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة

দ্বিতীয়ত,"সম্ভবত হাদিসটি ইমাম আহমদ এর كتاب الزهد অথবা অন্য কোনো কিতাবে বর্ণিত হয়েছে" উক্তিটি সঠিক। (৮৭ص) كتاب الزهد এর সনদটি নিম্নরূপ-

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال : خرج سليمان بن داود عليه السلام يستسقي فذكره

তৃতীয়ত, এ সকল রেওয়ায়াত পরস্পরের সাথে মিলিত হলে হাদিসটি শক্তিশালী হয়।

হাদিস- ১১২

قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا : ما رأيناك استسقيت فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً} - الآية {وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} الآية

رواه سعيد في سننه (ص ১৫৯ -১৬০)

"ইমাম শা'বি বলেন, উমার (রাদি.) একদিন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন, তিনি মাঠে গিয়ে শুধুমাত্র ইসতিগফার করলেন। এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু করলেন না। উপস্থিত মুমিনগণ বললেন, আপনাকে তো বৃষ্টি প্রার্থনা করতে দেখলাম না। উত্তরে তিনি বললেন, বৃষ্টি অবতীর্ণ হয় এমন নক্ষত্ররাজির নিয়োগকর্তার মাধ্যমে আমি বৃষ্টি প্রর্থনা করেছি। অতপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। 'তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য মুশলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন'। 'তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতপর তার নিকট তাওবা করো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। ইমাম বাইহাকি (৩/৩৫১-৩৫২) দুটি ভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। তম্মধ্যে একটি হলো সাঈদ বিন মনসূর ও ইবনু আবি শাইবা (৩/৩৫১-৩৫২) এর সনদে। দুটি সনদের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আমর থেকে শা'বির বর্ণনাটি مرسل । (عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه একটি ভিন্ন সনদে ইবনু আবি শাইবা (كما في التهذيب হাদিসটি সংক্ষিপ্তভাবে রেওয়ায়াত করেন। এ সনদে مروان الأسلمي ব্যতীত সব রাভি নির্ভরযোগ্য। ইমাম আজালি ও ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম নাসায়ি তাকে অপরিচিত বলে মত প্রকাশ করেন। অনেকে তাকে সাহাবিও বলেছেন। তবে এটি প্রমাণিত নয়। (الإرواء الجزء الثالث (ص ১৪১) رقم (৬৭৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপরিউক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা আবু মারওয়ান নামক রাভিকে ইমাম আল যাহাবি নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (الكاشف ৩৭৬ :৩)) হাফিজ ইবনু হাজারও তার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। (الإصابة في القسم الأول من الصحابة في حرف الميم من الكنى) উমার ইবনু শিবহ আবু মারওয়ান এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটির সাথে শা'বির হাদিস মিলিত হলে হাদিসটির শক্তি বর্ধিত হয়।

হাদিস- ১১৩

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: " إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم

أخبار المدينة (৩০৪/২)

أخرجه أحمد (৩২৪/৬) ، وابن خزيمة (২১৬৭) وابن حبان (৯৪১) ، والحاكم (৪৩৬/১)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহের অন্য দিনের চেয়ে শনিবার ও রবিবার বেশি রোযা রাখতেন। তিনি বলতেন, এ দুই দিন হলো মুশরিকদের ঈদ। আমি রোযা রেখে তাদের বিরোধিতা করতে চাই"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। ইমাম বাইহাকি (৪/৩০৩) নিম্নের সনদে হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন।

من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: ثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة تقول: فذكره

ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেন।

سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثالث (ص ২১৯) رقم (১০৯৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে ضعيف বললেও নিম্নের কিতাবে সহিহ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(الترغيب والترهيب (ص ৪৩৭، ৪৩৮) وفي الإرواء المجلد الرابع (ص ১২৫)

হাদিস- ১১৪

وفي الخبر أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد:

أخرجه ابن ماجة (১৭৫৩) ، وابن السني (৪৭৫) ، والحاكم (৪২২/১) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (২৮৭/২)

“হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দোয়া ফেরৎ হয় না”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। হাদিসের সনদ নিম্নরূপ-
عن الوليد بن مسلم ثنا إسحاق بن عبيد الله قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره،
ইবনু আবি মুলাইকা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আসকে (রাদি.) ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করতে শুনেছি।
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي
নাসিরুদ্দিন আলবানি আরো বলেন, ইসহাক নামক রাভি’র কারণে এ হাদিসের সনদ ضعيف। সনদে উল্লিখিত ইসহাক এর পরিচয় হলো,
هو ابن ... عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي أخو إسماعيل بن عبيد الله
তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর এ হাদিসের অর্থবোধক আর একটি হাদিস বর্ণনা করেন-
أبو محمد المليكي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة
আবদুল্লাহ ইবনু আমার (রাদি.) ইফতারের সময় নিজের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন।
তিনি নিম্নের কিতাবে আবু মুহাম্মদ আল মুলাইকি এর ব্যাপারে আরো আলোচনা পেশ করেন।
إرواء الغليل المجلد الرابع (ص ৪১، ৪২، ৪৩، ৪৪) رقم (৯২১)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এ হাদিসকে ضعيف বললেও صاحب الزوائد থেকে বর্ণনা করে বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। নিম্নের হাদিস এটিকে শক্তি যোগায়।

ثلاث دعوات لا ترد...
“তিন জন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না। তাদের মধ্যে একজন হলো, ইফতার করা পর্যন্ত রোযাদার এর দোয়া”।
আলবানি হাদিসটি নিম্নের কিতাব দু’টিতে صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
سلسلة الصحيحة المجلد الرابع (ص ৪০৬، ৪০৭) رقم (১৭৯৭) ، وصحيح الجامع الجزء الثالث (ص ৬৩৬৪) رقم (৩০২৯/৩০২৭)

হাদিস- ১১৫

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ذَبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذبح
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارمي وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي ذبح بيده وقال : بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي

“জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন দু’টি সাদা-কালো রংবিশিষ্ট শিংযুক্ত খাসি ভেড়া কুরবানি করেন। ভেড়া দু’টিকে কিবলামুখী করার পর এই দোয় পাঠ করে জবাই করেন”।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

নাসিরুদ্দিন আলবানি নিম্নের সনদে হাদিসটি (৪৫৯ :১) تخريج المشكاة) বর্ণনা করেন-

من طريق أبي عياش عن جابر. وأبو عياش هذا هو المعافري المصري

তিনি বলেন, ইমাম আহমদ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। হাফিজ ইবনু হাজার তাকে দুর্বল রাভি হিসেবে ইঙ্গিত করেন। শুধুমাত্র ইমাম ইবনু মাজা এর সনদে তাকে যুরাকি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনি অন্য একজন। এ সনদে হাদিসটি ضعيف । এ হাদিসের দুর্বলতা বর্ণনা করে তিনি বলেন,

فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير روايته عن الشاميين

এ সনদে على ملة إبراهيم বাক্যটি শুধুমাত্র আবু দাউদ এর রেওয়ায়োতে বর্ণিত হয়েছে। এটি আমার দৃষ্টিতে شاذ । সম্ভবত এ বাক্যটি প্রবিষ্ট (مدرج) হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি ইমাম আহমদ এর রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করে এটিকে ضعيف সাব্যস্ত করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এ হাদিসটি ضعيف বললেও নিম্নের কিতাবে সহিহ বলে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন।

إرواء الغليل المجلد الرابع (ص ৩৪৯، ৩৫০، ৩৫১) رقم (১১৩৮)

হাদিস- ১১৬

وروى عن الإمام أحمد أيضًا عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عليه السلام ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً قَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخل بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخل بِهِ النَّارَ

ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن أبي حاتم، وابن جرير، وابن حبان في صحيحه

“ইমাম আহমদ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } উত্তরে তিনি বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। আল্লাহ তা'য়ালা আদমকে (আ.) সৃষ্টি করার পর ডান হাত দিয়ে তার পিটে হাত বুলিয়ে এক দল বংশধর বের করে আনলেন। অতঃপর বললেন, আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জান্নাতের জন্য আমল করবে। আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হাত দ্বারা আবার তার তার পিট মাসেহ করে আর এক দল উত্তরসূরী বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জাহান্নামের উপযোগী আমল করবে। এ কথা শুনে একজন সাহাবি বললেন, তবে আমাদের আমল করার দরকার কি ? রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা কোনো মানুষকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করার পর তাকে মৃত্যু পর্যন্ত জান্নাত উপযোগী আমল করার তাওফিক দান করেন। যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবার যখন আল্লাহ তা'য়ালা কোনো মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করে, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত জাহান্নামের উপযোগী আমল করার সুযোগ দান করেন। এ আমলের কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, مسح الظهر বাক্যাংশ ব্যতীত হাদিসটি (تخريج الطحاوية (ص ২৬৬) صحيح لغيره । এ হাদিসের অর্থবোধক আমি কোনো হাদিস পাইনি। (الضعيفة برقم (৩০৭০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে ضعيف বললেও।

(تخريج المشكاة (১: ص ৩৫) কিতাবে স্ববিরোধী উক্তি করে বলেন, এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তারা বুখারি ও মুসলিম এর রাভি। তবে হাদিসটি مسلم بن يسار وعمر এর মাঝে منقطع । এ হাদিসের অনেক شواهد আছে । যা সামনে উল্লেখ করা হবে। আমার এ উক্তিই বাস্তবতার নিকটবর্তী। আলবানি'র উক্তি 'এ হাদিসের অর্থবোধক আমি কোনো হাদিস পাইনি' এর জবাব হলো, ইবনু আব্বাস বর্ণিত নিম্নের হাদিসটি তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন ।

إن الله لما خلقه مسح ظهره

এবং صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কীভাবে বলতে পারেন, 'এ হাদিসের অর্থবোধক আমি কোনো হাদিস পাইনি'।

হাদিস- ১১৭

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم -: ((فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ)) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ))

رواه الترمذي.

"আবু উমামা আল বাহিলি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দুইজন ব্যক্তির আলোচনা হয়। তাদের একজন আলিম অন্য জন আবিদ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবাদতকারীর উপর আলিমের শ্রেষ্টত্ব হলো, তোমাদের উপর আমার শ্রেষ্টত্বের মতো। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তার ফেশেতাগণ, আসমান-যমিনের অধিবাসী, এমনকি গর্তের পিপড়া ও সমুদ্রের মাছ মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর উপর সালাত পাঠ করেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি العلم অধ্যায়ে (تخريج المشكاة (ص ৭৪) হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, এটি غريب হাদিস । সনদটি নিম্নরূপ-

طريق سلمة بن رجاء ثنا الوليد بن جميل ثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة

অনেকে বলেন, তিনি হাদিসটিকে حسن ও صحيح বলেছেন। এটি ঠিক নয়। তার কারণ হলো-

فإن الوليد بن جميل فيه ضعف من قبل حفظه، وكذا الراوي عنه سلمة بن رجاء، وقد خالفه يزيد بن هارون الثقة الثبت

তিনি হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাদিসটি حسن ও مرسل ।

ইমাম দারিমি হাসান থেকে অর্থবোধক হাদিসটি বর্ণনা করেন।

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجلين كانا في بني إسرائيل ... الحديث بمعناه.
হাসান থেকে বর্ণিত হাদিসটি صحيح। (انتهى مع بعض الاختصار)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি متصل হাদিসটিকে ضعيف বললেও। (صحيح الترغيب (১: ৩৮) رقم (৮) কিতাবে স্ববিরোধী উক্তি করে বলেন, হাদিসটি صحيح।

হাদিস- ১১৮

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا
رواه الترمذي

"আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। পরবর্তী যুগের মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক লোক তোমাদের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করার জন্য আগমন করবে। তারা আসলে তোমারা তাদের কল্যাণ কামনা করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة (১: ৭৫) رقم (২১) এ সনদে আবু হারুন আল আবদি নামক একজন রাভি আছে। ইমাম শো'বা তাকে ضعيف বলেছেন। তিনি আরো বলেন, তার নাম হলো উমারা বিন জুয়াইন। তিনি খুবই দুর্বল রাভি। অনেক ইমাম তাকে মিথ্যাবাদী বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটিকে ضعيف বললেও। (السلسة الصحيحة المجلد الأول رقم (২৮০) কিতাবে স্ববিরোধী উক্তি করে হাদিসটি শক্তিশালী বলে মত প্রকাশ করেছেন।

হাদিস- ১১৯

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع
رواه في شرح السنة.

"আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। আল কুরআন সাত ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি আয়াতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দিক রয়েছে। প্রতিটি হুকুমের (পুরস্কার ও শাস্তির) একটি পরিমাণ রয়েছে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة (১: ৮০) شرح السنة কিতাবের কোন জায়গায় হাদিসটি রয়েছে তা যাচাই করা দরকার। আমি فضائل القرآن ও العلم অধ্যায়ে তালাশ করে পাইনি।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো,আশ্চর্য! তিনি কীভাবে বলতে পরেন আমি হাদিসটি পাইনি। এটি باب الخصومة في القرآن (১: ২৬৩) এ বিদ্যমান। তিনি আরো বলেন,
وقد يروى هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره

হাদিস- ১২০

وعن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال : ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، وإنما يلبس علينا القرآن أولئك

رواه النسائي.

"শাবিব বিন আবি রওহ একজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের নামাযে সূরা রূম তেলাওয়াত করছিলেন, নামাযে তার ক্বিরাত এলোমেলো হয়ে যায়। নামায শেষে তিনি বললেন, আমার পেছনে যারা নামায আদায় করে তাদের কী হলো! তারা ঠিকমতো পবিত্রতা অর্জন করে না। তারাই আমার ক্বিরাতে সংশয়ের সৃষ্টি করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة) এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আবদুল মালিক বিন উমাইর এর স্মৃতিশক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন এসে যায়। ইমাম ইবনু মুঈন তার ব্যাপারে বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় ওলট-পালট করেন। ইবনু হাজার তাকে مدلس বলেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আবদুল মালিক বিন উমাইর একজন নির্ভরযোগ্য রাভি। সহিহ বুখারি ও মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে তার তার নিকট থেকে হাদিস রেওয়ায়াত আছে। উপর্যুক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু কাসির তার তাফসিরে বলেছেন,

هذا الإسناد حسن ومتن حسن.

হাদিস- ১২১

إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليعد الصلاة، ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق

ضعيف أبو داود

"তোমাদের কারো নামাযরত অবস্থায় অযু ভেঙ্গে গেলে সে যেনো নামায ছেড়ে দেয় এবং নামায পুনরায় আদায় করে। তোমরা স্ত্রীদের পেছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (২০৩-৭০৬) رقم (১: ২০৯) ضعيف الجامع) পরবর্তীতে তিনি হাদিসটি প্রমাণিত বলে মন্তব্য করেন। (الحاشية النصف الثاني من الحديث)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসের প্রথম অংশটি ضعيف বলেছেন । অথচ অন্য জায়গায় এটিকে শক্তিশালী বলেছেন। (১: ১০৩) تخريج المشكاة)

তিনি (২১৮/১) (الرضاع) বলেন, হাদিসটি حسن।

আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদিসটি এ হাদিসের সমার্থবোধক।

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. رواه مسلم

"তোমাদের পেটে কোনো কিছু অনুভব হওয়ার পর যদি কিছু বের হয়েছে বা বের হয়নি এই মর্মে সন্দেহ হয়। সে ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের হবে না, যতক্ষণ না সে শব্দ শুনতে পায় অথবা বায়ূ বের হবার লক্ষণ টের পায়"।

হাদিস- ১২২

وعن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:أن لا تنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

"আবদুল্লাহ বিন আকিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি পত্র এসে পৌঁছল, যাতে এই নির্দেশ ছিল যে, তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও হাড় দ্বারা উপকার গ্রহণ করো না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি'র উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, হাদিসটি حسن ।

(حديث تخريج المشكاة) আবদুল্লাহ বিন আকিম স্বীয় শাইখদের নিকট থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, হাদিসটির উপর আরো আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম হাযিমি তার কিতাব الإعتبار এ বিষদ আলোচনা করেছেন। যার সারর্মম হলো, হাদিসটির সনদ ও মতন مضطرب । বিস্তারিত জানতে চাইলে কিতাবটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। নিম্নের কিতাবেও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

تلخيص الحبير (ص১৬، ১৭) . انتهى (১: ১৫৭، ১৫৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি ضعيف বলেছেন। অথচ অন্য জায়গায় এটিকে শক্তিশালী বলেছেন । তিনি নিম্নের কিতাবে হাদিসটি صحيح বলেছেন।

إرواء الغليل (جـ ১) رقم (৩৮) (ص ৭৬، ৭৭، ৭৮، ৭৯)

যারা হাদিসটির ব্যপারে اضطراب ও إرسال এর অভিযোগ এনেছেন, তাদের জবাব দিয়েছেন দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে। পরিশেষে তিনি বলেন, হাদিসটি প্রামাণ্যতায় কোনো সন্দেহ নেই।

হাদিস- ১২৩

وعن كعب بن عجرة قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت

رواه أبو داود

وفي رواية الترمذي والنسائي قام ناس يتنفلون فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بهذه الصلاة في البيوت

"কা'ব বিন উজরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে আগমন করলেন, তিনি সেখানে মাগরিব এর নামায আদায় করেন, নামায শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের দেখতে পেলেন যে, তারা নফল নামায আদায় করছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ করে বললেন, এগুলি ঘরের নামায"।

তিরমিযি ও নাসায়ি'র রেওয়ায়াতে আছে, মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে নফল আদায় করছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ করে বললেন, এ নামাযগুলো ঘরের মধ্যে পড়া উচিত।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, উপর্যুক্ত হাদিসগ্রন্থের সকল সনদের রাভি হলেন, ইসহাক বিন কা'ব। তার অবস্থা অজ্ঞাত। (৩৭০ :১) انتهى. كما في التقريب)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি কোনো প্রকার যাচাই-বাচাই না করে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। অথচ অন্য জায়গায় স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি বলেন,

(২১০ :২) تخريج أحاديث صحيح ابن خزيمة) ইসহাক বিন কা'ব এর অবস্থা অজ্ঞাত থাকার কারণে এ হাদিসের সনদ ضعيف। তবে পূর্বের হাদিস দ্বারা এটি শক্তি অর্জন করে। তিনি এটিকে حسن বলে অভিহিত করেন। (১১৬৫-৯৫৬) رقم (১৯২ :১) صحيح ابن ماجة)

تعليقي على ابن خزيمة (১৩০০، ১২০১) صحيح أبي داود (১৭৭৬)

হাদিস- ১২৪

وعن عطاء قال : كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصل أربعًا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد . فقيل له فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله.

رواه أبو داود، وفي رواية الترمذي قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعًا

"তাবি'ই 'আতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদি.) যখন মক্কায় জুমা'র নামায পড়তেন, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। আবার অগ্রসর হয়ে চার রাকাত নামায আদায় করতেন। মদিনায় তিনি জুমা'র নামায আদায় করার পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি মসজিদে নামায পড়েন নি। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৩৭২ :১) تخريج المشكاة) ইমাম আবু দাউদ) (১১৩০) السنن সহিহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযিও) سنن (৪০২/২) হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন। তিরিমিযি বর্ণিত হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। এখানে যদি ইবনু জুরাইজ এর عنعنة পদ্ধতির রেওয়ায়াত না থাকত, হাদিসটি صحيح বলেই বিবেচিত হতো।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি 'আতা থেকে বর্ণিত ইবনু জারির এর হাদিসটি سماع পদ্ধতির বলে স্বীকার করেছেন। তিনি এ বিষয়ে আলোচনার পর বলেন,(৬২৯) رقم (৯৭ :৩) إرواء) الغليل)

فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمول على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه. والله أعلم

'আতা থেকে বর্ণিত ইবনু জুরাইজ এর সকল হাদিস سماع পদ্ধতির বলে গণ্য হবে। তবে যে সকল হাদিসের تدليس বিষয়টি স্পষ্ট।

হাদিস- ১২৫

وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن

رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

"আলি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ বে-জোড়। তিনি বে-জোড়কে পছন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআন ওয়ালারা! তোমরা বিত্‌র এর নামায আদায় করো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন,) ৩৯৭ :১) تخريج المشكاة) এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

তবে ইসহাক আল সাবি'ই নামক রাভি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে মাঝে-মধ্যে ওলোট-পালট করেন। এতদসত্ত্বেও ইমাম তিরমিযি হাদিসটি حسن বলে অভিহিত করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে এভাবেই বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেছেন।

صحيح ابن ماجة (১৯৩/১) رقم (১১৬৯-৯৫৯) (صحيح) - صحيح أبي داود (১২৭৪) ، صحيح الترغيب (৫৯০، ৫৯৩) تعليقي على ابن خزيمة (১০৬৭) تخريج المختار (৪৮৬-৪৭৯)

হাদিস- ১২৬

وعن خارجه بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر

رواه الترمذي وأبو داود.

"খারিজা বিন হুযাফা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের নিকট আগমন করলেন, তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এমন এক প্রকার নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যা লাল উট থেকেও উত্তম। তা হলো বিত্‌র এর নামায। 'ইশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে এ নামায আদায় করতে হয়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি'র উক্তি 'হাদিসটি ضعيف ' বর্ণনা করার পর বলেন, (৩৯৭ تخريج المشكاة (১:) এটি غريب হাদিস।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف হবার কারণ হলো, আবদুল্লাহ বিন রাশিদ আল যুফি নামক রাভি। ইমাম আল যাহাবি তাকে অপরিচিত বলেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাভিদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। তার ব্যাপারে আলবানি'র এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

وعن ابن أبي : قلت مشوشًا إسنادًا اعتمد فقد اعتمده ومن منه سمع كان إن مرة أبي بن الله عبد عن يروى مرة يروى هذا الحديث الزوفى.

তিনি আবদুল্লাহ বিন আবি মুররা থেকে বর্ণনা করেন, যদি তার নিকট থেকে তিনি শুনে থাকেন। যারা তার উপর ভরসা করেছেন, তারা অস্পষ্ট একটি সনদের উপর উপর নির্ভর করেছেন।

হাদিস- ১২৭

وعن جابر قال : لما استوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على المنبر قال : ((اجلسوا)) . فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود

رواه أبو داود

"জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমা'র দিন মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হবার পর বললেন, তোমরা বসে যাও। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এ কথা শোনার পর মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। তাকে এ অবস্থায় দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এদিকে এসো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৪৪৫ :১) تخريج المشكاة) ইমাম আবু দাউদ (১/৪৪৫) হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন। معروف হাদিসও مرسل এর মতো।

এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ইবনু জুরাইজ একজন مدلس রাভি। ইমাম দারা কুতনিসহ অন্যান্য ইমামগণ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি عنعنه পদ্ধতিতে হাদিস বর্ণনা করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি 'আতা থেকে বর্ণিত ইবনু জারির এর রেওয়ায়াত। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে, 'আতা থেকে বর্ণিত ইবনু জারির এর রেওয়ায়াত سماع পদ্ধতির বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

হাদিস- ১২৮

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان ليصل أربعًا أو قال: الظهر))

رواه الدارقطني

"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমা'র নামায এক রাকাত পেয়েছে, সে যেন আর এক রাকাত আদায় করে নেয়। যার দুই রাকাতই বাদ পড়ে গেছে, সে যেন চার রাকাত আদায় করে অথবা (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,) সে জোহরের নামায আদায় করে নেবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৪৪৫ :১) تخريج المشكاة) এ হাদিসের সনদ ضعيف। এখানে য়াসিন আল যাইয়াত নামক একজন রাভি আছেন। তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে জাল হাদিস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম দারা কুতনিসহ অন্যান্য ইমামের মত হলো, অনেক ضعيف রাভি তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের যত طرق ও شواهد রয়েছে, সবগুলোই ضعيف। অনেক সনদ মারাত্মক ধরনের ضعيف।

تلخيص الحبير (ص ১২৬، ১২৭) (৮৯، ৯০) رقم (৬২২)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি কোনো ধরনের বাছ-বিচার না করে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। অথচ إرواء الغليل কিতাবে ইবনু মাসউদ ও ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদিসসমূহকে শক্তিশালী বলেছেন। والله أعلم

(৩/৮১ ،৮২ ،৮৩ ،৮৪ ،৮৫ ،৮৬ ،৮৭ ،৮৮ ،৮৯ ،৯০ .৬২২ رقم)

হাদিস- ১২৯

وعن عطاء مرسلاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادًا.

رواه الشافعي.

"তাবি'ই 'আতা থেকে مرسلاً বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেয়ার সময় তার বর্শার উপর টেক লাগাতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৪৫৩ :১) تخريج المشكاة) (৪৪ مسند) হাদিসটি مرسل হবার পাশাপাশি واهٍ (মারাত্মক ধরনের দুর্বল) । এখানে ইবরাহিম নামক একজন রাভি আছেন, যিনি লাইস থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি হলেন ইবনু আবি সুলাইম। তিনি একজন ضعيف রাভি। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এভাবেই হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র (إرواء ৭৮/৩) (الغليل) হাদিসটিকে صحيح বলেছেন।

أخرجه الشافعي (১৬২/১). والبيهقي وهو مرسل صحيح. والله أعلم

হাদিস- ১৩০

عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن سبعة أو عشرة والبقرة عن سبعة.

قال في إرواء الغليل (253/4، 254) : أخرجه ابن حبان (105) وكذا الحاكم (230/4)

“আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় ঈদুল আযহা’র সময় একটি উটে আমরা সাত অথবা দশ জন অংশিদার হতাম। আর গরুতে হতাম সাতজন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম হাকিম এর বর্ণনায় দশ জনরে কথা বর্ণিত আছে। এখানে রাভি কোনো সন্দেহ পোষণ করেননি”।

ইবনু হিব্বান ও হাকিম এর বর্ণনায় হুসাইন বিন ওয়াকিদ নামক একজন নির্ভরযোগ্য রাভি আছেন। কিছু কিছু জায়গায় তিনি সন্দেহ করেছেন। সম্ভবত সন্দেহজনক বর্ণনাটি তার নিকট থেকে এসেছে।

(كما في التقريب)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটির ক্ষেত্রে এ ধরনের আলোচনা করলেও অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন। তিনি বলেন, (৪৬২/১) تخريج المشكاة (ইবনু আব্বাস (রাদি.) এর হাদিসটি নিচের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে।

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

এখানে ইমাম তিরমিযি’র সনদটি সহিহ। এর রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি। আলবানি নিজেই এটিকে সহিহ বলেছেন।

(صحيح ابن ماجة (৩০০/৩) رقم (৩১৩১-২৫৩৬) صحيح - المشكاة (১৪৬৯) الروض (৬১৩) . والله أعلم

হাদিস- ১৩১

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ. قَالَ له رَجُلٌ: يَا رَسول الله أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلا منيحة أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ : لا وَلَكِنْ خُذ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ

رواه أبو داود والنسائي

“আবদুল্লাহ বিন আমর (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরবানির দিন আমাকে ঈদ পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি এই উম্মাতের ঈদ হিসেবে আল্লাহ তা’য়ালা নির্ধারণ করেছেন। জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদি আমার নিকট শুধুমাত্র একটি দুগ্ধদানকারী উটনি ব্যতীত অন্য কোনো পশু না থাকে, তবে কি আমি তা দিয়েই কুরবানি করবো ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তবে তুমি তোমার নখ, গোঁফ ও নাভির নিচের লোম মুণ্ডন করো। এটি তোমার পক্ষে আল্লাহর নিকট কুরবানি হিসেবে গৃহীত হবে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৪৪৬/১) تخريج المشكاة (আবু দাউদ ও নাসায়ি’র সনদে ঈসা বিন হিলাল আল সাদাফি নামক একজন রাভি আছে। আমার মতে তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। ইবনু আবি হাতিম তার ব্যাপারে কোনো (جرح) আপত্তি উত্তোলন করেননি। অনাপত্তিও করেননি।(২৯০ الجرح والتعديل (جـ ١ ص)

ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রাভির নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে তার সহনশীল ভূমিকা (تساهل) সর্বজন বিধিত।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি’র উপর্যুক্ত উক্তি ঠিক নয়। ইলমে হাদিস এর একটি বিশাল জামা’ত ঈসা বিন হিলাল থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার ‘আল তাকরিব’ এ তাকে সত্যবাদী রাভি হিসেবে অভিহিত করেছেন। উপর্যুক্ত হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করে তার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম আল মুনযিরিও একই পথ অবলম্বন করেছেন। ইমাম হাকিম হাদিসটি

বর্ণনা করে এটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আল যাহাবি তার সাথে সহমত পোষণ করেন।

হাদিস- ১৩২

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا ... فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ

رواه الترمذي.

"উবাই ইবনু কা'ব (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা বায়ূকে গালমন্দ করো না। যদি এমন কোনো বায়ূ প্রবাহিত হয়, যা তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে তোমরা এই দোয়া পাঠ করো,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا ... فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ

"হে আল্লাহ ! আমরা এই বায়ূ ও তার মধ্যকার কল্যাণ কামনা করি। বায়ূ প্রবাহের নির্দেশের মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে তাও প্রার্থনা করি। আমরা এই বায়ূ ও তার মধ্যকার অনিষ্টতা ও এটি প্রবাহের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৪৮০/১) تخريج المشكاة جـ) ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, (৪১/২)سنن) এটি حسن ও صحيح হাদিস। তিনি আরো বলেন, আমার কথা হলো, এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে হাবিব বিন আবি সাবিত مدلس তিনি عنعنه পদ্ধতিতে হাদিস বর্ণনা করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে এভাবেই বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে صحيح বলেছেন।

فقال في صحيح الجامع (১৫১/৬) صحيح تخريج المشكاة (১৫১৮) الطحاوي

হাদিস- ১৩৩

وعن أبي عطية العقيلي قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يومًا قال أبو عطية: فقلنا له: تقدم فصله قال لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي بكم وسأحدثكم لم لا أصلي بكم سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم

رواه أبو داود والترمذي والنسائي إلا أنه اقتصر على لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم

"আবু আতিয়্যা আল উকাইলি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইবনুল হুয়াইরিস আমাদের মসজিদে আগমন করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। একদিন নামাযের সময় হলো। আবু আতিয়্যা বলেন, আমরা তাকে বললাম। আমাদের নামাযের ইমামতি করুন। তিনি আমাদের উত্তর দিলেন, আপনাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করুন। একটু পর আমার ইমামতি না করার কারণ বলবো। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। কোনো ব্যক্তি কারো সাক্ষাতে গেলে, সে যেনো তাদের নামাযের ইমামতি না করে। তাদের মধ্য থেকে যেন একজন ইমামতি করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৩৫০/১) تخريج المشكاة) ইমাম তিরমিযি'র উক্তি 'এটি حسن ও صحيح হাদিস' বর্ণনা করার পর বলেন, (৪১/২)سنن) ইমাম তিরমিযি'র উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। মুহাদ্দিসদের একটি জামা'ত এর দৃষ্টিতে আবু আতিয়্যা একজন অপরিচিত রাভি। ১১৭ وانظر الحديث المتقدم

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

صحيح الجامع (২৯৬/৫) رقم (৬১৪৭) عن مالك بن الحويرث، صحيح أبي داود (৬০৯)

হাদিস- ১৩৪

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من عاد مريضًا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً

رواه ابن ماجة.

"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি যখন অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে যায়, একজন ফেরেশেতা আকাশ থেকে ডাক দিয়ে বলেন, তুমি খুব সৌভাগ্যবান। তোমার যাত্রা শুভ হোক। তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা করে নিয়েছো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১৪৪৩) رقم) (৪৯৫ :১) تخريج المشكاة) এ হাদিসের সনদ ضعيف। এখানে আবু সিনান আল কাসমালি নামক একজন রাভি আছেন। তার নাম ঈসা ইবনু সিনান। তিনি একজন দুর্বল (لين) রাভি। (الميزان والتقريب)

ইমাম তিরমিযি স্বীয় সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন-

ومن طريقه أخرجه الترمذي في البر والصلة (৩৬১/১) وقال: حديث حسن غريب روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا شيئًا من هذا.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

صحيح الجامع (৩২২/৫) رقم (২৬৩২-৬২৬৩) : حسن تخريج المشكاة (৫০১৫)

وقال في صحيح ابن ماجة (২৪৪/১) رقم (১১৮৪-১৪৪৩) : حسن. المشكاة (১৫৭৫، ৫০১৫) ، التحقيق الثاني، التعليق الرغيب (১৬২/৪)

হাদিস- ১৩৫

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ذكرت الحمى عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسبها رجل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد

رواه ابن ماجة.

"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে একদিন জ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা হলো, আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক ব্যক্তি জ্বরকে অশুভ বলে গালমন্দ করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জ্বরকে গালি দিও না। এটি গুনাহ এভাবে দূরীভূত করে, যেভাবে আগুন লোহার মরিচা দূর করে দেয়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৪৯৮ :১) تخريج المشكاة) হাদিসটি ইমাম ইবনু মাজা (৩৪৬৯) الطب) ضعيف সনদে বর্ণনা করেন। এখানে মূসা ইবনু উবাইদা নামক একজন রাভি রয়েছেন। তিনি ضعيف ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে صحيح বলেছেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (২৫৮/২) رقم (৩৪৬৯-২৭৯৩) : صحيح. الصحيحة (৭১৫، ১২১৫)

হাদিস- ১৩৬

وعن ابن مسعود أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء

رواه أحمد، والترمذي وقال: هذا حديث غريب.

"আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো আলাহকে লজ্জা করি, যতটুকু আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা লজ্জা নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে লজ্জা করার অর্থ হলো, মাথা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে আল্লাহর আনুগত্য বহির্ভূত কাজে ব্যবহার না করা। (মাথা, জিহ্বা, চোখ ও কান হেফাজত করা।) পেট ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট (লজ্জাস্থান, হাত-পা ও অন্তর) সবকিছুকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে হেফাজত করা। মৃত্যু এবং দীর্ঘদিন কবরে অবস্থান করার কথা স্মরণ করা। যে পরকালের সুখ-শান্তি আশা করবে, সে যেন দুনিয়ার চাকচিক্য পরিত্যাগ করে। যার জীবন এভাবে পরিচালিত হবে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে লজ্জা করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة ١: ٥٠٤) তিনি হাদিসটি কিয়ামতের আলোচনা অধ্যায়ে (২/৭৫) বর্ণনা করেছেন। সাব্বাহ ইবনু মুহাম্মদ নামক ضعيف রাভি'র কারণে তিনি হাদিসটি غريبবলেছেন। তিনিই এমকমাত্র এ হাদিসের রাভি। كما أشار إليه الترمذي

এ সনদে ইমাম হাকিমও হাদিসটি বর্ণনা করেন। তিনি এটিকে সহিহ বলেছেন। ইমাম যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, উপর্যুক্ত রাভি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর দু'টি হাদিস মরফু' রেওয়ায়াত করেন। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি মওয়ু' হাদিস রেওয়ায়াত করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে حسن বলেছেন।

(فقال في صحيح الجامع (৩১৮/৫) عن ابن مسعود: حسن الروض النضير ৬০১ تخريج المشكاة (১৬০৮)

হাদিস- ১৩৭

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعالى لِمَلائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ

رواه أحمد، والترمذي.

"আবু মূসা আল আশ'আরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো বান্দার সন্তান মারা যাবার পর আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদের উদ্দেশ করে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছো ? উত্তরে তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'য়ালা আবার বলেন, তোমরা তার কলিজার টুকরোর জান কেড়ে নিয়েছো ? উত্তরে তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দা কী বলেছে ? উত্তরে তারা বলেন, আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ বলেছে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নাম রাখো প্রশংসার ঘর"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৫৪৪ :১) تخريج المشكاة (ইমমি তিরমিযি’র (১৯০/১) الترمذي (উক্তি ‘হাদিসটি حسن غريب’ বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদিসের সনদ ضعيف।
এখানে আবু সিনান নামক একজন রাভি আছেন। তার নাম ঈসা আল কাসমালি। হাফিজ ইবনু হাজার তাকে لين الحديث (দুর্বল) বলে মন্তব্য করেছেন ।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।
صحيح الجامع (১: ২৭৯) عن أبي موسى: حسن الأحاديث الصحيحة (১৪০৮)

হাদিস- ১৩৮

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانّة
رواه أحمد وابن ماجة.
“আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জানাযা’র নামাযে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেন, যার সাথে কোনা বিলাপকারী মহিলা থাকে”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৫৪৮ :১) تخريج المشكاة (ইমাম ইবনু মাজা ضعيف সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। এ সনদে আবু য়াহয়া আল কাত্তাত আল কূফি নামক একজন ضعيف রাভি আছেন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে حسن বলেছেন।
فقال في أحكام الجنائز (৭০) أخرجه ابن ماجة (৪৭৯/১، ৪৮০) ، وأحمد (৬৮৫৬) من طريقين عن مجاهد عنه وهو حسن بمجموع الطريقين

হাদিস- ১৩৯

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما» . فقالوا: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: «أو اثنان» . قالوا: أو واحد؟ قال: «أو واحد» ثم قال: «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته»
رواه أحمد وروى ابن ماجة من قوله: والذي نفسي بيده
“মু‘আজ বিন জাবাল (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুসলিম দম্পতির তিনজন সন্তান মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তা‘য়ালা স্বীয় রহমতের বিনিময়ে ঐ দম্পতিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, যদি দুই জন মৃত্যুবরণ করে ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদিও দুই জন মৃত্যুবরণ করে। সাহাবায়ে কেরাম আবার প্রশ্ন করলেন, যদি একজন মৃত্যুবরণ করে ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদিও একজন মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। অকাল-প্রসূত ভ্রূণ তার মাকে নাভি ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে, যদি সে এটিকে সওয়াব মনে করে”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৫৪৯ :১) تخريج المشكاة (হাদিসটি (২৪১/৫) المسند ও ইবনু মাজা’য় (১৬০৮) বর্ণিত আছে। তাদের সনদটি ضعيف। এখানে يحيى بن عبيد الله بن موهوب নামক রাভি ضعيف । তবে ইবনু মাজা বর্ণিত হাদিসের একটি شاهد ইমাম আহমদ (৩২৯ المسند /৫) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি ইবনু মাজা'র হাদিসটি নিম্নের কিতাবে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

صحيح ابن ماجة (১: ২৬৮) رقم (১৩০৫، ১৬০৯) فقال في صحيح المشكاة (১৭৫৪) التعليق الرغيب (৯২/৩) أحكام الجنائز (৩৮: ৩৯).

হাদিস- ১৪০

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام

رواه ابن ماجة.

"আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে উত্তরাধিকার সম্পদ জাহিলি যুগে বন্টিত হয়েছে, এটা জাহিলি যুগের বন্টন বলে বিবেচিত হবে। আর যে উত্তরাধিকার সম্পদ এর বন্টন ইসলাম সমর্থিত, তা ইসলামি উত্তরাধিকার নীতিতে বন্টিত হয়েছে বলে গণ্য হবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৯২২: ২) تخريج المشكاة) এখানে আবদুল্লাহ বিন লাহি'য়া নামক একজন ضعيف রাভি আছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

فقال في صحيح الجامع (৫: ১২৫) ، رقم (৫৫৩৩-২২৯৬)إرواء الغليل (১৭১৭) صحيح.

হাদিস- ১৪১

وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يغز ولم يجهز غازيًا أو يخلف غازيًا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة

رواه أبو داود،

"আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি, কোনো মুজাহিদকে পাথেয় সরবরাহও করেনি, অথবা কোনো মুজাহিদের পরিবারের কল্যাণে সাহায্য-সহযোগিতাও করেনি, কিয়ামতের পূর্বে সে মারাত্মক ধরনের বিপদের সম্মুখীন হবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১১২৩/২) تخريج المشكاة) এ হাদিস এর সনদ ضعيف ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (২: ১২৩) رقم (২৭৬২-২২৩১) : حسن الصحيحة (২৫৬১) صحيح أبي داود (২২৬১)

হাদিস- ১৪২

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم

قال الترمذي: حديث حسن.

“আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন জন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। ইফতার করা পর্যন্ত রোযাদারের দোয়া, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও মজলুমের দোয়া”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১১৬, رقم) (ص ৯২) تخريج أحاديث الكلم الطيب) ইমাম তিরমিযি হাদিসটি حسن বলেছেন। হাফিজ ইবনু হাজারও অনুরূপ উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, হাদিসটির ব্যাপারে এমন উক্তিতে আমার আপত্তি আছে। এ হাদিসের ভিত্তি হলো, আবু মাদলাহ। ইমাম যাহাবি তার পরিচয় লাভ করার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন। তবে হাফিজ ইবনু হাজার “আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে এ হাদিসের আর একটি সনদ বর্ণনা করেছেন। এটি ضعيف হবার পাশাপাশি مضطرب ও বটে। হাদিসের (মূল ভাষ্য) মতন নিম্নরূপ-

وبعضها تذكر ودعوة الوالد على ولده، وبعضها ودعوة المرء لنفسه

উপর্যুক্ত মতনে হাদিসের দুর্বলতা ও হাদিস আত্মীকরণে রাভির অক্ষমতা প্রমাণিত হয়। যার ফলে একজন সমালোচকের (الناقد) পক্ষে হাদিস এর মূল শব্দ ও ভাষ্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না।

(شرح ابن علان) (৩৩৮/৪)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে صحيح বলেছেন।

فقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (২: ১৪৭، ১৪৮، ১৪৯) ، رقم (৫৯৬) (১৭৯৭) حسن لغيره ثم أشار إلى رجوعه عن تضعيفه في الحاشية

হাদিস- ১৪৩

اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمه الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ، وسلوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم

ابن أبي الدنيا في (الفرج) والحكيم، عن أبي هريرة:.

“যুগ যুগ ধরে তোমরা সব ধরনের কল্যাণ তালাশ করো এবং আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করো। কেননা আল্লাহর রহমতের এমন কিছু সুবাস রয়েছে। বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহর নিকট তোমাদের দোষ গোপন করা এবং মান-সম্মান নিরাপদ থাকার প্রার্থনা করো”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف।

ضعيف الجامع (১: ২৮৯) الأحاديث الضعيفة (২৭৯৮) رقم (১০০১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع (ص ৫১১، ৫১২) رقم (১৮৯০)

হাদিস- ১৪৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ . فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ: أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمْ الطَّعَامَ وَصِلْ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلْ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

أخرجه ابن حبان (৬৮২) ، وأحمد (২৯৫/২، ৩২৩، ৩২৪، ৪৯৩)

“আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনাকে দেখলে আমার মন ঠাণ্ডা হয়।

চোখ শীতল হয়। আমাকে সব কিছুর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বলুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আবু হোরাইরা (রাদি.) বললেন, আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালামের প্রচলন করো। খাদ্য দান করো। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করো। রাতের বেলায় যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায আদায় করো। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করো" ।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف। ইমাম দারা কুতনি বলেন, "আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে আবু মায়মুনা তার নিকট থেকে কাতাদা এ সনদটি مجهول । তবে নিম্নের অংশটি صحيح ।

أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمْ الطَّعَامَ وَصِلْ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلْ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

এ অংশটি আবদল্লাহ ইবনু সালাম থেকে مرفوعًا বর্ণিত আছে। সহিহ হাদিসে এটি প্রমাণিত আছে।

(السلسلة الضعيفة (৩: ৪৯২) رقم (১৩২৪) ضعفه في ضعيف الجامع (৪: ১৫০) رقم (৪২৩৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এ দু'টি জায়গায় হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

فقال في الإرواء (৩: ২৩৮) لما ذكره قلت: وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي ميمونة وهو ثقة كما في التقريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

হাদিস- ১৪৫

عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام

رواه البيهقي في شعب الإيمان.

"জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে প্রথমে সালাম দেবে না, তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف। (تخريج المشكاة (ص ১৩২৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন। (السلسلة الصحيحة (২: ৪৮০، ৪৮১) رقم (৮১৭)

হাদিস- ১৪৬

انكم لا ترجعون إلى الله تعالى بشيء أفضل مما خرج منه - يعني القرآن

في الزهد، عن جبير بن نفير مرسلاً عنه عن أبي ذر

"নৈকট্য লাভের জন্য মানুষ আল্লাহর নিকট যা কিছু নিয়ে যাবে,তম্মধ্যে আল কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, আবু যর গিফারি (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটির সনদ ضعيف।

ضعيف الأحاديث الضعيفة (১৯৫৭) . ضعيف الجامع (২: ২০৭) رقم (২০৪১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف আখ্যায়িত করা ঠিক নয়। কেননা হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ما رواه الحاكم كما ذكره المؤلف قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد العدل ثنا جدي أحمد بن عبد الله ثنا سلمة بن شبيب حدثني أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره

ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি তার সাথে এমকমত পোষণ করেন।

ومنها ما رواه الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -.. فذكره

হাদিসটি ضعيف হলেও দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে উপযোগী। এখানে বকর ইবনু খুনাইস এর কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলেও তিনি একজন সত্যবাদী রাভি। كما قال الحافظ في التقريب

ومنها ما رواه الحاكم حيث قال أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث بن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنكم لن ترجعوا.. الخ (২: ৪৪১)

ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

ومنها ما رواه الحاكم حيث قال أخبرنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال : كنت جارًا لخباب بن الأرت فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال : يا هنا تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه.

"ফারওয়া বিন নওফল আল আশযা'য়ি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাদি.) এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন আমি মসজিদ থেকে বের হলাম। এমতাবস্থায় খাব্বাব (রাদি.) আমার দু'হাত ধরে বললেন, যথাসম্ভব আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করো। কেননা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই"।

ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (ص২৬) قال حدثنا أبي ثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن هلال فذكره وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيدة بن حميد وحدثنا سريج ثنا أبو حفص الأبار جميعًا عن منصور عن هلال عن فروة عن خباب

এ হাদিসের সনদ সহিহ। রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। হাদিসটি موقوفً হলেও এটি مرفوع এর পর্যায়ে। এ সকল রেওয়ায়াত পারস্পরিক মিলিত হলে সহিহ হাদিসের মর্যাদা লাভ করে।

হাদিস- ১৪৭

إن يسير الرياء شرك من عادى وليًا فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا مصابيح الهدي يخرجون من كل غبراء مظلمة

"রিয়া বা প্রদর্শণী অল্প হলেও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যে আল্লাহর কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, সে আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আল্লাহ নিভৃতচারী, নেককার ও মুত্তাকি বান্দাদের ভালোবাসেন। যারা অনুপস্থিত হলে কেউ খোঁজ রাখে না। উপস্থিত হলেও কেউ ডাকে না। তারা হেদায়তের প্রদীপ হিসেবে পরিচিত নয়। গোমরাহির সকল প্রকার অন্ধকার থেকে তারা মুক্ত"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, মু'আয (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি ضعيف। (الأحاديث الضعيفة ১৮৫০) (ضعيف الجامع (২: ২০৪) رقم (৬০৯-২০২৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف আখ্যায়িত করা ঠিক নয়। কেননা হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

كما قال الحاكم في المستدرك (১: ৪) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر خرج إلى المسجد يومًا فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبكي فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره

ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে এমকমত পোষণ করেন। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবি হাদিসটির ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন, আলবানি সে সম্পর্কে অবগত নয়। এ জন্য তিনি হাদিসটি ইমাম হাকিম ও ইমাম আল যাহাবি'র বরাতে বর্ণনা না করে ইবনু মাজা'র সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাজা বর্ণিত হাদিসটি ضعيف। হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সহিহ হাদিস বর্ণনাকারীগণ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

হাদিস- ১৪৮

يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه

عن أبي سعيد

“আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল কুরআনের চর্চা ও যিক্‌রে এ ব্যস্ত থাকার কারণে যে আমার নিকট প্রার্থনা করার সুযোগ পায় না, তাকে আমি প্রার্থনাকারীদের চেয়ে অধিক দান করবো। সকল বাণীর উপর আল্লাহর কালামের ফজিলত, মখলুকের উপর আল্লাহর শ্রেষ্টত্বের মতো।”

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (من ضعيف الجامع (جـ ٦ ص ١١٧)

ضعيف تخريج المشكاة (٢١٣٦) الأحاديث الضعيفة (١٣٣٥)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف আখ্যায়িত করা ঠিক নয়। 'আতিয়্যাহ আল 'আওফি নামক রাভি ব্যতীত এ সনদে অন্য কোনো ত্রুটি (علة) নেই।

(كما أشار إليه في السلسلة الضعيفة (٣ ص ٥٠٨)

ইমাম তিরমিযি এ হাদিসসহ তার নিকট থেকে বর্ণিত সকল হাদিস حسن হিসেবে গণ্য করেন। আলবানি নিজেও এ হাদিসের দুইটি شاهد বর্ণনা করেছেন। একটি হলো উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি) থেকে বর্ণিত। এ সনদে সফওয়ান বিন আবি আল-সাহবা নামক একজন বিতর্কিত (مختلف فيه) রাভি আছে। দ্বিতীয়টি হলো, হোজাইফা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। এ সনদে আবু মুসলিম আবদুর রহমান বিন ওয়াকিদ নামক একজন রাভি আছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম ইবনু 'আদি বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাভিদের নিকট থেকে মুনকার (المناكير) হাদিস বর্ণনা করেন এবং হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নেন। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী রাভি, তবে মাঝে-মধ্যে ভুল করেন। তাছাড়া অবশিষ্ট রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তারা বুখারি-মুসলিম এর রাভি। আবদুর রহমান বিন ওয়াকিদ এর চৌর্যবৃত্তি ও তার ভুলের আশংকা না থাকলে হাদিসটি আমার মতে حسن । তবে উপর্যুক্ত সৎগুণাবলীর প্রতি লক্ষ রাখলে, তার স্মরণশক্তির দিকটি প্রাধান্য পায়। তদুপরি হাদিসের শেষ বাক্যটির অনেক شواهد বিদ্যমান। আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, (السنة (ص ٨٢)

حدثني أبي ثنا أسود بن عامر لأن أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن الحسن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فضل القرآن على الكلام كفضل الله على عباده ثم قال وذكر يوسف بن موسى القطان حدثنا عمرو بن حمدان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن فضل القرآن ... إلخ.

ইমাম দারিমি বর্ণনা করেন,

ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية حدثنا عقبة بن مكرم البصري ثنا فعلى بن أسد ثنا محمد بن سواء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أشعث الحداني عن شهر عن أبي هريرة ... فذكره.

ভিন্ন সনদে ইমাম দারিমি এর আর একটি বর্ণনা হলো-

وقال الدارمي في سننه: (২: ৪৪১) حدثنا عبد الله بن صالح ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ مصر أنه حدثه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن

"আল্লাহর নিকট আল কুরআন আসমান যমিন ও তন্মধ্যবর্তী সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়"।

এ সকল রেওয়ায়াত একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়। এ ধরনের হাদিস صحيح না হলেও অবশ্যই حسن স্তরের। বিশেষত শেষ বাক্যটি নিঃসন্দেহে صحيح।

হাদিস- ১৪৯

كان إذا رأى الهلال قال : اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله

عن ابن عمر الأحاديث الصحيحة (১৮১৬)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে এই দোয় পাঠ করতেন,

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله

হে আল্লাহ! এই চাঁদ আমাদের জন্য ঈমান ও নিরাপত্তা, ইসলাম ও শান্তি সহকারে উদয় করুন। আপনার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার তাওফিক দান করুন। আমাদের ও তোমাদের রব হলেন আল্লাহ"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (ضعيف الجامع (৪: ১৯০) رقم (৪৪১১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে صحيح বলেছেন। তিনি (التعليق على الكلم الطيب (ص৯১) বলেন, অনেক شاهد থাকার কারণে হাদিসটি সহিহ। ইমাম ইবনু হিব্বান (২৩৭৫) এটিকে صحيح বলেছেন। ইমাম তিরমিযি বলেছেন حسن । আলবানি নিজে والتوفيق لما تحب وترضى ربنا বাক্যাংশ ব্যতীত এটি বর্ণনা করেছেন।

وكذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة (১৮১৬) (صحيح الجامع الجزء الرابع)

হাদিস- ১৫০

إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بتأويل ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت حين وضعت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين.

عن عرباض بن سارية.

"আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত লওহে মাহফুজে মূল লিপিতে (أم الكتاب) আমি খাতামুন নাবিয়্যিন হিসেবে নির্ধারিত। তখনও আদম (আ.) মাটির মিশ্রণে ছিলেন। অচিরেই আমি এর ব্যাখ্যা প্রদান করবো। আমি আমার পিতা ইবরাহিম (আ.) এর দোয়ার ফলশ্রুতি। আমার ব্যাপারে ঈসা (আ.) এর প্রদত্ত সু-সংবাদ। আমার মা প্রসবের সময় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বহি-প্রকাশ। আমার জন্মের পর এমন একটি আলো নির্গত হয়, যাতে শামের প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়। নবির মায়েরা এমন স্বপ্ন দেখে থাকেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইরবায বিন সারিয়া (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি ضعيف।

(ضعيف الجامع (২: ২২৩) رقم (২০৯০ - ৬২৯) (ضعيف الأحاديث الضعيفة (২০৮৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বললেও অন্যত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন। তিনি হাদিসটি صحيح বলেছেন। তবে তিনি وكذلك أمهات النبيين يرين বাক্যাংশটি বর্ণনা করেননি। (১৬০৪ :৩) تخريج المشكاة)

তিনি নিম্নের কিতাবে হাদিসটি حسن বলেছেন।
صحيح الجامع (১: ১২৩) رقم (২২২ - ৮০) بمعناه دون قوله: وكذلك أمهات.. إلخ،
ইমাম হাকিম সংকলিত (৬০০ :২) المستدرك: এ হাদিসটির একটি شاهد রয়েছে।
عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ... إلخ.
ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম আল যাহাবি এ উক্তি সমর্থন করেন।

হাদিস- ১৫১

وعن أبي ذر قال : كنت رديفًا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا على حمار فلما جاوزنا بيوت المدينة قال: كيف بك، يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع، قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف يا أبا ذر قال : كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر يا أبا ذر قال : كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء أحجار الزيت قال : قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تأتي من أنت منه قال : قلت: وألبس السلاح. قال: شاركت القوم إذًا قلت : فكيف أصنع يا رسول الله [قال] إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه
رواه أبو داود.

"আবু যর গিফারি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে গাধায় সওয়ার ছিলাম। মদিনার ঘর-বাড়ী অতিক্রম করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবু যর! তুমি তখন কী করবে ? যখন মদিনায় এমন ক্ষুধা বিরাজ করবে, তুমি বিচানা থেকে মসজিদে পৌঁছার পূর্বে তোমার প্রচণ্ড ক্ষিধে অনুভব হবে। রাভি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই ভালো জানেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সংযম অবলম্বন করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু যর! তুমি তখন কী করবে? যখন মদিনায় মৃত্যু ব্যাপকতা লাভ করবে, যার ফলে লাশ দাফন করার জায়গা এতো সংকীর্ণ হয়ে পড়বে যে, ক্রীতদাসের বিনিময়ে কবর ক্রয় করা হবে। রাভি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই ভালো জানেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু যর! তুমি তখন সবর এখতিয়ার করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু যর! তুমি তখন কী করবে ? যখন মদিনায় হত্যাকাণ্ড এমন ব্যাপকতা লাভ করবে যে, রক্ত 'আহজারুয যাইত' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। রাভি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই ভালো জানেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তুমি নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে থাকবে। রাভি বলেন, আমি বললাম। আমি তখন অস্ত্র ধারণ করবো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আমি বললাম, তবে আমি কী করবো ? ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (তিনি বললেন) তুমি যদি হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়ার অশঙ্কা করো, তবে তুমি তোমার কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়ে তোমার চেহারা ঢেকে নাও, যাতে হত্যাকারী তোমার এবং তার সব পাপের বোঝা নিজেই বহন করে"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة) মাশআস বিন তারিফ ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। ইমাম যাহাবি বলেন, তিনি একজন অপরিচিত রাভি।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটি صحيح বলেছেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (২: ৩৫৫) رقم (৩১৯৭-৩৯৫৮) صحيح
إرواء الغليل (৮: ১৫১) برقم (২৪৫১)

হাদিস- ১৫২

عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع ... رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.

رواه أبو داود والأثرم (ص২৪৭) ، وأخرجه أبو داود (১৮৩৩) ، وعنه البيهقي (৫/৪৮) ، وهما عن أحمد (৬/৩০) ، وابن ماجة (২৯৩৫) ، وابن الجارود (৪১৮)

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ইহরাম পরিহিত অবস্থায় আরোহীগণ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো। তারা যখন আমাদের নিকটবর্তী হতো, আমাদের চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতাম। আর যখন তারা চলে যেতো চেহারা খুলে দিতাম"।

ইমাম দারা কুতনি নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন-

والدارقطني (২৮৬، ২৮৭) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: ... فذكره

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, য়াযিদ বিন আবি যিয়াদ আল হাশিমি সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল রাভি। তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবার কারণে সে সরাসারি হাদিস বর্ণনা করতেন। (الإرواء (جـ 8 ص ২১২، ২১৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন এবং এটিকে উহ্য রেখেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে صحيح বলেছেন। তিনি সহিহ ইবনু মাজা'য় এটি উল্লেখ করেননি। তিনি (حجاب المرأة المسلمة (ص ৫০) বলেন, হাদিসটির সনদ حسن। এটির অনেক شواهد রয়েছে। তিনি (تخريج المشكاة (ص ৮২৩) আরো বলেন, এ হাদিসের সনদ উত্তম (جيد) । হাদিসটি حجاب المرأة المسلمة কিতাবে বর্ণনা করেছি।

হাদিস- ১৫৩

وعن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. فقال: من يشتري بئر رومة، يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها، حتى أشرب من ماء البحر . فقالوا: اللهم ... نعم، فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين . فقالوا: اللهم نعم. فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي. قالوا: نعم قال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض فركضه برجله قال: اسكت ثبير، فإنما عليك نبي، وصديق، وشهيدان قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر شهدوا ورب الكعبة أني شهيد ثلاثًا. رواه الترمذي، والنسائي، والدارقطني.

“ছুমামা বিন হাযান আল কুশাইরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রাদি.) যখন অবরোধকারীদের দ্বারা নিজকে হত্যার আশঙ্কা করেছিলেন, তখন আমি তার বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের শপথ দিয়ে বলছি। তোমাদের নিশ্চয় জানা আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার পর দেখতে পেলেন, তথায় ‘রাওমা’ কূপ ছাড়া সুপেয় পনির আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন তিনি বলেছিলেন, কে রওমা কূপটি সাধারণ মুসলমানের কল্যাণে ক্রয় করবে? এর বিনিময়ে সে জান্নাতের একটি কূপ লাভ করবে। তখন আমার পৈত্রিক সম্পদ দিয়ে তা ক্রয় করেছিলাম। আর এখন তোমরা তার পানি পানে আমাকে বাধা দিচ্ছো। আমি এখন সমুদ্রের পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছি। অবরোধকারীগণ সকলেই এক বাক্যে তা স্বীকার করলো। তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের শপথ দিয়ে বলছি। তোমাদের নিশ্চয় জানা আছে, মুসলমানদের জন্য মসজিদে নববি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদে নববি সম্প্রসারণের জন্য অমুক থেকে এক খণ্ড ভূমি কে ক্রয় করে দেবে? এর বিনিময়ে সে জান্নাতের একটি ভূ-খণ্ড লাভ করবে। তখন আমার পৈত্রিক সম্পদ দিয়ে তা ক্রয় করেছিলাম। আজকে তোমরা তাতে দুই রাকাত নামায পড়তে আমাকে বারণ করছো। অবরোধকারীগণ সকলেই একবাক্যে তা স্বীকার করলো। তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের শপথ দিয়ে বলছি। তোমাদের নিশ্চয় জানা আছে, আমি তাবুকের যুদ্ধে নিজস্ব সম্পদ দ্বারা মুজাহিদদের পাথেয় সরবরাহ করেছিলাম। অবরোধকারীগণ সকলেই একবাক্যে তা স্বীকার করে নিলো। তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের শপথ দিয়ে বলছি। তোমাদের নিশ্চয় জানা আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও আরাফাতের মধ্যখানে এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন, তার সাথে ছিলেন আবু বকর ও উমার (রাদি.) এবং আমি। এমতাবস্থায় পাহাড় এমনভাবে নাড়া দিয়ে উঠল যে, পাহাড়ের পাথর নিচে পড়ে গেলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পা মুবারক দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করে বললেন, থামো! হে সাবির! তোমার উপর আরোহন করেছেন একজন নবি, একজন সিদ্দিক, ও দুই জন শহিদ। অবরোধকারীগণ সকলেই একবাক্যে তা স্বীকার করলো। তিনি আবার বললেন, আল্লাহু আকবার। কা‘বার শপথ! তারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, নিশ্চয় আমি শহিদ। তিনি এ কথাটি তিন বার বললেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি’র উক্তি ‘এটি حسن হাদিস’ উল্লেখ করার পর বলেন, (تخريج المشكاة) উসমান (রাদি.) থেকে হাদিসটি ভিন্ন সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসের সনদ ضعيف।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটি শক্তিশালী বলেছেন।

الإرواء (৬: ৩৯، ৪০) رقم (১৫৯৪) الحديث حسن كما قال الترمذي وقد علقه البخاري (৭৫/২) بصيغة الجزم والله أعلم

হাদিস- ১৫৪

وعن حبش بن جنادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عليٌّ مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي

رواه الترمذي

“হাব্‌শ বিন জানাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আলি আমার, আমি আলি’র। আমার পক্ষ থেকে দীনের দায়িত্ব একমাত্র আমি এবং আলিই আদায় করতে পারে” ।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১৭১৯/৩) :تخريج المشكاة) এটি حسن হাদিস। তিনি বলেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন। (১৬৫ ،১৬৪/৪) وأخرجه أحمد) ইমাম তিরমিযি ও আহমদ বর্ণিত হাদিস দুইটির রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। এ সনদের রাভি আবু ইসহাক আল সাবি‘ই সম্পর্কে তিনি বলেন-
كان اختلط بآخره وراويه عنه حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق
এ সনদ থেকে প্রতীয়মান হয়, হাদিসটি তিনি এলোমেলো বর্ণনা করার সময়ে রেওয়ায়াত করেছেন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটি শক্তিশালী বলেছেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (১: ২৬) رقم (৯৭-১১৯)
حسن المشكاة (৬০৮৩) الصحيحة (১৯৮০/ الظلال ১১৮৯)

হাদিস- ১৫৫

وعن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً. حسين سبط من الأسباط
رواه الترمذي.
“য়া‘লা বিন মুররা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হোসাইন আমার আমি হোসাইন এর। যে হোসাইনকে ভালোবাসবে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবে। হোসাইন এর মাধ্যমে আমার বংশধারা অব্যাহত থাকবে” ।
নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি’র উক্তি ‘এটি حسن হাদিস’ উল্লেখ করার পর বলেন, বলেন,(تخريج المشكاة (৬১৬-৩) এটির সনদ ضعيف।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটি শক্তিশালী বলেছেন।
فقال في صحيح ابن ماجة (১: ৩০) رقم (১১৮-১৪৪) : حسن. الصحيحة (১৩৩৭)

হাদিস- ১৫৬

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
“আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে কখনো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৬২৪১/৩) :تخريج المشكاة) হাদিসটির রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে হাবিব বিন আবি সাবিত مدلس । তিনি عنعنه পদ্ধতিতে হাদিস বর্ণনা করেন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটি صحيح বলেছেন।
فقال في صحيح الجامع(6: 210) رقم (3195-7468) عن أبي هريرة، حم، ت، ن، عن ابن عباس حم حب عن أبي سعيد صحيح

হাদিস- ১৫৭

عن عامر بن شقيق عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل قال : رأيت عثمان بن عفان يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ويمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ومسح برأسه وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا وغسل أنامله وخلل لحيته وغسل وجهه. وقال: رأيت رسول الله يفعل كالذي رأيتموني فعلت

"আমির বিন শাকিক, শাকিক ইব্‌ন সালামা আবু ওয়ায়িল থেকে থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি উসমানকে (রাদি.) প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার করে ধুয়ে উযু করতে দেখেছি। তিনি মাথার কিছু অংশ মাসেহ করেছেন এবং দুই কানের ভিতরে ও বাইরে মাসেহ করেছেন। দুই পা তিন তিন বার করে ধৌত করেছেন। আঙ্গুলের মাথা ধৌত করেছেন ও দাড়ি খিলাল করেছেন। চেহারাও ধৌত করেছেন। উসমান (রাদি.) বলেন, তোমরা যেভাবে আমাকে উযু করতে দেখেছো, আমিও ঠিক সেভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (التعليق على صحيح ابن خزيمة: (১: ৮৬) হাদিসটির সনদ ضعيف।

(راجع الحديث (১৫১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি এখানে ضعيف বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ অন্যত্র হাদিসটি صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (১: ৭২) صحيح – صحيح أبي داود (৯৮) تخريج المختارة (৩২৫-৩২৮)

হাদিস- ১৫৮

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسل -: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم

"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পোশাক পরিধান ও উযু করার সময় তোমরা ডান পাশ থেকে শুরু করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (التعليق على صحيح ابن خزيمة (১: ৯১) হাদিসটি صحيح । আলি বিন আমর ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। فيراجع له تاريخ ابن عساكر

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি বিভিন্ন জায়গায় হাদিসটি صحيح হবার বিষয়ে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (১: ৬৯) رقم (৩২৩-৪০২) صحيح المشكاة (৪০১)

হাদিস- ১৫৯

عن أم سلمة أنها قالت أو قيل لها : كيف تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: إن كنا لنطمث في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم، وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها.

التعليق: على صحيح ابن خزيمة (১: ১৪১)

"উম্মু সালামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অথবা তাকে প্রশ্ন করা হলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আপনারা ঋতুবতী হবার পর পরিধেয় কাপড় কিভাবে পবিত্র করতেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের কাপড়ে স্রাবের রক্ত লেগে গেলে রক্তমিশ্রিত কাপড়ের ঐ অংশটিই ধৌত করতাম। এখন তোমাদের সেবকেরা তা পবিত্র করার জন্য একটা দিন ব্যয় করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف। মিনহাল নামক রাভিকে হাফিজ ইবনু হাজার ضعيف বলে অভিযুক্ত করেছেন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আয়িশা (রাদি.) ও অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত হাদিসটি صحيح। সুতরাং এ হাদিসও সহিহ। তিনি বিভিন্ন জায়গায় হাদিসটি صحيح বলে ইঙ্গিত করেছেন।
منها قوله في الإرواء (١: ١٩٭) رقم (١٨٢) لما ذكر حديث عائشة قال : صحيح إلخ. وكذلك في صحيح ابن ماجة (١: ١٥٣) رقم (٥١٣-٦٣٠) قال: صحيح. الصحيح (٣٨٥) : خ وكذلك السلسة الصحيحة (٢٩٩، ٣٥٥) وصحيح أبي داود وغيرها. والله أعلم.

হাদিস- ১৬০

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات - صلى الله عليه وسلم - ثم لم يعد إلى أن يسفر.

"আবু মাসউদ আনসারি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করেন। তিনি দ্বিতীয় বার ফজরের নামায আদায় করেন আলো ফর্সা হবার পর। এর পর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ফজরের নামায অন্ধকারে আদায় করেন। তিনি আলো ফর্সা হবার পর দ্বিতীয় বার কখনো ফজরের নামায আদায় করেননি"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১: ১৮১ التعليق على صحيح ابن خزيمة) এ হাদিসের সনদে উসামা ইবনু যায়দ আল লাইসি ضعيف।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।
(الإرواء (১: ২৭০) رقم (২৪৯)
فقال: أخرجه أبو داود (৩৯৪) ، والدارقطني (৯৩) ، والحاكم (১/১৯২) والبيهقي (১ج৩৬৩، 314،
ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটি صحيح। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ইমাম খাত্তাবিও এটি সহিহ বলেছেন। ইমাম নববি বলেছন حسن ।
ইমাম নববি'র কথাই সহিহ। (৪১৭১) كما بينته في صحيح أبي داود .

হাদিস- ১৬১

وعن أبي رزين العقيلي قال : قلت: يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه قال : أما مررت بواد قومك جدبًا ثم مررت به يهتز خضرًاقلت : نعم. قال: فتلك آية الله في خلقه كذلك يحيي الله الموتى
رواهما رزين
"আবু রাযিন আল উকাইলি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টিজগতকে পুনর্জীবন দান করবেন? বিশ্বজগতে এর প্রমাণ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি কখনো এমন কোনো উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করোনি, যা এক সময় শুষ্ক ছিল। দ্বিতীয়বার তুমি গিয়ে দেখেছো এটি সবুজ-শ্যামল রূপ ধারণ করেছে। আমি বললাম। হ্যাঁ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, সৃষ্টিজগতে এটিই আল্লাহর নিদর্শন। এভাবেই আল্লাহ তা'য়ালা মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান করবেন"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৩১৫৫ رقم (৩: ৫৫) تخريج المشكاة) হাদিসটির সনদে একজন ضعيف রাভি আছেন। অনেকে এটিকে حسن বলেছেন

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি حسن হবার বিষয়ে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন।
صحيح الجامع (১: ৪২০) رقم (১৩৪৬-৫৭৩)

হাদিস- ১৬২

عن أم كرز قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول : اقروا الطير على مكانتها قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا

رواه أبو داود، والترمذي والنسائي من قوله يقول: عن الغلام ... إلى آخره. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

"উম্মু কুর্য থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। পাখিকে ভালো-মন্দের মানদণ্ড স্থির করো না। এগুলোকে তাদের নীড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দাও। তিনি আরো বলেন, আমি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। ছেলে সন্তানের পক্ষে দুটি ছাগি এবং কণ্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগি আকিকা করো। ছাগল নর-মাদি যাই হোক কোনো অসুবিধা নেই"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৫২৪১ (برقم (৩) تخريج المشكاة) হাদিসটির সনদে একজন مجهول রাভি আছে। অনেকে এটিকে حسن বলেছেন । তবে হাদিসের দ্বিতীয় অংশটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা এটি শক্তি সঞ্চয় করে। ইমাম নাসায়ি বর্ণিত হাদিসটি صحيح ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটির প্রথম অংশ ضعيف বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্যত্র হাদিসটিকে صحيح বলেছেন।

فقال في صحيح الجامع (১: ৩৮০) رقم (১১৮৮) صحيح الإرواء (১১৬৬)

হাদিস- ১৬৩

وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي

"আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বরে আরোহণ করতেন, আমরা মুখোমুখি হয়ে বসতাম"।

ইমাম তিরমিযি বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল ফজল থেকে হাদিসটি বর্ণিত। তিনি একজন ضعيف রাভি। তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। (ذاهب الحديث)

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৪৪৩ :১) تخريج المشكاة) তার বিরুদ্ধে জাল হাদিস বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইমাম ইবনু মুঈনসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে অভিযুক্ত করেছেন। তবে হাদিস এর মর্মার্থ صحيح । (৩৩৩ ،৩৩২) فتح الباري)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি صحيح বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
صحيح الجامع (৪: ২২৭) برقم ৪৬৩৮) . والله أعلم

হাদিস- ১৬৪

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى
رواه أحمد وأبو داود.

“আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম سبح اسم ربك الأعلى তেলাওয়াত করার পর سبحان ربي الأعلى বলতেন”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (২৭১/১) تخريج المشكاة) ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করে ইবনু আব্বাস পর্যন্ত এটি موقوفً বলে অভিযুক্ত করেন। موقوفً ও مرفوعً উভয় বর্ণনায় আবু ইসহাক আল সাবি‘ই নামক একজন রাভি রয়েছেন। তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। (اختلاط) ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটি বুখারি-মুসলিম এর শর্ত-সাপেক্ষে صحيح । ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

হাদিস- ১৬৫

لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغيل يدركك الفارس فيدعثره

أبو داود (৩৮৮১)

“তোমরা সন্তানদের গুপ্তভাবে হত্যা করো ন। কেননা দুগ্ধদানকারী নারীর সঙ্গে সহবাসের মাধ্যমে দুর্বল সন্তান জন্ম নেয়। সে ঘোড়ার উপর আরোহন করলে তাতে স্থির থাকতে পারে না”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (২৪২) رقم (ص ১৫২) غاية المرام) হাদিসটির সনদ ضعيف ।
ইমাম আহমদ (৪৫৮ ،৪৫৭ ،৪৫৩/৬) أحمد) নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।
من طريق المهاجر مولى أسماء بنت يزيد الأنصارية لما سمعت أسماء بنت يزيد تقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكره
নাসিরুদ্দিন আলবানি আরো বলেন, মুহাজির নামক রাভি’র কারণে এটিও ضعيف। তিনি একজন অজ্ঞাত (مجهول الحال) রাভি। ইবনু আবি হাতিম (৪/১/২৫৯/২৬০) মুহাজির এর জীবনী আলোচনা করার সময় তার দোষ-ক্রটি কিছুই বর্ণনা করেননি। ইবনু হিব্বান চিরাচরিত নিয়মানুসারে তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, অন্য রাভি’র বর্ণনার সঙ্গে বর্ণনার মিল থাকলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় দুর্বল হিসেবে গণ্য হবে। আমি এ হাদিসে তার কোনো متابعة পাইনি। সুতরাং হাদিসটি ضعيف।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি বিভিন্ন জায়গায় হাদিসটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الجامع (১৬৭/৬) رقم (৩০৫০-৭২৬৮) حسن تخريج المشكاة (৩১৯৬)

হাদিস- ১৬৬

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وأما العباس فهي علي ومثلها

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৩৫০ ،৩৪৯ :৩) الإرواء) হাদিসটি উপরোল্লিখিত শব্দে شاذ। এটি আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের অংশবিশেষ।
رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل إلخ.
পূর্ণ হাদিসটির অনুবাদ হলো-
“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমারকে (রাদি.) যাকাত আদায়ের লক্ষে প্রেরণ করলেন। তার নিকট এ অভিযোগ পৌঁছলো যে, ইবনু জামিল, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ও আব্বাস (রাদি.) যাকাত আদায়ে উমারকে (রাদি.) বাধা প্রদান করছেন। আব্বাস (রাদি.) সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, আব্বাস এর দায়িত্বে যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, তা আদায় করার দায়িত্ব আমার এবং তাকে এর সমপরিমান সদকা অতিরিক্ত দেওয়া হোক"।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি নিম্নবর্ণিত কিতাবসমূহে হাদিসটি صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত প্রকাশ করেছেন।

صحيح الجامع (৫: ১৯৪) رقم (৫৬৯৮-২৩৮৬) وقال: صحيح. الإرواء (৮৫০) قلت: الذي في الإرواء برقم (৮৫৮) . والله أعلم.

হাদিস- ১৬৭

عن سمرة بن جندب مرفوعًا: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

أخرجه أبو داود (২৭৮৭)

"সামুরা ইবনু জুনদুব (রাদি.) থেকে مرفوعًا বর্ণিত, যে ব্যক্তি মুশরিকের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করবে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সে তাদের মতো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف। (الإرواء (৫: ৩২)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি নিম্নবর্ণিত কিতাবসমূহে হাদিসটি حسن বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। حسن الأحاديث الصحيحة (২৩৩০) (صحيح الجامع (৫: ৩৭৮، ৩৭৯) رقم (৬০৬২)

হাদিস- ১৬৮

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: «ما هذا يا عمر» قال: ماء تتوضأ به. قال: «ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة»

رواه أبو داود وابن ماجة.

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন প্রশ্রাব ফরমান। উমার (রাদি.) তার পেছনে এক পাত্র পানি নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, হে উমার ! এটা কি? উমার (রাদি.) উত্তর দিলেন, উযুর পানি। তিনি বললেন, আমাকে প্রত্যেক বার প্রস্রাব করার পর উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। যদি আমি অযু করি, এটি সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, নিম্নবর্ণিত সনদে হাদিসটি ضعيف । (تخريج المشكاة (১: ১১৮)

عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة به

হাফিজ ইবনু হাজার তাকে ضعيف বলে অভিযুক্ত করেছেন।

আইয়ুব আল সাখতিয়ানি ভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং হাফিজ ইবনু হাজার এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন।

فقال: عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة

رواه أبو داود رقم (১) (৩৭৬)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নিজ হাজত পূর্ণ করে বের হন, তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের উযুর পানি আনা দরকার।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে শুধুমাত্র নামায আদায়ের সময়ই অযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে”।

হাদিসটির সনদ ইমাম বুখারি’র শর্তসাপেক্ষে মজবুত।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। তিনি (৭০) ابن ماجة رقم ضعيف কিতাবেও হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الجامع (৫: ১৩৭) رقم (৫৪৩৭) : حسن تخريج المشكاة (৩৬৮) صحيح أبي داود (৩২)

হাদিস- ১৬৯

وعن علي رضي الله عنه قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل

رواه الترمذي.

“আলি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যৌন উত্তেজনার পূর্বে নিঃসৃত তরল শুক্ররস (মযি) সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, উত্তেজনার পূর্বে নিঃসৃত শুক্ররস নির্গত হলে অযু করতে হয়। আর বীর্যপাতের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (১০২ :১) تخريج المشكاة) হাদিসটি صحيح ও حسن । এ হাদিসের সনদে য়াযিদ ইবনু আবি য়াযিদ নামক রাভি দুর্বল স্মরণশক্তিসম্পন্ন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলি (রাদি.) এর প্রশ্ন করা বিষয়ক হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। মূলত আলি (রাদি.) মিকদাদ বিন আসওয়াদকে (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ প্রশ্নটি করতে বলেছিলেন। (৩০২) كما تقدم في الحديث)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الجامع (৫: ২১৬) رقم (৫৭৮৬) (صحيح تخريج المشكاة (৩১১)

হাদিস- ১৭০

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وأن بني إسرائيل تفرقت ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: من هي يا رسول الله، قال: ما أنا عليه وأصحابي

رواه الترمذي.

“আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সামনে এমন একটি সময় আসবে, যা হবে হুবহু বনি ইসরাইলের মতো। যদি বনি ইসরাইলের কেউ স্বীয় মাতার সঙ্গে প্রকাশ্যে অপকর্মে লিপ্ত হয়, আমার উম্মাতেরও একজন অনুরূপ কাজ করবে। বনি ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল। আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে দল কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম এর অনুসৃত নীতি-আদর্শের উপর যারা অবিচল থাকবে তারা”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি'র উক্তি 'হাদিসটি غريب' উল্লেখ করার পর বলেন, এ সনদে আবদুর রহমান বিন যিয়াদ আল ইফরিকি এর কারণে হাদিসটি ضعيف। (تخريج المشكاة: (১: ৬১)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।
صحيح الجامع (৫: ৮০) فقال (ت - عن ابن عمرو، حسن تخريج المشكاة (১৭১) طحا (২২৭)

হাদিস- ১৭১

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم ... فذكر الحديث إلى أن قال : فقلت له: كيف أفعل عند ذاك؟ قال : الزم بيتك، وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة
"আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন মানুষকে এমন অবস্থায় দেখতে পাবে যে, তারা অঙ্গীকার পালনে অবহেলা করছে, আমানত গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে...। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, তখন আমি কী করবো? তিনি উত্তর দিলেন, নিজের গৃহে আবদ্ধ থাকবে। জিহ্বা সংযত রাখবে। সৎকর্মে আমল করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে। ব্যক্তিগত বিধি-বিধান পালনে মনোযোগী হবে। সাধারণ মানুষের বিষয় পরিত্যাগ করবে"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসের প্রথম অংশ সহিহ বলে অভিহিত করার পর বলেন, 'নিজের গৃহে আবদ্ধ থাকবে। জিহ্বা সংযত রাখবে' এ অংশটি شاذ। (السلسلة الصحيحة المجلد الأول رقم (২০৫)
এ অংশটি শুধুমাত্র হিলাল ইবনু খাব্বাবই রেওয়ায়াত করেন। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের আপত্তি রয়েছে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য রাভিদের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। হাদিসের বর্ধিত অংশটি আবু সা'লাবা আল খুশানি (রাদি.) এর রেওয়ায়াতেও পাওয়া যায়। এ সনদটিও সহিহ নয়।
كما بينته في المائة التي بعد الألف من الأحاديث الضعيفة
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এটি صحيح হাদিস। আবু সা'লাবা আল খুশানি (রাদি.) এর হাদিসকে ضعيف বলাও বাস্তবতার বিপরীত। হাদিসটি পূর্বে উল্লেখ করার কারণে এখানে পুনঃ আলোচনা করা সমীচীন নয়। উপর্যুক্ত হাদিসটি এটির شاهد হিসেবে গণ্য।
كما تقدمت الإشارة إليه في (جـ ১) الحديث الرابع والثمانون
উকবা ইবনু আমির (রাদি.) থেকে বর্ণিত বর্ধিত অংশসম্বলিত হাদিসটি আলবানি صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
كما في السلسة الصحيحة المجلد الثاني ص ৫৮১ رقم ৮৯০
তিনি এ অংশটি ضعيف বলে অভিমত প্রকাশ করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটির পুরো অংশটিই صحيح বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
صحيح الجامع ১: ২১৪ رقم ৫৭৭

হাদিস- ১৭২

ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة

أخرجه ابن ماجة (৪৮৬/১)

“কোনো মুমিন ব্যক্তি বিপদাপদে অপর ভাইকে সমবেদনা জানালে, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । ইমাম ইবনু মাজা নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

عن قيس أبي عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده مرفوعًا

কাইস নামক রাভি'র কারণে হাদিসটি ضعيف। ইমাম বুখারি বলেন, তার ব্যাপারে আপত্তি আছে। ইমাম উকাইলি তাকে দুর্বল রাভিদের (الضعفاء দুর্বল রাভিদের নামাঙ্কিত একটি কিতাব) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এ রাভি'র দুটি হাদিস বর্ণনা করে বলেন, এ দু'টি হাদিসের সঙ্গে কোনো রাভি متابعت করেননি। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাভিদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। ইমাম বুখারি যার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তাকে নির্ভরযোগ্য বলার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এ কারণে ইমাম ইবনু হাজার বলেন, তার মধ্যে দুর্বলতা আছে। (فيه لين) এতদসত্ত্বেও তিনি (২৫২/৫) التلخيص এ তার বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে নীরবতা পালন করেছেন। ইমাম সিয়ূতি তার অনুকরণ করেন। এর চেয়েও বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম নববি এ সনদকে حسن বলেছেন এবং ইমাম মানাভি তাতে স্বীকৃতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে অবগতি লাভ করার কারণে সম্ভবত ইমাম নববি সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক তার হাদিস (الرياض) রেওয়ায়াত করেননি।

السلسلة الضعيفة المجلد الثاني (ص ৭৭، ৭৮) ، رقم (৬১০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, কাইস এর হাদিস حسن সাব্যস্ত করার কারণে আলবানি উপর্যুক্ত ইমামগণের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছেন। অথচ বিভিন্ন কিতাবে তার হাদিস حسن সাব্যস্ত করে তিনি নিজেই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (২৬৭/১) رقم (১৩০১-১৬০১) (حسن) الإرواء ৭৬৪ وكذا أشار إلى حسنه في أحكام الجنائز (ص ১৬৩)

হাদিস- ১৭৩

وعن حذيفة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر صلى

رواه أبو داود.

“হোযাইফা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলে নামায আদায় করতেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف ।

قال في تخريج المشكاة (৪১৬/১) وكذا أحمد (৩৮৮/৫)

এ সনদে নিম্নের রাভি দুইজন مجهول ।

محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز أخي حذيفة

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি কখনো صحيح কখনো حسن সাব্যস্ত করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন।

فقال في صحيح الجامع (২১৫/4) رقم ৪৫৭৯: حسن تخريج المشكا ة (১৩২৫) ، صحيح أبو داود (১১৯২)

হাদিস- ১৭৪

من آوى إلى فراشه طاهرًا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه

عن أبي أمامة تخريج الترغيب (২০৭/১)

"যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় শয্যা গ্রহণ করে এবং নিদ্রা আসা পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌র করে, রাতের পুরো সময়ে সে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণের যে দোয়া করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তা দান করবেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি ضعيف।

انتهى من ضعيف الجامع (১৮০/৫) رقم (৫৫০৫-৮৯৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। ইমাম তিরমিযি এটিকে حسن বলেছেন। এ সনদে শাহর ইবনু হাওশাব নামক রাভি'র বর্ণিত হাদিসকে অনেকেই حسن বলেছেন। তদুপরি এ হাদিসের অনেক شواهد রয়েছে।

منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه ، رواه أحمد وأبو داود

তিনি হাদিসটি কখনো صحيح কখনো حسن সাব্যস্ত করে স্ববিরোধী উক্তি করেছেন।

قال في تخريج المشكاة (৩৮২/১) : إسناده صحيح. وقال في صحيح الترغيب (২৪৫/১) رقم (৫৯৭) صحيح

হাদিস- ১৭৫

موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر

عن عائشة

"আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্য শান্তির কারণ ও পাপাচারীর জন্য আফসোসের পাকড়াও"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف।

تخريج المشكاة. انتهى من ضعيف الجامع (২৬০/৫) رقم (৫৯০৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা এ হাদিসের একাধিক شاهد রয়েছে।

من حديث عبيد الله بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: موت الفجأة أخذة الأسف. رواه أحمد وأبو داود

ইমাম আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসটির সনদ صحيح ।

كما قاله المؤلف في تخريج المشكاة (৫০৭/১)

ইমাম বাইহাকি বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

وروى البيهقي (৩৭৯/৩) ، أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار أن أبو داود المباركي ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زبيد عن أبي الأحوص عن عبد الله وعائشة رضي الله عنهما قالا: أسف على الفاجر وراحة للمؤمن يعني الفجاءة

ভিন্ন সনদেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن زبيد عن مرة عن عبد الله من قوله . ورواه الحجاج عن زبيد عن مرة عن عبد الله مرفوعًا.

আবদুল্লাহ ও আয়িশা (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটির সনদ حسن । সুতরাং مرفوع.হাদিসের জন্য এটি شاهد হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এ ধরণের হাদিস বর্ণনা করা যায় না। এ সকল রেওয়ায়াত পরস্পর মিলিত হলে হাদিসটি শক্তি সঞ্চয় করে।

হাদিস- ১৭৬

ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتغدرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير

عن ابن عمرو

“হিজরতের পর হিজরত চলতে থাকবে। তখন পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে যারা ইবরাহিম (আ.) এর হিজরতের স্থান (শাম) আঁকড়ে ধরবে। সমগ্র পৃথিবীতে তখন নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা অবশিষ্ট থাকবে। পৃথিবী তাদেরকে সেখানে আবদ্ধ রাখবে। তারা আল্লাহর নিকট হবে খুবই ঘৃণিত। বানর-শুকরের সাথে তারা জাহান্নামে একত্রিত হবে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (الأحاديث الضعيفة ৩৬৯৭)

ضعيف الجامع (২১৮/৩) رقم (৩২৫৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। বরং এটি صحيح হাদিস। ইমাম হাকিম এর সনদটি প্রণিধানযোগ্য।

قال الحاكم (৫১০/8) أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح ثنا موسى بن علي سمعت أبي يقول حدثني عبد الله بن عمرو فذكره

ইমাম হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, বুখারি-মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে হাদিসটি صحيح। তবে তারা হাদিস দু’টি সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ এর হাদিস ইমাম মুসলিম রেওয়ায়াত না করলেও হাদিসটি ভিন্ন সনদে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

كما رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه باب ما جاء في سكنى الشام بإسناد صحيح عن شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم فذكره

এ সনদে শাহর ব্যতীত সকল রাভি সহিহ হাদিসের রাভি। শাহর এর হাদিস অনেকের নিকট حسن হিসেবে গণ্য।

ইমাম বাইহাকি’র রেওয়ায়াতটি প্রণিধানযোগ্য।

وروى الحافظ البيهقي بإسناده إلى الأوزاعي عن نافع . وقال أبو النضر عمن حدثه عن نافع عن ابن عمر فذكره

ইমাম ইবনু কাসিরও (8১০/৩) كما أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره) এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং এ সকল রেওয়ায়াত একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়।

হাদিস- ১৭৭

وعن أبي سعيد أن رجلاً من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل لك أحد باليمن. قال: أبواي. قال: أذنا لك. قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما

أبو داود (ص ২২৬)

“আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, ইয়েমেনের একজন ব্যক্তি হিজরত করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, ইয়েমেনে তোমার কে আছে? লোকটি উত্তর দিল, আমার মা-বাবা। তিনি বললেন, তারা কি তোমাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছে ? লোকটি বলল, না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তাদের নিকট গিয়ে অনুমতি নাও। তারা অনুমতি দিলে জিহাদ করো, নতুবা তাদের সেবা করো”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف।
أخرجه أبو داود ২৫৩০ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري

দার্‌রাজ নামক রাভি'র কারণে হাদিসটি ضعيف । ইমাম যাহাবি তাকে দুর্বল রাভিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেন, ইমাম আবু হাতিম তাকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন,
أحاديثه مناكير، غاية المرام (ص ১৭২) رقم (২৮২)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।
فقال في الإرواء (২১/৫) لما ذكر من رواه
ইমাম হাকিম হাদিসটির সনদ صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে ইমাম যাহাবি এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, হাদিসটির রাভি খুবই দুর্বল। (دراج واه) তার কথাটি ঠিক। তবে হাদিসের সামগ্রিক সনদ বিবেচনা করলে এটি صحيح বলে প্রমাণিত হয়। আলবানি নিজেও এটিকে صحيح বলেছেন।
وقال في صحيح الجامع: (৩০৭/১) رقم (৯০৫-৪২৩) صحيح ،الإرواء ১১৯৯.)

হাদিস- ১৭৮

قال علي بن أبي طالب: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى
رواه أبو عبيدٍ في الغريب
"আলি ইবনু আবি তালিব (রাদি.) বলেন, মহিলাগণ প্রাপ্তবয়সে উপণীত হলে মায়ের চেয়ে আসাবা (ভাই,চাচা ইত্যাদি মাহরাম নিকটাত্মীয় জীবিত থাকলে) উত্তম"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই।
إرواء الغليل (২৫১/৬، ২৫২) رقم (১৮৪৭)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ইমাম বাইহাকি রেওয়ায়াত করেন।
البيهقي في السنن الكبرى (১২১/৭)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة عن سفيان بن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد
ইমাম বাইহাকি বলেন,
وجدت في كتاب أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير.

হাদিস- ১৭৯

النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : ذكر لي قال يقول: إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم.
قال في التعليق على صحيح ابن خزيمة (৯৫/8)
"নাদার...উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) বলেন, আমাকে জনৈক বক্তা সম্পর্কে বলা হলো, তিনি বলেন, নেক আমলসমূহ একটি আরেকটির উপর অহংকার করে। সদকা বলে, আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ সনদে আবু ফরওয়া ও নাদার অজ্ঞাত হবার কারণে হাদিসটি ضعيف । তদুপরি এটি موقوف হাদিস।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الترغيب (৩৬৯/১) رقم (৮৭১)

হাদিসটি ইমাম ইবনু খুযাইমা বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম হাদিসটি বর্ননা করার পর বলেন, এটি বুখারি-মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে একটি صحيح হাদিস ।

হাদিস- ১৮০

قل اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر نفسي
عن عمران بن حصين

"বলো, আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং প্রবৃত্তির অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (২৪৭৬) (تخريج المشكاة

انتهى من ضعيف الجامع (১২২/৪) رقم (৪১০২-৭১০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এটি حسن ও غريب হাদিস।

ইমাম তিরমিযি হাদিসটি ইমরান বিন হুসাইন (রাদি.) থেকে ভিন্ন সনদেও বর্ণনা করেন।

تحفة الأحوذي (৪৫৫/৯)

ইমাম ইবনু খুযাইমা নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। (১২১-১২০ كتاب التوحيد ص)

فقال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال ثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال حدثني أبي عن أبيه عن جده فذكره.

ইমাম আহমদও হাদিসটি বর্ণনা করেন, (888/8) الإمام أحمد في مسنده)

فقال: ثنا حسين ثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن عمران بن حصين أو غيره فذكر الحديث إلا أنه قال : قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري الحديث

এই সনদে হাদিসটি صحيح।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, পূর্বোল্লিখিত বাক্যে হাদিসটি صحيح। (الوابل الصيب)

হাদিস- ১৮১

وعن أسامة بن زيد قال : طرقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت : ما هذا الذي أنت مشتمل عليه فكشفه فإذا الحسن والحسين على وركيه . فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما
رواه الترمذي

"উসামা ইবনু যাইদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজস্ব প্রয়োজনে এক রাত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে কড়াঘাত করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, তিনি এমন কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন, যা ছিলো আমার অজানা। আমার প্রয়োজন শেষ করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কী কাজে ব্যস্ত ছিলেন ? তিনি পর্দা তোললেন। অমনি দেখতে পেলাম, হাসান ও হুসাইন (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে বসে আছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুই জন আমার এবং আমার কন্যার সন্তান। হে

আল্লাহ! আমি এই দুই জনকে ভালোবাসি। আপনিও তাদের ভালোবাসুন। যারা তাদেরকে ভালোবাসবে তাদেরকেও আপনি ভালোবাসুন”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি দুর্বল (إسناده لين) । (تخريج المشكاة (৩৬০/৩)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الجامع (৭৫/৬) رقم (২৮১২-৬৮৮০)

হাদিস- ১৮২

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا إلا ومعها ذو محرم

“আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এমন নারীর জন্য কোনো মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী ভ্রমন করা বৈধ নয়”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (الإرواء (১৭/৩) হাদিসটির রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে বাক্যটি شاذ । হাফিজ ইবনু হাজার এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদিসটি محفوظ নয়। (الفتح (৪৬৭/২) সম্ভবত জারির ইবনু আবদুল হামিদ থেকে ভুলটি সংঘটিত হয়েছে। হাফিজ ইবনু হাজার (التقريب) তার জীবনীতে বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ লেখক। (ثقة صحيح الكتاب) অনেকে বলেন, শেষ জীবনে তার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। হাদিসটি তার শেষ জীবনে বর্ণিত হবার কারণে ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি’র কথাটি ঠিক নয়। ইমাম ইবনু খুযাইমা’র (৪/১৩৫) বর্ণনায় খালিদ আল ওয়াসিতি তার হাদিসের متابعت করেছেন।

হাদিস- ১৮৩

لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت
عن علي

“তোমার উরু প্রকাশ করো না। জীবিত কিংবা মৃত কারো উরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি খুবই ضعيف । (الإرواء ২৬৯ تخريج المختارة (৪৯২১ , ৪৯৩)
ضعيف الجامع (৬০/৬) رقم (৬২০০)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

قد صححه في صحيح الجامع (১৮০/৬) رقم (৩০৮৮-৭৩১৭) عن علي
صحيح الإرواء (২৬৯)

হাদিস- ১৮৪

عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبي ذر قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة أودع

“মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান...আবু যর গিফারি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমি সর্ব বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। এমন কি নামাযে পাথর সমান করার

বিষয়েও জানতে চাইলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, একবার করতে পারো অথবা তাও বর্জন করো।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (التعليق على صحيح ابن خزيمة (২ ص ৬০)
মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আবি লাইলা সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে খুবই দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (الإرواء (২: ৯৮، ৯৯)
ইমাম আবু দাউদ আল তায়ালিসি ভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন,
فقال الطيالسي (৪৭৫) حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر به دون قوله أودع .
وقال: وقال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلي عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
এ হাদিসটি উপর্যুক্ত হাদিসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অতএব হাদিসটি উল্লিখিত বাক্যে নির্দ্বিধায় صحيح।

হাদিস- ১৮৫

عن وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد ضم أصابعه.
"ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করার সময় আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখতেন"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হুশাইম এর عنعنة পদ্ধতির রেওয়ায়াত না হলে হাদিসটি صحيح।
التعليق على صحيح ابن خزيمة (১: ৩২৪)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি অন্য জায়গায় এটি صحيح বলে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন।
فقال في صحيح الجامع (4: ২২১ رقم ৪৬০৯) (عن وائل بن حجر صحيح (صفة الصلاة) أبو داود

হাদিস- ১৮৬

ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا،
"ইবনু আবি লাইলা...হুজাইফা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করার সময় তিন বার سبحان ربي العظيم বলতেন"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।(قال في التعليق على صحيح ابن خزيمة (১: ৩০৫، ৩৩৪)
মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আবি লাইলা দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাভি। এই বাক্যে আমি হাদিসটি পাইনি।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাফিজ ইবনু হাজার তার অনেক রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং حسن বলেছেন। (التلخيص (جـ ১- ২৪২-২৪৩) আলবানি নিজেও তার একটি হাদিস صحيح বলেছেন।
كان إذا ركع قال: «سبحان ربي العظيم» ويحمده ثلاثا وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ويحمده ثلاثا.
عن عقبة بن عامر ، صحيح صفة الصلاة

হাদিস- ১৮৭

عن سليمان بن موسى عن محمد بن أبي سفيان قال : لما نزل به الموت أصابته شدة قال : أخبرتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حافظ على أربع كعات وقال ابن معمر: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار

قال في التعليق على صحيح ابن خزيمة (৩: ২০৫)

“সুলাইমান ইবনু মূসা, মুহাম্মদ বিন আবি সুফ্য়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তখন তিনি বলেন, আমার বোন উম্মু হাবিবা বিনতে আবি সুফ্য়ান আমাকে বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চার রাকাত নামায যত্ন সহকারে আদায় করবে, ইবনু মা‘মার বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত নামায যত্ন সহকারে আদায় করবে, আল্লাহ তা‘য়ালা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। মুহাম্মদ বিন আবি সুফ্য়ান অজ্ঞাত রাভি।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الجامع (৫: ৩১৭ رقم ২৪০-৬৬২৪) . صحيح.

تخريج الترغيب (২০২/১) ، ابن خزيمة.

হাদিস- ১৮৮

قال وفي المستدرك (ج ৩ ص ১৫) وغيره في قصة ابن أبي سرح لما جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا ثم بايعه ثم أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومات بعينك . فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

“তিনি বলেন, মুসতাদরাক ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে আবু সার্হ এর ঘটনা বর্ণিত আছ যে, যখন তাকে বাই‘আত করানোর জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আনা হলো, তিনি স্বীয় মাথা মোবারক উপরের দিকে উত্তোলন করলেন। অতঃপর তাকে বাই‘আত করালেন। পরবর্তীতে সাহাবিদের অভিমুখী হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে একজনও কি এমন বিচক্ষণ লোক নেই ? যখন তাকে বাই‘আত করতে গিয়ে আমি হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম, সে মুহূর্তে তাকে হত্যা করতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনার অন্তরে কী আছে তা তো আমরা জানি না। আপনি কেনো আমাদের প্রতি চোখ দ্বারা ইঙ্গিত করেননি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, চোখের ইশারায় কাজ করা কোনো নবির জন্য শোভা পায় না”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (القائد إلى تصحيح العقائد (ص ৮৩০) বুখারি-মুসলিম এর শর্ত সাপেক্ষে হাদিসটি صحيح বলে ইমাম হাকিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেন। তবে এ সনদে আহমদ ইবনুল মাফজাল নামক রাভি সত্যবাদী হলেও আসবাত ইবনু নাস্র থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তার স্মৃতিশক্তি ছিল বিভ্রাট। তিনি সত্যবাদী হলেও বেশি ভুল করেন। كما في التقريب

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথচ তিনি নিজেই হাদিসটি সংকলন করেন এবং এ হাদিসের সমার্থবোধক (شاهدً) এমন একটি হাদিস উল্লেখ করেন, যা حسن । সুতরাং বর্ণিত شاهدً সহ হাদিসটি صحيح বলেই প্রমাণিত হয়।

(السلسلة الصحيحة المجلد الرابع (ص ৩০০، ৩০১، ৩০২ رقم ১৭২৩)

তিনি নিম্নের কিতাবেও হাদিসটি صحيح হবার বিষয়ে ইঙ্গিত করেন।

صحيح الجامع المجلد الثاني (رقم ২৪২২/২৪০৮) . والله أعلم

হাদিস- ১৮৯

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر

“হে আল্লাহ ! আমি কুফ্‌র ও অভাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।

أخرجه النسائي (৩১৬/৭) ، والحاكم (৫৩২/১)

ইমাম আহমদ (৩৮/৩) أحمد (নিম্নের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন,

من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال

ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটির সনদ صحيح। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

تخريج مشكلة الفقر (رقم ৩ ص ১০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (৩৫৬ :৩) إرواء الغليل)

তিনি আবু বাকরা এর হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন, ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে হাদিসটি صحيح। তিনি পরবর্তীতে আবু বাকরা বর্ণিত আর একটি হাদিস সংকলন করেন এবং আনাস (রাদি.) এর হাদিস شاهد হিসেবে উল্লেখ করেন। (ص ৩৫৭)

হাদিস- ১৯০

وعن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي فيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله

رواه أحمد والترمذي وابن ماجة

“আবু খুযামা তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম। ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা যে সব বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করি, যে সকল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করি এবং আত্মরক্ষার্থে যে সকল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তা দ্বারা কি আল্লাহর কুদরতে কোনো ধরনের রদ-বদল হতে পারে ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলোই আল্লাহর কুদরতের অংশ”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৩৬ :১) تخريج المشكاة (ইমাম তিরমিযি’র (১৭/৩) رواه الترمذي (উক্তি ‘এটি একটি صحيح ও حسن হাদিস’ উল্লেখ করার পর বলেন, ইবনু আবদিল বার আবু খুযামা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তিনি একজন তাবি‘ই। তার হাদিসটি مضطرب ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে এমন মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(فقال في كتاب تخريج مشكلة الفقر (رقم ১১ ص ১৩، ১৪، ১৫)

তিনি এ হাদিসের বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করার পর বলেন, ইবনু আব্বাস বর্ণিত পূর্বের شاهد দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হাদিসটি حسن স্তরের। কেননা হাদিসটি ইবনু খুযামার সনদ ব্যতীত অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। অন্য রাভিদের বর্ণিত হাদিসে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

হাদিস- ১৯১

وعن ابن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك قال: نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر.

"ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রাদি.) বললেন, আপনি আমাদেরকে সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর জিহাদ সম্পর্কে অলোকপাত করুন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) বললেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় তাবুকের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা পিপাসার্ত হয়ে একটি স্থানে অবতরণ করলাম। মনে হয় আমরা এখনই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বো। কোনো লোক পানির খোঁজে বের হয়ে ফিরতে দেরি করলে মনে করতাম, সম্ভবত সে মৃত্যুবরণ করেছে। আমাদের কেউ কেউ উট জবাই করে তার মল-মুত্র বের করে পান করে ফেলতো। অবশিষ্টাংশ নিজের শরীরে মাখতো। এক পর্যায়ে আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে উত্তম দোয়া করার তাওফিক দান করেছেন। আমাদের জন্য দোয়া করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি কি তাই পছন্দ করেন ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো এবং পানিতে মাঠ-ঘাট ভেসে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের সকল পাত্র পানি দ্বারা ভর্তি করে নিলেন। আমরা দেখতে দেখতে সৈন্যদল মাঠ অতিক্রম করে গেলো।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (التعليق على صحيح ابن خزيمة (১: ৫৩) হাদিসটি নিম্নের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছ।

ابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم [في] المستدرك (১/১৫৯)

ইমাম যাহাবি বলেন, হাদিসটি বুখারি-মুসলিমের শর্ত-সাপেক্ষে সহিহ। কিন্তু ইবনু আবি হিলাল হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة কিতাবে আলোচনা করেন এবং এ হাদিসের পক্ষে একটি مرسلً হাদিস شاهدً হিসেবে উল্লেখ করেন। সুতরাং সনদ দুটি একত্র করলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হাদিসটি মজবুত।

হাদিস- ১৯২

ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ... فذكر الحديث.

قال في التعليق على صحيح ابن خزيمة (4: ১৫০)

"রিব'ই ইবনু হারাশ থেকে বর্ণিত,... রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা মহব্বত করেন। দ্বিতীয় তিন প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা অপছন্দ করেন। যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন তারা হলেন, যারা রাতের বেলায় ভ্রমন করে, শরীরে ভারসাম্য রক্ষার্থে এক পর্যায়ে তাদের নিকট নিদ্রার খুব প্রয়োজন হলে, কোনো জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে

ঘুমিয়ে পড়ে। একটু পর তারা আমাকে রাজি-খুশি করার লক্ষে উঠে পড়ে এবং আমার কুরআন তেলাওয়াত করা শুরু করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । যদিও অনেকেই এটিকে صحيح বলেছেন। কেননা রিব'ই ছাড়া যাবয়ান থেকে কেউ হাদিস বর্ণনা করেননি।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে ضعيف বলে মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

عن أبي ذر في صحيح الجامع (৩: ৭৪، ৭৫، رقم ৩০৬৯) صحيح، تخريج المشكاة (১৯২২) المبارك ابن أبي شيبة، ابن نصر، الطحاوي. والله أعلم.

হাদিস- ১৯৩

عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

"জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,সম্পদের যাকাত আদায়ের পর তুমি তার অনিষ্ট দূর করে দিয়েছো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (التعليق على صحيح ابن خزيمة) এ সনদে ইবনু জুরাইজ ও আবুয যুবাইর مدلس। তারা উভয়ে عنعن পদ্ধতিতে হাদিস রেওয়ায়াত করেন।

وهو مخرج عندي في الضعيفة (২২১৮) الجزء الرابع (ص ১৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে حسن বলে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الترغيب (১: ৩১২ رقم ৭৪৩) حسن

ইমাম তাবরানি (الأوسط) এই বাক্যে হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন। ইবনু খুযাইমাও (في صحيحه) হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম হাদিসটি (مختصرًا) রেওয়ায়াত করে বলেন, ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে হাদিসটি صحيح।

হাদিস- ১৯৪

وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي

رواه أحمد.

"আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সু-সংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমাকে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে। যে আমাকে না দেখেও আমার প্রতি ঈমান এনেছে তার জন্য সাত বার সু-সংবাদ"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (تخريج المشكاة (১৭৭১/৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে صحيح বলে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الجامع (جـ ৪ ص ১৩ رقم ৩৮১৯)

عن أبي أمامة عن أنس صحيح. صحيح الأحاديث الصحيحة (১২৪১)

হাদিস- ১৯৫

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني
قال في تخريج فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (رقم ৪৫ ص ৪৬)
"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক প্রেরিত অন্যান্য নবি-রসূলদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করো। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যেমন প্রেরণ করেছেন, তাদেরকেও প্রেরণ করেছেন"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি খুবই (واه جدًا) ضعيف । উমার ইবনু হারুন আল বালাখি متروك।
তার শাইখ মূসা ইবনু উবাইদা তার চেয়েও বেশি ضعيف ।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে মজবুত বলে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।
فقال في صحيح الجامع (৩: ২৪৫ رقم ৩৬৭৫) (الشاشي وابن عساكر) عن وائل ابن حجر.
حسن تخريج فضل الصلاة (৪৫) ابن أبي عمر،عن أبي هريرةعن أنس حسن تخريج فضل الصلاة (৪২)

হাদিস- ১৯৬

عن أبي هريرة قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه
التعليق على صحيح ابن خزيمة (২: ৩৬২) (২: ৪২৪)
"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযের জন্য যে রাস্তা দিয়ে বের হতেন, ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন" ।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে صحيح বলে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।
فقال في صحيح الجامع (৪: ২১৬ رقم ৪৫৮৭) - عن أبي هريرة
صحيح الروض النضير (৩৩৫) ، تخريج المشكاة (১৪৪৭)

হাদিস- ১৯৭

ليس منا من تشبه بغيرنا
"যে ভিন্ন জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এই বাক্যে হাদিসটি ضعيف ।
أخرجه الترمذي والقضاعي في مسند الشهاب (১/৯৮) عن قتيبة بن سعيد حدثنا لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره
তিনি আরো বলেন, ইবনুল মুবারক থেকে হাদিসটি বর্ণিত আছে। তবে এটি مرفوع নয় । -
وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه
موقوف হাদিসটির সনদ مرفوع থেকে বেশি صحيح।
إرواء الغليل (৫: ১১১ رقم ১২৭০)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে حسن বলে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

وقد حسنه في صحيح الجامع (٥:١٥١) عن ابن عمرو حسن الأحاديث الصحيحة

হাদিস- ১৯৮

مؤمل ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطال القيام حتى قيل لا يركع ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع رأسه فأطال القيام حتى قيل لا يسجد ثم سجد فأطال السجود حتى قيل لا يرفع ثم رفع فجلس حتى قيل لا يسجد ثم سجد ثم قام ففعل في الأخرى مثل ذلك ثم أمحصت الشمس.

"মুয়াম্মাল... আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, নামাযে এমন দীর্ঘ কিয়াম করলেন, মনে হলো যেনো তিনি রুকু করবেন না। অতঃপর রুকুতে গেলেন। রুকুতে এত দীর্ঘ সময় কাটালেন, মনে হলো তিনি রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করবেন না। রুকু থেকে উঠে এতো দীর্ঘ কিয়াম করলেন, যেনো আর সাজিদায় যাবেন না। অতঃপর এত দীর্ঘ সাজিদা করলেন, মনে হলো তিনি সাজিদা থেকে মাথা উত্তোলন করবেন না। সাজিদা থেকে উঠে এতো দীর্ঘক্ষণ বসলেন, যেনো দ্বিতীয় সাজিদা করবেন না। অতপর দ্বিতীয় সাজিদা করলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ালেন। এতেও তিনি প্রথম রাকাতের মতো নামাযের রুকনসমূহ দীর্ঘক্ষণ আদায় করলেন। এর পর সূর্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف ।৩২২ :২) التعليق على صحيح ابن خزيمة

মুয়াম্মাল ইবনু ইসমাইল দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন রাভি। كما تقدم غير مرة

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, শো'বা ও হাম্মাদ বিন আবি সালামা এ হাদিসের متابعت করেছেন। (৩০ ،১১২ :৩) كما رواه النسائي) তবে তারা উভয়ে يعلى بن عطاء عن أبيه উল্লেখ করেননি। এজন্য হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, (৯১ :১) التلخيص)

أخرجه أبو داود والنسائي : إسناده صحيح لأنه من رواية شعبة عن عطاء بن السائب وقد سمع منه قبل الاختلاط.

হাদিস- ১৯৯

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم يومًا فقرأ (ص) فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه وقرأ بها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال : إنما هي توبة نبي ولكني أراكم قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا

"আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দিলেন, খুতবা প্রদানকালে তিনি সূরা ص তেলাওয়াত করেন । সাজিদার আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করার পর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে সাজিদা আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে সাজিদা আদায় করলাম। তিনি সূরাটি দ্বিতীয়বার তেলাওয়াত করেন। সাজিদার আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াতের পর আমরা সাজিদা আদায়ের প্রস্তুতি নিলাম। আমাদের প্রস্তুতি দেখে তিনি বললেন, এটা ছিলো নবি'র জন্য তাওবাস্বরূপ। আমি দেখতে পেলাম, তোমরা সাজিদার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো। তিনি অবতরণ করে সাজিদা আদায় করলেন। আমরাও সাজিদা আদায় করলাম"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । (৩৫৪ :২) التعليق على صحيح ابن خزيمة)

এ হাদিসের সনদে ইবনু আবি হিলাল নামক রাভি রেওয়ায়াতের বিশৃঙ্খলার কারণে ইবনু আবি ফরওয়া নামক রাভিকে আয়াজ ও তার মাঝখান থেকে বাদ দিয়ে ফেলেছেন। كما رواه ابن وهب كما ذكر المصنف
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে صحيح বলে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في صحيح الجامع : عن أبي سعيد صحيح. صحيح أبي داود (১২১৭) الدارمي الطحاوي، ابن خزيمة، انتهى (৩২: ২৯৩ رقم ১০৫৮/২৩৪৭)

হাদিস- ২০০

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس - وقال ابن عبد الحكم - حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلي العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس - قال يونس: قال صلوات، وقال ابن عبد الحكم: ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلي الصبح

"আবু হোরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমার জন্য কি এমন কোন সময় আছে ? যখন নামায আদায় করা নিষেধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। ফজরের নামায আদায় করার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। ইবনু আবদিল হাকাম বলেন, সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত। এ সময়ে সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝখানে উদিত হয়। এরপর দ্বি-প্রহর পর্যন্ত নামায আদায় করার অনুমোদিত ও গ্রহণযোগ্য সময়। সূর্য স্থির হবার পর থেকে তা হেলে পড়া পর্যন্ত নামায আদায় থেকে বিরত থাকবে। এ সময়ে জাহান্নাম উত্তপ্ত হয়। গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ বিচ্ছুরণের অংশ। সূর্য ঢলে পড়ার পর নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন নামায কবুল হয়। এ সময় আসরের নামায পর্যন্ত বাকি থাকে। আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। قال يونس: قال صلوات। ইবনু আবদিল হাকাম বলেন, এর পর ফজরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত নামায আদায় করার অনুমোদিত ও গ্রহণযোগ্য সময়।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (২৫৭ :২) (التعليق على صحيح ابن خزيمة) হাদিসটির সনদ ضعيف । রাভি আয়ায এর ব্যাপারে হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি একজন দুর্বল রাভি। قال الحافظ: لين .

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্য জায়গায় এটিকে মজবুত বলে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তিনি নিম্নের কিতাবে ভিন্ন সনদে হাদিসটি রেওয়ায়াত করে বলেন, দু'টি রেওয়ায়াত মিলে হাদিসটি صحيح বলে গণ্য হয়।

فقال في السلسة الصحيحة المجلد الثالث ص ৩৫৯ لما ساقه من وجه آخر ثم ساق هذه الرواية قال : والحديث بمجموع الطريقين صحيح

হাদিস- ২০১

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز
. رواه ابن ماجة

"ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাই করার ছুরি তীক্ষ্ম করার আদেশ দিয়েছেন এবং জবাই করা হবে এমন জন্তুকে অন্য জন্তু থেকে আড়ালে জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, তোমরা জবাই করার সময় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (৩৯ رقم ص৪১) غاية المرام) নিম্ন সনদে বর্ণিত ইবনু মাজা'র হাদিসটির সনদ ضعيف।

من طريق ابن لهيعة حدثني قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر.

ইবনু লাহি'য়া'র কারণে হাদিসটি ضعيف। তার নাম আবদুল্লাহ। তিনি দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাভি। তার হাদিসে اضطرب আছে। কখনো তিনি উপর্যুক্ত সনদে বর্ণনা করেন। আবার কখনো নিম্নের সনদে বর্ণনা করেন।

ومرة قال عن عقيل عن ابن شهاب به أخرجه أحمد (১০৮/৩) ، ومرة أخرى قال: عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم به. أخرجه ابن ماجة

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসের উভয় বাক্য ভিন্ন ভিন্ন صحيح সনদে প্রমাণিত। যার কারণে তিনি হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেছন। (১০৮৩ رقم ৪৫৭ :১) صحيح الترغيب)

হাদিস- ২০২

مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمر بي فنوديت له فقال: كيف ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.

"মালিক... বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) এর বোন ফারি'আ বিনতে মালিক বিন সিনান বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বনু খাদরা নামক স্থানে তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। কেননা তার স্বামী পলায়নকৃত কৃতদাসদের তালাশে বের হয়েছিলেন, 'তারফুল কুদুম' নামক স্থানে পৌঁছার পর কৃতদাসগণ তাকে হত্যা করে ফেলে। ফারি'য়া বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বনু খাদরা ফিরে যেতে অনুমতি চাইলাম। কেননা সেখানে বসবাসের জন্য আমার স্বামীর মালিকানাধীন কোনা বাসস্থান ছিল না এবং ভরণ-পোষণ পাওয়ারও কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। ফারি'য়া বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইতিবাচক উত্তর দেন। ফারি'যা বলেন, আমি নিজ কক্ষে পৌঁছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন

অথবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমার খবর জানতে চাইলেন, আমি আমার স্বামীর পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইদ্দতকালীন সময় এ গৃহে বসবাস করবে। ফারি'য়া বলেন, আমি এখানে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করলাম। ফারি'য়া আরো বলেন, উসমান (রাদি.) তার খেলাফতকালে আমার নিকট লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। আমি তাকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি এটি অনুসরণপূর্বক ফায়সালা প্রদান করেন।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । হাদিসটি যারা আরো যারা করেন-

أخرجه مالك في الموطأ (৫৯১/৩/৮৭) ، وعنه أبو داود (২৩০০) وكذا الترمذي (337/1 والدارمي ১৬৮/৩ والشافعي (১৭০৪) وعنه البيهقي ৪৩৪/৭)

তাদের বর্ণনাকৃত হাদিসের সনদটি হলো- عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته إلخ

সা'দ বিন ইসহাক এর বরাতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব ভিন্ন সনদে নিম্নোক্ত ইমামগণও হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন।

وأخرجه النسائي (১১৩/৩) ، وابن ماجة (২০৩১) ، وأحمد (৩৭০/৬/৪৩০ -৪৩১) ، وابن أبي شيبة (১৮৪/৫)

তবে فما كان عثمان অংশটি এখানে উল্লেখ নেই। ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি حسن ও صحيح । এ হাদিসে যায়নাব ব্যতীত সকল রাভি নির্ভরযোগ্য। তিনি অজ্ঞাত। তার নিকট থেকে মাত্র দুই জন রাভি হাদিস বর্ণনাকরেন। (إرواء الغليل (২০৬/৭/২০৭رقم ২১৩১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি সম্পর্কে তিনি এখানে এ অভিমত ব্যক্ত করলেও অন্য স্থানে ভিন্নমত প্রকাশ করেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (১: ৩৪৫ رقم ১৬৫১، ২০৩১) : صحيح الإرواء (২১৩১) التحقيق الثاني.

হাদিস- ২০৩

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.

أخرجه أبو داود (২২৬৩) ، والنسائي (১০৭/২) ، والدارمي (১৫৩/২) ، وابن حبان (১৩৩৫) ، والحاكم (২০২/২، ২০৩) والبيهقي (৪০৩/৭) من طريق يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة

"যে নারী এক জনের সন্তান অন্যের সন্তান বলে দাবি করে, সে আল্লাহর দায়মুক্ত। তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। যে ব্যক্তি সরাসরি নিজের সন্তানকে অস্বীকার করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তাকে সকল মানুষের সামনে অপদস্ত করবেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে সহিহ। ইমাম যাহবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। আলবানি বলেন, এটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম যাহাবি'র ভ্রান্ত ধারণা। কেননা ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনু ইউনুছ থেকে কোনো হাদিস রেওয়ায়াত করেননি। তদুপরি তিনি একজন অজ্ঞাত রাভি। ইমাম যাহাবি এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। য়াযিদ ইবনু আল হাদ ব্যতীত অন্য কেউ তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবি তার ব্যাপারে বলেন,

تابعه يحيى بن حرب عن سعيد أخرجه ابن ماجة (২৭৪৩) من طريق موسى بن عبيدة عنه لكن يحيى هذا حاله كحال متبوعه عبد الله بن يونس قال الذهبي: فيه جهالة ما حدث عنه سوى موسى بن عبيدة.

আলবানি আরো বলেন, মূসা ইবনু উবাইদা একজন যয়িফ রাভি। এ متابعة ভিত্তিহীন। এ ধরনের متابعة দ্বারা হাদিসের শক্তি বৃদ্ধি পায় না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম দারা কুতনি (العلل) হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম দারা কুতুনি’র সত্যায়ন অমূলক নয়। কেননা এ হাদিসের পক্ষে ইবনু উমার (রাদি.) এর একটি شاهد রয়েছে। ইমাম আল বাযযায বলেন,

حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا إبراهيم بن يزيد عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم ولدا ليس منهم يطلع على عوراتهم ويشركهم في أموالهم

ইমাম বায্যায বলেন, আমার জানা মতে ইবনু উমার (রাদি.) থেকে এ সনদেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহিম একজন দুর্বল রাভি। (لين الحديث) ইমাম সুফয়ান সওরিসহ মুহাদ্দিসদের একটি জামা‘আত তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকৃত একক হাদিসও রয়েছে।

(كشف الأستار عن زوائد البزار (১৪২/১৪১/৩) এ হাদিস উপরের হাদিস এর সহায়ক হিসেবে বিবেচিত।

ইমাম আহমদ পরের হাদিসটি স্বীয় মুসনাদ এ (২/২৬) সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ثنا وكيع عن أبيه عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاصا بقصاص

ইমাম হাইসামি (মجمع الزوائد (৫: ১৫) বলেন,

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلال ... عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام.

হাদিস- ২০৪

عن عمر قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك

رواه الترمذي.

“উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রতিটি দো‘আ আসমান-যমিনের মাঝখানে মুলতবি থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ না করা পর্যন্ত তার কিছুই কবুল হয় না”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف ও موقوف ।

أخرجه الترمذي (৩৫৬/২) من طريق أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إلخ

আবু কাররা আল আসদি এর কারণে হাদিসটি ضعيف। ইবনু আবি হাতিম (৪/২/৪২৭) হাদিসটি বর্ণনা করেন। তবে তার কোনো দোষ-গুণ কিছুই বর্ণনা করেননি। (الميزان) এ তাকে অজ্ঞাত রাভি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (إرواء الغليل (৩: ১৭৭ رقم ৪৩২)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি এখানে হাদিসটি সম্পর্কে ضعيف মন্তব্য করেছন। অথচ অন্য জায়গায় এটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,

فقال في صحيح الجامع (رقم ৪৩৯৯ الجزء الرابع ص ১৭৩) . كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - رفر - عن أنس، عن علي موقوفا حسن، الأحاديث الصحيحة (২০৩৫) : ابن مخلد - علي مرفوعا. طس عنه موقوفا النسائي - عبد الله بن بسر، ابن حبان - معاذ.

হাদিস- ২০৫

وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم ... عبد

“ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পরে সাহাবিদের মধ্যে আবু বকর ও উমার (রাদি.) এর অনুসরণ করবে। আম্মার ইবনু য়াসির (রাদি.) এর

দিক-নির্দেশনা মেনে চলবে এবং ইবনু উম্মু আবদ (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) এর প্রতিশ্রুতি মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি'র এ উক্তি حديث حسن غريب من هذا الوجه ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث আলোচনা করার পর হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন, (تخريج المشكاة (৩: ২৭৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি ইমাম তিরিমিযি'র উক্তিতে মৌনতা অবলম্বন করেন। অথচ নিম্নবর্ণিত কিতাবে হাদিসটি সহিহ বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

صحيح الجامع فقال عن ابن مسعود (والروياني) عن حذيفة عن أنس صحيح الأحاديث الصحيحة (১২৩৩)

হাদিস- ২০৬

سبحي الله مائة تسبيحة فإنها تعدل لك مائة رقبة من ولد إسماعيل، واحمدي الله مائة تحميدة فإنها تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري الله مائة تكبيرة فإنها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله مائة تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل منها إلا أن يأتي بمثل ما أتيت

عن أم هانئ تخريج (الترغيب ৩/৩৪৫)

"একশবার আল্লাহ'র তাসবিহ (পবিত্রতাসূচক বাক্য) পাঠ করবে। এটা ইসমাইল (আ.) এর বংশের এক শত গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব। একশবার আল্লাহর তাহমিদ (প্রশংসাসূচক বাক্য) পাঠ করবে। এটির সওয়াব হলো, একশত চমৎকার ও লাগামযুক্ত ঘোড়ার উপর আরোহণপূর্বক আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমান। একশবার আল্লাহর তাকবির (মহত্বপূর্ণ বাক্য) পাঠ করবে। এটির সওয়াব হলো, হারবিশিষ্ট একশত উট কুরবানি করার সমান, যে কুরবানি আল্লাহর নিকট মকবুল। একশবার তাহলিল পাঠ করবে। এর সওয়াব আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী শুন্যস্থান পূর্ণ করে দেয়। কেয়ামতের দিন কারো আমল এর চেয়ে বেশি হবে না, তবে যে তোমার অনুরূপ আমল করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । (ضعيف الجامع (جـ ৩ ص ৩১১ رقم ২৩৩৪)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্যত্র স্ব-বিরোধী মত প্রকাশ করেন। (السلسلة الصحيحة (৩: ৩০২، ৩০৩، ৩০৪)

হাদিস- ২০৭

وعن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا.

رواه الترمذ ئ

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রাদি.) একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ আপনাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সেদিন থেকে তিনি 'আতিক' উপাধি লাভ করেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি'র সঙ্গে একমত পোষণ করে (بقوله: غريب) হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন। (تخريج المشكاة (৩: ২২৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করলেও

(السلسلة الصحيحة (৪: ১০২، ১০৩ رقم ১৫৭৪) কিতাবে হাদিসটি صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি এ হাদিসের স্ব-পক্ষে কিছু شواهد উল্লেখ করেন এবং এটিকে শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস- ২০৮

وعن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نول يوم العيد قوسا فخطب عليه
رواه أبو داود.

"বারা ইবনু আযিব (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ঈদের দিন একটি ধনুক স্থাপন করা হয়। তিনি এর উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়েছিলেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন। (تخريج المشكاة (১: ৪৫৩) এখানে আবু জানাব নামক একজন রাভি আছেন। যার নাম য়াহয়া ইবনু আবি হাইয়া। ইবনু হাজার আসকালানি তার ব্যাপারে বলেন, অধিকহারে تدليس এর কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করলেও السلسلة الصحيحة (৪: ২৪৪، ২৪৫، رقم ১৬৭৮) কিতাবে হাদিসটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আবু জানাব স্পষ্টভাবে تحديث পদ্ধতিতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস- ২০৯

وعن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرجت معه التمسه أسأل كل من مررت به فيقول : مر قبل حتى مررت فوجدته يصلي فانتظرته حتى انصرف وقد أطال الصلاة فقلت: لقد رأيتك طولت تطويلا ما رأيتك صليتها هكذا قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله ثلاثا. فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته أن لا يهلك أمتي غرقا، فأعطانيها. وسألته أن لا يسلط عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يلقى بأسهم بينهم فرد علي

"রাজা আনসারি... মু'আজ বিন জাবাল (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হলেন, আমিও তার পেছনে বের হলাম। তাঁর সন্ধান পেতে আমি সকল পথচারীকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। প্রত্যেকে একই কথা বলল যে, তিনি একটু পূর্বে এখান থেকে চলে গেছেন। এক পর্যায়ে আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দীর্ঘ করে নামায আদায় করলেন। আমি বললাম। আমি আপনাকে এতো দীর্ঘ নামায আদায় করতে কখনো দেখিনি। তিনি উত্তর দিলেন। আমি আশা ও শঙ্কার নামায আদায় করেছি। আল্লাহর নিকট আমি তিনটি বিষয় প্রর্থনা করেছি। তিনি আমাকে দুইটি দান করেছেন। একটি থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছি, আমার উম্মাত যেন ডুবে মৃত্যুবরণ না করে। এটি আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। আমি আরো প্রার্থনা করেছি, ভিন্ন জাতিকে যেন আমার উম্মাতের উপর চাপিয়ে না দেন। এটিও আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি, আমার উম্মত যেনো হানাহানিতে লিপ্ত না হয়। এই দো'য়াটি প্রত্যাখ্যাত হয়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (التعليق على صحيح ابن خزيمة) হাদিসটির সনদ ضعيف। রাজা আনসারি একজন অজ্ঞাত রাভি। ইমাম যাহাবি নিম্লোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ما روى عنه سوى الأعمش (২: ২২৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করলেও নিম্নোক্ত কিতাবে صحيح বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

السلسلة الصحيحة المجلد الرابع (ص৩০২، ৩০৩ رقم ১৭২৪)

হাদিস- ২১০

وعن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل عثمان بن مظعون وهو يبكي حتى سالت دموع النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه عثمان

. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দনরত অবস্থায় উসমান ইবনু মাযউনকে (রাদি.) চুম্বন করেন। এমনকি উসমান (রাদি.) এর চেহারায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইমাম তিরমিযি'র উক্তি رواه الترمذي وقال : حسن صحيح উল্লেখ করার পর বলেন, এ সনদে আসিম বিন উবাইদুল্লাহ একজন ضعيف রাভি। كما قال الحافظ في التقريب (تخريج المشكاة (৫০৯/১))

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এখানে হাদিসটি সম্পর্কে তিনি উপর্যুক্ত মন্তব্য করলেও নিম্নোক্ত কিতাবে হাদিসটি শক্তিশালী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في مختصر الشمائل المحمدية (ص১৭২ رقم ২৮০) لما ساق تصحيح الترمذي: وهو كما قال

এ হাদিসের এমন কিছু شواهد রয়েছে, যা হাদিসটির শক্তি বর্ধন করে। এ বিষয়ে কিছু হাদিস أحكام الجنائز (ص২০-২১) গ্রন্থে আমি আলোচনা করেছি।

হাদিস- ২১১

نهى أن تحلق المرأة رأسها

أخرجه النسائي (৩/২৭৬) ، والترمذي (১/১৭৩) وتمام في الفوائد رقم (২২৭৪) - نسختي وعبد الغني المقدسي في السنن (ق ২/১৭৪) من طرق عن همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي فذكره مرفوعا ثم رواه الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن همام نحوه ولم يذكر فيه عن علي.

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের মাথা মুণ্ডানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন"। নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। আলি (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটিতে اضطراب আছে। অতঃপর হাদিসটির ব্যাপারে তিনি আলোচনা অব্যাহত রাখেন।

وهكذا ضعفه في ضعيف الجامع (৬: ২২ رقم ৬০১০) (انتهى من السلسلة الضعيفة المجلد الثاني (ص১২৪/১২৫رقم ৬৭৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এখানে হাদিসটি সম্পর্কে তিনি উপর্যুক্ত মন্তব্য করলেও অন্যত্র স্ব-বিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি حجاب المرأة المسلمة (ص৬৮) গ্রন্থে বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। এ হাদিসে রাভি'র যে إرسال রয়েছে, তাতে হাদিসে কোনোরূপ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

হাদিস- ২১২

وعن دحية بن خليفة قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال:: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها

رواه أبو داود.

"দিহয়া বিন খলিফা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড়ের দোকানে আসলেন। সেখান থেকে আমাকে এক টুকরো কাপড় কিনে দিয়ে বললেন, এটিকে দুই টুকরো করে এক খণ্ড দিয়ে তুমি জামা তৈরি করবে। আর এক খণ্ড তোমার স্ত্রীকে দিবে। সে এটি ওড়না হিসেবে ব্যবহার করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু পেছনে যাবার পর আবার বললেন, তোমার স্ত্রীকে বলবে, সে যেনো এটির নিচে আর একটি অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করে, যাতে তার শরীরের গঠন প্রকাশ না পায়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । (تخريج المشكاة (২: ৪৮ برقم ৪৩৬৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি সম্পর্কে তিনি ضعيف মন্তব্য করলেও উসামা ইবনু যাইদ বর্ণিত অর্থবোধক হাদিসটি শক্তিশালী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فقال في كتاب حجاب المرأة المسلمة (ص৬০) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (৪৪১/১১) وأحمد والبيهقي بسند حسن ثم أشار إلى حديث دحية هذا

দিহয়া বিন খলিফা (রাদি.) থেকে বর্ণিত আর একটি হাদিস ইমাম আবু দাউদ, বাইহাকি ও হাকিম এটির شاهد হিসেবে বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম এটি সহিহ বলে মন্তব্য করেন। হাদিসটি সহিহ হবার বিষয়ে আমার আপত্তি আছে। الثمر المستطاب গ্রন্থে এ ব্যাপারে আমি আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরালোচনা অহেতুক।

হাদিস- ২১৩

من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن قع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

عن ابن عباس- الإرواء (২৪১০/২৪০৬)

"যে ব্যক্তি কোনো মাহরাম নারীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হবে, তাকে হত্যা করো। যে জন্তুর সঙ্গে সঙ্গম করবে তাকে ও জন্তুটিকেও হত্যা করো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (انتهى من ضعيف الجامع (৫: ৩৫৭ رقم ৫৮৯০-৯৮১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো আলোচনা না করেই তিনি ضعيف বলে মন্তব্য করেন। তবে নিম্নের গ্রন্থসমূহে হাদিসের দ্বিতীয় অংশটি صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

فقال في صحيح ابن ماجة (৩: ৮৩ رقم ২০৭৮-২৫৬৪) (ضعيف) الإرواء (৮/১৪-১৫ و ২৩৫২) دون الشطر الثاني فهو صحيح - الإرواء (২৩৪৮) التعليق الرغيب (১৯৯/৩)

হাদিস- ২১৪

لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله

عن معاذ

ضعيف تخريج المشكاة (২২৩৪)

“সতর্কতা ও নিরাপত্তা আল্লাহর তাকদিরে কোনো পরিবর্তন সাধন করে না। আপতিত বিপদ অথবা সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে দো‘য়ার উপকারিতা অপরিসীম। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অধিকহারে দো‘য়া করো”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع (৫: ৩৮ رقم ৪৭৮৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি সম্পূর্ণ হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন। অথচ (৩৪০৩ رقم ১৫১ :৩) صحيح الجامع গ্রন্থে لن ينفع حذر من قدر বাক্যাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট হাদিসকে حسن বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস- ২১৫

ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن

“যূসুফ ইবনু মূসা... ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। মানুষের চেহারাকে বীভৎসজ্ঞানে ঘৃণা করো না। কেননা বনি আদমকে আল্লাহর আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । এ হাদিসের রাভিগণ প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য এবং সহিহ বুখারি’র রাভি। হাদিসটির দুর্বলতার কারণ হলো, হাবিব বিন আবি সাবিত এর عنعنة পদ্ধতির রেওয়ায়াত। তিনি تدليس (তাদলিস) করেন। আ‘মাশও এই ধরনের রাভি। হাদিসটি সুফ্‌য়ান সওরি থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে।

বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأرسله أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص২৭) بسند صحيح

মুরসাল (مرسل) হাদিসটি মওসূল (موصول) হাদিস থেকে বেশি সহিহ।

انتهى من ظلال الجنة في تخريج السنة (১: ২২৯ رقم১১৭৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি’র উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা হাদিসটি ইসহাক বিন রাহওয়াইহ ও আহমদ ইবনু হাম্বল সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

كما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري آخر كتاب العتق ولم يتعقبه بل قال : رجاله ثقات وكذلك الحافظ ا لذهبي نقل تصحيحه في ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الزناد ولم يتعقبه بل قال بموجبه وكذلك قواه ابن تيمية في رده على الرازي

উপর্যুক্ত ইমামত্রয়ের উক্তিই সঠিক। কেননা এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। আবু হুরাইরা (রাদি.) বর্ণিত একটি হাদিস এ হাদিসের شاهد। হাদিসটি নিম্নরূপ

رواه ابن أبي عاصم وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وغيرهما من طرق عن ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة ... وجه

হাদিস- ২১৬

ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء

رواه الترمذي (৫৫/৩) ، وابن أبي الدنيا في المجموع (১/৯) وفي ذم الدنيا (১/১০) ، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (১/৭) ، وابن السني في القناعة (১/২৪৩) ، والحاكم (৩১২/8) ، والضياء في المختارة (৩১০-৩১২)
وكذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (২/১88/৫)

"তিনটি বিষয়ে বনি আদমের কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না। বসবাসের ঘর। সতর ঢাকার বস্ত্র। শুকনো রুটি ও পানি"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি منكر । আমার গবেষণা মতে নিম্নবর্ণিত সনদে হাদিসটি مرفوع ।
عن حريث بن السائب ثنا الحسن ثنا حمران عن عثمان

এ হাদিসের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযি বলেন, حديث حسن صحيح । ইমাম হাকিমও হাদিসটি সহিহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ইমাম মানাভিও তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। মুহাদ্দিসদের অভিমতও তাই। হুরাইস নামক রাভি বিতর্কিত। আলবানি আরো বলেন, হাদিসটি إسرائيليات এর অন্তর্ভুক্ত। হাদিসটির مرفوع বর্ণনা তার একটি ভ্রান্তি।
السلسلة الضعيفة المجلد الثالث رقم ১০৬৩ ص ১৭৫،

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ। যে সকল মুহাদ্দিস হাদিসটি সহিহ বলেছেন তাদের উক্তিই সঠিক। এ হাদিসের অনেক شواهد রয়েছে।

ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص ১২ من حديث عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث لا يحاسب بهن العبد ظل خص يستظل وكسرة يشد بها صلبه وثوب يواري عورته
ورجاله ثقات لكنه مرسل. ورواه أحمد ص(৩৯৬) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن
ومنها ما رواه أحمد في المسند جـ ৫ ص ৮১ حدثنا سريج حدثنا حشرج عن أبي نصيرة عن أبي عسيب قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكر حديثا. وفيه قال عمر: يا رسول الله أئنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر
. قال المنذري في الترغيب والترهيب(جـ ৬ ص ৭:)
رواه أحمد ورواته ثقات وقال الهيثمي في مجمع الزوائد جـ ১০، ص ৩৬৭ رواه أحمد ورجاله ثقات
ومنها ما رواه البزار في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه.
قال الهيثمي: وفيه ليث بن أبي سليم وقد وثق على ضعف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن محمد بن يحيى المروزي وهو ثقة جـ ১০ ص ২৬৭ وقال المنذري في الترغيب جـ ৬ ص ৮ رواه البزار ورواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم وحديثه جيد في المتابعات. هـ

সম্ভত তিনি এ সকল شواهد সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। জানা থাকলে নিশ্চয় তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং হাদিসগুলো এটির সহায়ক হিসেবে বর্ণনা করতেন।

ومنها ما رواه ابن السني في كتاب القناعة 88 رقم ৬১ تعليق عبد الله بن يوسف قال أخبرني محمد بن حمدويه ثنا عبد الله بن حماد ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا يحيى بن أيوب حدثني ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بمعناه

হাদিস- ২১৭

أيما رجل تدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا
عن صهيب
ضعيف تخريج الترغيب ৩৩/৩

"যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করার পর এই মর্মে পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে এটা আদায় করবে না, সে আল্লাহর সাথে চোর হিসেবে সাক্ষাত করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । (انتهى من ضعيف الجامع ৩: ৩৬৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্যত্র স্ব-বিরোধী মত প্রকাশ করেন।

فقال في صحيح ابن ماجة ২: ৫২ رقم ১৯৫৪-২৪১০)حسن صحيح - الروض ১০৪৩، التعليق الرغيب ৩/৩৩-৩৪ أحاديث البيوع.

হাদিস- ২১৮

أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك - وفي لفظ - ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا
رواه أبو داود

"জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, কে আমার সদাচরণ পাবার বেশি উপযুক্ত? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, তোমার মা, তোমার পিতা, তোমার বোন ও তোমার ভাই। অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, তোমার মনিব। তোমার নিকটবর্তী হিসেবে তার অধিকার আদায় করা তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য। তার প্রতি তোমাকে সর্বদা দয়াপরবশ থাকতে হবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । ইমাম বুখারি নিম্নসনদে الأدب المفرد رقم ৪৭ এ হাদিসটি বর্ণনা করেন।

من طريق كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله من أبر؟

কুলাইব নামক রাভি'র কারণে হাদিসটি ضعيف । দুই জন রাভি ব্যতীত তার নিকট থেকে কেউ হাদিস বর্ণনা করেননি। ইমাম ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে নির্ভরযোগ্যতার সনদ প্রদান করেননি। তিনি একজন অজ্ঞাত (مجهول) রাভি। ইমাম ইবনু হাজার (التقريب) বলেন, তার পক্ষে متابعة পাওয়া গেলে হাদিস গ্রহণযোগ্য (مقبول) হবে। এ হাদিসের পক্ষে আমি কোনো متابعة পাইনি।

انتهى من إرواء الغليل الجزء السابع ص ২৩০، ২৩১ رقم ২১৬৩

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে ضعيف মন্তব্য করলেও অন্যত্র স্ব-বিরোধী মত প্রকাশ করেন। তিনি হাদিসটি حسن বলে মন্তব্য করেন।

تخريج أحاديث مشكلة الفقر رقم(৪৩ ص ৩০، ৩১)

তিনি ইমাম বুখারি ও আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসটির ব্যাপারে বলেন,

أخرجه أبو داود (৫১৪০) ، والبخاري في الأدب المفرد (৪৭) من طريق كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: ... فذكره

হাদিসটি حسن হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কুলাইব ব্যতীত এ সনদের সকল রাভি নির্ভরযোগ্য। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দুই জন রাভি তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। হাদিসটির অনেক شواهد রয়েছে, যা এটিকে শক্তিশালী করে। তিনি একজন পরিচিত (معروف) রাভি।

تراجع في الترغيب انتهى

হাদিস- ২১৯

الحديث الرابع قال (ص২৬১) وقد ذكر حديث إسلام عدي بن حاتم مفصلا (رواه ابن إسحاق والإمام أحمد والبغوي في معجمه بألفاظ متقاربة انظر الإصابة للحافظ ابن حجر ৪৬১/২ .قلت: رجعت إلى الإصابة فرأيته قال: وروى أحمد والبغوي في معجمه وغيرهما من طريق أبي عبيدة بن حذيفة قال : كنت أحدث حديث عدي بن حاتم فقلت: هذا عدي في ناحية الكوفة فأتيته فقال ...

قلت: فذكره بنحو سياق كتاب الدكتور وأحضر منه ثم رجعت إلى مسند أحمد فوجدت الحديث فيه (৩৭৮/8، ৩৭৯) من الوجه المذكور، وأبو عبيدة هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان وهو لين التوثيق ولذلك لم يعتمده الحافظ في التقريب فقال فيه : مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة ولما كان الحديث لا يعرف إلا من طريقه فهو ضعيف لا سيما وهو في الصحيح مختصر بغير هذا السياق ... إلخ

كلامه انتهى من كتاب دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص ১১، ১২.

أقول: هذا فيه نظر فإن أبا عبيدة لم ينفرد به فقد تابعه عباد بن جيش عن عدي مطولا مع اختلاف بعض الألفاظ كما رواه أحمد في مسنده ৩৭৮/8، ৩৭৯ فقال حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب قال سمعت عباد بن جيش يحدث عن عدي. ورواه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن كثير في تفسيره وقد روي من طرقه وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها

হাদিস- ২২০

وعن أبي الطفيل قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لحما بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هي أمه التي أرضعته.

رواه أبو داود

"আবুত তোফাইল (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জা'আররানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করতে দেখলাম। হঠাৎ একজন নারী আগমন করলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুব কাছে চলে গেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্মানার্থে স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিলেন। আমি মহিলাটির পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলে সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধ-মাতা"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । (تخريج المشكاة جـ ২ ص ১৩৮০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ ও আল মুনযিরি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হাদিসটির এমন কিছু شواهد রয়েছে, যা এটিকে শক্তি যোগায়। নিম্নে দু'টি شاهد উল্লেখ করা হলো।

منها ما رواه أبو داود في سننه حيث قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسا فذكره بمعناه

. قال المنذري: وهذا معضل.

ومنها ما رواه ابن سعد في الطبقات جـ ১ ص ৪১১ قال أخبرنا عبد الله بن نمير الهمداني قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر قال: استأذنت امرأة على النبي - صلى الله عليه وسلم قد كانت أرضعته فذكره بمعناه

. ورواه من وجه آخر فقال أخبرنا إبراهيم بن شماس السمرقندي قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني عن عيسى بن فرقد عن عمر بن سعد قال : جاءت ظئر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فذكره.

প্রথম হাদিসের সনদের রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি। তবে হাদিসটি مرسل। দ্বিতীয় হাদিসটি এটির সহায়ক شاهد। ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত এ সকল রেওয়ায়াত একত্রিত হলে আবুত তোফাইল এর হাদিস শক্তিশালী হয় এবং حسن স্তরে উন্নীত হয়।

হাদিস- ২২১

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا محمد بن يحيى أنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن العلاء الزبيدي حدثني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: أخبرني الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال: آمين.

"আবু তাহির... আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর উচ্চ-স্বরে আমিন বলতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف। (التعليق على صحيح ابن خزيمة جـ ১ ص ২৮৭)

ইসহাক ইবনু ইবরাহিম আল যুবাইদি একজন সত্যবাদী রাভি হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ সময় ভ্রমের শিকার হতেন। মুহাম্মদ ইবনু আউফ তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এটি ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত। (تخريج المشكاة جـ ১ ص ২৬৭)

আলবানি নিজেই হাদিসটি সংকলন করেন। যে সকল হাদিস গ্রন্থকার হাদিসটি রেওয়ায়ত করেছেন, তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

لما ذكره المؤلف أنه رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجة قال : بإسناد صحيح . وقال الترمذي: حديث حسن،

হাদিস- ২২২

من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين

عن عقبة بن عامر.

ضعيف الإرواء ২৫৭৬.

"যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মানত করেনি, তার কাফ্‌ফারা কসমের কাফ্‌ফারা'র অনুরূপ"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع ٥: ٢٥٤ رقم ٥٨٧٦)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা প্রশ্নবিদ্ধ। ইমাম তিরিমিযি এ হাদিসের অর্থবোধক একটি হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন, . حسن غريب وله شاهد من حديث ابن عباس । হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ ও বাইহাকিও রেওয়ায়াত করেন। ৮ كما أشار إليه في إرواء الغليل جـ । ইমাম ওয়াকি' হাদিসটির বিরোধিতা করার কারণে তিনি এটিকে ত্রুটিযুক্ত করেন। তিনি হাদিসটি তালহা বিন য়াহয়া'র বরাতে موقوف রেওয়ায়াত করেন।
এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো, এ ধরনের موقوف রেওয়ায়াতে কোনো সমস্যা নেই। হাদিসটি এমন বিষয়ে বর্ণিত, যাতে বিবেক ও রায় প্রয়োগপূর্বক কিছু বলা যায় না। এ ধরনের موقوف রেওয়ায়াত مرفوع এর স্তরে উপনীত। হাদিসটি উকবা (রাদি.) এর হাদিসের সাথে যুক্ত হলে এটি শক্তিশালী হয়।

হাদিস- ২২৩

الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده
ابن عساكر عن جابر ضعيف الأحاديث الضعيفة ٢٢٣
"হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত। এটি দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের সাথে মোসাফাহা করেন"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع جـ ٣ ص ١١٥ رقم ٢٧٧١)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি
سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الأول ص ٣٥٧،٣٥٨ গ্রন্থেও হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেন।
ইসহাক ইবনু বিশ্র এর কারণে তিনি হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেন। তিনি আরো বলেন, ইবনু কুতাইবা হাদিসটি ইবনু আব্বাস পর্যন্ত موقوف বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সনদে ইবরাহিম আল-খাউযি নামক একজন متروك রাভি থাকা সত্ত্বেও তার কথাটি বাস্তবতার কাছাকাছি। كما قال أحمد والنسائي
নাসিরুদ্দিন আলবানি'র উপর্যুক্ত মন্তব্যও প্রশ্নবিদ্ধ। হাদিসটি বিভিন্ন সনদে مرفوع বর্ণিত হয়েছে। প্রথম হাদিসটি হলো-
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه الحاكم في المستدرك ١: ٤٥٧ والطبراني في الأوسط كما ذكره في مجمع الزوائد
এ সনদে আবদুল্লাহ ইবনু আল মুয়াম্মাল একজন ضعيف রাভি। كما في التقريب
ইমাম আল মুনযিরি (الترغيب والترهيب) হাদিসটি حسن বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় হাদিসটি হলো-
حديث أبي سعيد الخدري عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه الحاكم (١: ٤٥٧)
এ সনদে আবু হারুন আল আবদি নামক একজন দুর্বল রাভি রয়েছে। . كما في التقريب
তৃতীয় হাদিসটি হলো-
ما رواه ابن ماجة في سننه حيث قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا حميد بن أبي سويه قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء قال : يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود . فقال حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن

ইমাম আল বুসিরি বলেন, এটি হুমাইদ এর বর্ণনাকৃত একটি হাদিস। ইবনু আদি তার ব্যাপারে বলেন, أحاديثه غير محفوظة। ইমাম যাহাবি বলেন, তিনি একজন (مجهول) অজ্ঞাত রাভি। ইমাম আল মিয্যি (الأطراف) হুমাইদ এর নাম সংশোধনপূর্বক বলেন,

هكذا وقع عند ابن ماجة حميد بن أبي سويه والصحيح حميد بن أبي سويد

সনদটি ضعيف হলেও পূর্বোল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাদি.) এর হাদিসের সঙ্গে মিলিত হলে শক্তিমান হয়ে ওঠে। এ বিবেচনায় হাদিসটি حسن হওয়ার দাবি রাখে। উপর্যুক্ত আলোচনাটি হলো مرفوع বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইবনু আব্বাস পর্যন্ত موقوف বর্ণনাটি একটি صحيح রেওয়ায়াত। ইবরাহিম আল-খাউযি ছাড়া অন্যান্য রাভিগণও হাদিসটি বর্ণনা করেন।

كما رواه عبد الرزاق في المصنف ৩৯:৫ قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس

এ হাদিসের রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি। ইবনু জুরাইজ হাদিসটি تحديث পদ্ধতিতে বর্ণনার ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি করেছেন। (كما رواه الأزرقي في أخبار مكة ص ৩২৪)

ইমাম আযরাকি এর আরেকটি রেওয়ায়াত প্রণিধানযোগ্য।

ورواه الأزرقي أيضا من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس ثم رواه من طريق سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن أبي إسماعيل عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا.

হাদিস- ২২৪

من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته

الأحاديث الضعيفة ২০৩ (هب- عن أبي هريرة

“যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরুদ পাঠ করে, তা আমি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে, তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি موضوع । (ضعيف الجامع جـ ৫ ص ২১৪)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে موضوع বলে মন্তব্য করলেও السلسلة الضعيفة المجلد الأول ص ২৪১ গ্রন্থে স্ব-বিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি হাদিসটি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, হাদিসের প্রথম অংশটি বিনাবাক্যে موضوع হতে পারে না। হাদিসটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, এখানে উল্লিখিত হাদিসের প্রথম অংশের ব্যাপারে ইবনু হাজার (الفتح ৩৭৯/৬) বলেন, হাদিসটির সনদ (جيد) উত্তম। ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, হাদিসটি غريب ।

হাদিস- ২২৫

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ليضحك بها القوم وإنه ليقع بها أبعد من السماء

عن أبي سعيد

ضعيف... تخريج الترغيب

"অনেক ব্যক্তি মানুষের সাথে কৌতুক করার লক্ষে এমন কিছু বাক্য উচ্চারণ করে, যা তার কাছে অপরাধ বলে গণ্য হয় না। অথচ এ বাক্য উচ্চারণের কারণে সে আল্লাহ'র রহমত থেকে আসমান সমান দূরে পতিত হয়"

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع ৩: ৪৬ رقم ১৪৫১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা প্রশ্নবিদ্ধ। এ হাদিসের অর্থবোধক আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে একটি شاهد বর্ণিত আছে। (رواه أحمد وغيره جـ ২ ص ৪০২) যুবাইর ইবনু সাঈদ ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিসের রাভি। التقريب এ বর্ণিত আছে, তিনি لين الحديث । হাদিসটি আবু সাঈদ (রাদি.) এর হাদিসের সাথে মিলিত হলে حسن এর স্তরে উন্নীত হয়।

হাদিস- ২২৬

عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين

رواه سعيد.

"দিন-ক্ষণ নির্ধারণপূর্বক কোনো কিছু বেচা-কেনা করার পর যদি পণ্য নগদ গ্রহণ করো তা খুবই উত্তম। অন্যথায় এমন একটি সামগ্রী গ্রহণ করো, যা তার চেয়ে নিম্ন-মূল্যের। দ্বিতীয় বার মুনাফা করো না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই।

(إرواء الغليل ৫: ২২৩ رقم ১৩৮৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, ইবনু হাযম (المحلى ৯: ৫) নিম্ন সনদে হাদিসটি সহিহ বলে বর্ণনা করেন।

قال روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ... فذكره. وإسناده صحيح

ইমাম আবদুর রায্যাক (المصنف ৮: ১৬، ১৭) ইবনু উয়াইনা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

হাদিস- ২২৭

إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.

عن ابن عباس

"সূরা إذا زلزلت পাঠ করলে আল কুরআনের অর্ধাংশ পাঠ করার সওয়াব লাভ করবে। قل يا أيها الكافرون এক চতুর্থাংশ পাঠ করার সমান সওয়াব লাভ করবে। قل هو الله أحد এক তৃতীয়াংশ পাঠ করার সমান সওয়াব লাভ করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।

(ضعيف الجامع جـ ১ ص ১৮৯),(تخريج الترغيب ২/২২৩-২২৪)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি السلسلة الصحيحة رقم ৫৮৬ গ্রন্থে হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেন এবং {قل يا أيها الكافرون } و {قل هو الله أحد } এর ফজিলত বর্ণনা করেন। অথচ এখানে কোনো প্রকার বর্ণনা-বিবরণ ব্যতিরেকেই হাদিসটি ضعيف মন্তব্য করেন। وكذلك في الجامع

হাদিস- ২২৮

لو ا ن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا

عن أبي سعيد

ضعيف ... تخريج المشكاة ৫৬৮২

"জাহান্নামের এক বালতি গাস্‌সাক দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হলে, সমগ্র পৃথিবীবাসী দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেতো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع ৫: ৪১ رقم ৪৮০৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক স্বীয় মুসনাদে (في مسنده رقم ১৪৭ ص ৮৭) এ হাদিসের একটি شاهد বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ নিম্নরূপ-

عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

হাদিটির সনদ حسن। এটি আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) এর হাদিসের সাথে মিলিত হলে হাদিসটি শক্তিমান হয়।

হাদিস- ২২৯

كل خلة يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب

عن سعد

ضعيف ... إيمان ابن أبي شيبة رقم ১৩

"মুমিনের স্বভাবে মিথ্যা ও আত্মসাতের মতো বদভ্যাস ও পাপ থাকতে পারে না"।

ضعيف الجامع ৪: ১৪৯ رقم ৪২৩১

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি التعليق على الإيمان لابن أبي شيبة গ্রন্থে হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, হাদিসটি নিম্নের সাহাবি দু'জন পর্যন্ত موقوف।

ا عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رقم ৮০، ৮১، ص ২৬، ২৭

হাদিস- ২৩০

سبحي الله عشرا ، واحمدي الله عشرا، وكبري الله عشرا، ثم سلي الله ما شئت فإنه يقول قد فعلت، قد فعلت

عن أنس

ضعيف الأحاديث الضعيفة

"দশ বার সুবহানাল্লাহ, দশ বার আলহামদুলিল্লাহ, দশ বার আল্লাহু আকবার বলবে। এর পর আল্লাহ তা'য়ালার নিকট যা ইচ্ছা চাইবে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাক্য পাঠ করেছো। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাক্য পাঠ করেছো।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع ৩: ২১০ رقم ৩২৩৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করেন।

قال الترمذي حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.

ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি حسن ও غريب । আলবানি বলেন, ইমাম তিরমিযি'র কথা সঠিক। কেননা এ হাদিসের রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি। ইকরামা বিন আম্মার একজন নির্ভরযোগ্য রাভি। তবে য়াহয়া বিন আবি কাসির এর রেওয়ায়াতে اضطراب আছে। বাস্তব কথা হলো, এ হাদিসের সনদে اضطراب নেই। কেননা এটির পক্ষে আর একটি شاهد রয়েছে। (رواه ابن سعد في الطبقات ৮: ৪৩৬)

قال أخبرنا محمد بن الفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حسين بن أبي سفيان عن أنس

ইমাম আল বায্যাও যয়িফ সনদে হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন।

হাদিস- ২৩১

قال (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.

"মানুষের মুখে মুখে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, জনৈক মহিলা উমার (রাদি.) এর কথায় আপত্তি করেছিলেন। মহিলাটি বলেন, আপনি নারীদের অধিক মাহর প্রদান করতে নিষেধ করছেন, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা নারীদের অঢেল সম্পদ প্রদান করলেও তাদের নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করো না'। উমার (রাদি.) বলেন, এখানে প্রত্যেকেই উমার থেকে অধিকতর ফকিহ। এ কথাটি তিনি দুইবার অথবা তিনবার বলেছেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে ফিরে এসে জনসাধারনের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি নারীদের অতিরিক্ত মাহর প্রদান করতে নিষেধ করতাম, এখন থেকে যে কোনো পুরুষ নারীদের যা ইচ্ছা মাহর প্রদান করতে পারবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ও منكر । মাজালিদ শা'বি থেকে তিনি উমার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন। (أخرجه البيهقي (২৩৩/৭) তিনি আরো বলেন, হাদিসটি منقطع. । তদুপরি মাজালিদ এর কারণেও এটি ضعيف । তিনি মাজালিদ এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

وهو ابن سعيد ليس بالقوي ثم هو منكر. المتن ... إلخ ما ذكره في الإرواء ৬: ৩৪৭، ৩৪৮

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটির সনদে ضعيف রাভি আছেন কথাটি ঠিক। موقوف রেওয়ায়াতের কারণে হাদিসটি তিনি منقطع বলে দাবি করেছেন। আবু য়া'লা হাদিসটি متصل সনদে রেওয়ায়াত করেন।

حدثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم فذكره (راجع تفسير ابن كثير)

মাজালিদ এর কারণে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করাও ঠিক নয়। কেননা এটি ভিন্ন একটি সনদের কারণে শক্তি সঞ্চয় করে।

الذي ذكره من رواية قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر

এ জন্য ইমাম ইবনু কাসির (৪৬৭ :১ في تفسيره) আবু য়া'লা এর হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন, হাদিসটির সনদ উত্তম ও শক্তিশালী। (جيد قوي)
আলবানি হাদিসটি منكر বলে দাবি করেছেন। যা সঠিক নয়। কেননা কুরআনের আয়াত দ্বারা অধিক মাহর প্রদান করার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া য়ায়। উমার (রাদি.) এর বক্তব্য দ্বারা তা নিষেধ করার প্রমাণ পাওয়া যায় বিধায় মহিলাটি আয়াতের দলিল দ্বারা উমার এর সাথে বিতর্ক করেন। যার ফলে তিনি মহিলার মতের প্রতি ফিরে আসেন। ইমাম কুরতুবি বলেন, কুরআনের আয়াত দ্বারা অধিক মাহর প্রদান করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বৈধ জিনিসেরই উপমা প্রদান করেন। ইমাম ইবনু কাসিরও পূর্বে তাই বলেছেন। ইবনু আতিয়্যাহ (৬৫ :4 في تفسيره) এর মতও তাই। ইবনুল আরবি আহকামুল কুরআনে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হাদিস- ২৩ ২

خذ حقك في عفاف واف أو غير واف
عن أبي هريرة، عن جرير
... أحاديث الموسوعة

"চারিত্রিক নিষ্কলুষতা রক্ষায় তোমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো। পূর্ণাঙ্গ সংযম থাকুক বা না থাকুক"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع ৩: ১১৮ رقم৩৮৬১)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। অথচ صحيح ابن ماجة গ্রন্থে বলেন, (১৯৬৬ رقم ৫৪ :৩) হাদিসটি حسن صحيح । (التعليق أيضا)

হাদিস- ২৩৩

إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف
عن عائشة
ضعيف ... الأحاديث الضعيفة ২৫৭৬

"নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো ওযু ভেঙ্গে গেলে, সে যেনো নাক বন্ধ করে প্রস্থান করে"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع (১: ১৯৯ رقم ৬৬৬)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। অথচ অন্য জায়গায় স্ব-বিরোধী মত প্রকাশ করেন। তিনি সহিহ ইবনু মাজা গ্রন্থে বলেন, হাদিসটি সহিহ।
فقال في صحيح ابن ماجة (১: ৩০৩ رقم ১০০৭) صحيح ، صحيح أبي داود
(১০২০) (تخريج المشكاة (১০০৭) ، والصحيحة (২৯৭৬)

হাদিস- ২৩৪

أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته
(وابن أبي عاصم في السنة) عن ابن عباس
ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (১৪৯২)

"বিদ'আত পরিত্যাগ করা পর্যন্ত বিদ'আত-কারীর আমল আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন না"।।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع (ص ৬৩ الجزء الأول رقم ২৯)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেই নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অথচ অন্য জায়গায় হাদিসটি সহিহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
فقال في تخريج السنة (১: ২১) لما ذكره من حديث أنس حديث صحيح إسناده ضعيف جدا ... إلخ
(كلامه. وكذلك صححه بمعناه في مناسك الحج والعمرة (ص ৪৬)

হাদিস- ২৩৫

أنه ليس لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل
عن جابر .
ضعيف الأحاديث الصحيحة (১১০০)

"কোনো নবি যুদ্ধ-বস্ত্র পরিধান করার পর জিহাদ না করা পর্যন্ত তা খুলে ফেলা জয়েয নয়"।

নাসিরুদ্দি নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।
(ضعيف الجامع (২: ২১৬ رقم ৬১৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। অথচ অন্য জায়গায় স্ব-বিরোধী উক্তি করে এটিকে শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেন। তিনি এ হাদিসের অনেক شواهد উল্লেখ পূর্বক এটি صحيح বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। (تخريج فقه السيرة (ص ২৫০)

হাদিস- ২৩৬

وعن جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشة قال : فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقني ثم قال ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر، ووافق ذلك فتح خيبر.
رواه في شرح السنة

"আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় জা'ফর বিন আবি তালিব (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সেখান থেকে বের হয়ে মদিনায় আগমন করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আলিঙ্গন করলেন। অতপর বললেন, আমি খাইবার বিজয়ের কারণে আনন্দ প্রকাশ করবো? নাকি জা'ফর এর আগমনের কারণে"। জা'ফর এর আগমনের ঘটনাটি খাইবার বিজয়ের সময় ঘটেছিল।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (تخريج المشكاة (২: ৫৪৯ رقم ৪৬৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। অথচ অন্য জায়গায় স্ব-বিরোধী উক্তি করে হাদিসের শেষ বাক্য শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেন। তিনি এ হাদিসের অনেক شواهد ও উল্লেখ করেন। (تخريج فقه السيرة (ص ৩৫০)

হাদিস- ২৩৭

قال أبو هريرة ما رأيت أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكأنما الأرض تطوى له، كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث

"আবু হুরাইরা (রাদি.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক সুন্দর কাউকে দেখিনি। সূর্য যেনো তাঁর চেহারার উপর দিয়ে বিচরণ করে। আমি হাঁটা-চলার ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কাউকে অধিকতর দ্রুতগামীও দেখিনি। মনে হয় ভূ-তলকে তাঁর জন্য ভাঁজ করে দেয়া হয়েছে। আমরা তাঁর পেছনে দৌড়ে দৌড়ে হাঁটতাম। অথচ দ্রুত হাঁটার ক্ষেত্রে তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যেতো না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف ।

أخرجه الترمذي في سننه (২০৬/8) ، وفي الشمائل (১১৭/১) ،

ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বানোয়াট বলে অভিযুক্ত করেন। তিনি তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وضعه بقوله هذا حديث غريب والسبب أنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه واحتراق كتبه (انتهى من تخريج فقه السيرة (ص৭8)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এটি সহিহ হাদিস। ইবনু লাহি'য়া এটির পক্ষে একটি متابعت উল্লেখ করেছেন ।

قال ابن سعد في الطبقات (১: 8১৫) أخبرنا أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن عمرو ابن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة به. وعمرو بن الحارث ثقة جليل من رجال الصحيح. والله أعلم

হাদিস- ২৩৮

عن عائشة قالت: ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم

رواه ابن ماجة وابن سعد

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কখনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সতর দেখিনি"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের রাভিদের মধ্যে আয়িশা (রাদি.) এর একজন কৃতদাসী আছেন। তিনি অজ্ঞাত। এ কারণে ইমাম বুসিরি হাদিসটির সনদ ضعيف বলে মন্তব্য করেন ।

آداب الزفاف (ص৩8) (تعليق)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এটির পক্ষে ইবনু আব্বাস (রাদি.) এর একটি شاهد রয়েছে।

قال البزار: حدثنا بشر بن آدم ثنا ابن رجاء ثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من وراء الحجرات وما رئي عورته قط.

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কক্ষের পেছনে গোসল করতেন। অথচ কখনো তার সতর পরিদৃষ্ট হতো না"।

ইমাম হাইসামি বলেন, (১৭/ ৯) এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ। ইবনু হাজার বলেন, (فتح الباري) (৬)। এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

হাদিস- ২৩৯

وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا أتبع
عن البراء
ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (৪৭৫৩)

"কোনো বিষয়ে আদেশ করার পর যদি তা পালন করা না হয়, আমি কেন রাগান্বিত হবো না"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف ।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এ ভাবে হাদিস ضعيف সাব্যস্ত করেন। অথচ ইমাম মুসলিম আয়িশা (রাদি.) থেকে এ হাদিসের অর্থবোধক একটি হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।
كما أشار إليه في حجة النبي – صلى الله عليه وسلم – (ص ১৪)

হাদিস- ২৪০

قال: وأما حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. فهو ضعيف جدا كما بينه الزيلعي في نصب الراية (৮৫/১) ، وابن الهمام في الفتح (৪৫/১) . وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال: في مجموعته (৩৮০/২) ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة.
انتهى من كتاب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (১২৩)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিত্‌র এর দিন, কুরবানির দিন ও আরাফা'র দিন গোসল করতেন এ সংক্রান্ত হাদিসটি খুবই য'য়িফ। ইমাম যাইলা'য়ি (৮৫/১) (نصب الراية) ও ইমাম ইবনুল হুমাম (الفتح) (৪৫/১) এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিন প্রকারের গোসল করার কথা বর্ণিত আছে। ইহরামের গোসল, মক্কা প্রবেশের জন্য গোসল এবং আরাফা'র দিনের গোসল"।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ বিষয়ে খুব ভালাভাবেই অবগত ছিলেন, الحمد لله । তিনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। আপনি (الإرواء الجزء الأول (ص ١٧٦، ১৭৭) গ্রন্থে যা বলেছেন, সম্ভবত সে ব্যাপারে বিস্মৃতির শিকার হয়েছেন, উক্ত গ্রন্থে আপনার উক্তি ছিল নিম্নরূপ-
দুই ঈদের জন্য গোসল করা মুসতাহাব প্রমাণিত হওয়ার দলিলটি খুবই উত্তম। ইমাম বাইহাকি ইমাম শাফি'ই থেকে তিনি ইমাম জাযান থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আলিকে (রাদি.) গোসলের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, তুমি চাইলে প্রতিদিন গোসল করতে পারো। লোকটি বললো, আমি মুসতাহাব গোসলের ব্যাপারে প্রশ্ন করছি। তিনি উত্তর দিলেন, জুমু'আর দিন, আরাফা'র দিন, ঈদুল ফিত্‌র এর দিন ও কুরবানির দিন।
এ হাদিসের সনদ صحيح ।

ইমাম মালিক নাফি' থেকে বর্ণনা করেন। ইবনু উমার (রাদি.) ইহরামের জন্য গোসল করতেন। তিনি মক্কা প্রবেশের জন্য এবং আরাফা'য় অবস্থানের নিমিত্তে ঐ দিন বিকালে গোসল করতেন। তবে ইবনু তাইমিয়া সম্পর্কে কীভাবে এ ধারণা পোষণ করা যায় যে, তিনি এ হাদিস জানতেন না। আলবানি বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের উক্তি করেছেন। এর কারণ আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদিস- ২৪১

حمل راية المسلمين إلى حصون قريظة علي بن أبي طالب واستبق المسلمون يحتشدون حولها حتى إذا اقترب الجيش من منازل اليهود كان القوم لا يزالون على غوايتهم فقد نظروا إلى المسلمين ثم سبوا رسول الله ونساءه سبا قبيحا، فرأى علي أن يصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيدا عن أولئك السفهاء فاعترض طريقه وهو مقبل قائلا: يا رسول الله لا عليك أن تدنوا من هؤلاء الأخباث. فقال: لم أظنك سمعت لي منهم أذى. قال: نعم يا رسول الله. قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا ،فلما دنا من حصونهم قال: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ،قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا.

"বনু কোরাইযা'র দুর্গ অবরোধ করার নিমিত্তে আলি (রাদি.) মুসলিম সেনাপতি হিসেবে অভিযান পরিচালনা করলেন। মুসলমানদের যুদ্ধের পতাকা ছিল তার হাতে। মুসলমানগণ দুর্গের চারপাশে অবস্থানপূর্বক বিজয়ের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলেন। এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী ইহুদি বসতির খুব নিকটবর্তী পৌঁছে গেলেন। তারা দেখতে পেলেন, ইহুদি সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত ভ্রষ্টতায় অবিচল রয়েছে। তারা মুসলিম বাহিনীর নিকট তাকিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পত্নীদের অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে লাগলো। আলি (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ সকল নির্বোধ লোকদেরদের কুৎসা রটনা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। এ পন্থা অবলম্বনে তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, । ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ সকল অসভ্যদের মোকাবেলা করা আপনার জন্য শোভনীয় নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার কারণে কটু বাক্য শুনেছো, সম্ভবত এ কারণে কথাটি বলছো। আলি (রাদি.) বলেন, হ্যাঁ। ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা যদি আমাকে দেখতো, কখনো এ সকল কটুক্তি করতো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা কি তোমাদের অপমান করেননি। এবং তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করননি? তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আমরা অজ্ঞ ছিলাম না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । (تخريج السيرة (ص ৩১৩)

أخرجه ابن إسحاق عن الزهري مرسلا، وعنه ابن هشام (২/১৯৪، ১৯৫) ، ورواه الحاكم (২/৩৪، ৩৫) من حديث ابن عمر العمري

ইমাম হাকিম এর বর্ণনায় ইবনু উমার আল উমরি একজন দুর্বল রাভি। তবে এটির স্ব-পক্ষে কিছু مرسل শواهد রয়েছে, যা ।

منها ما ذكره عن الزهري، ومنها ما رواه ابن جرير عن قتادة، ومنها ما رواه ابن سعد في الطبقات (৩: ৭৭) من حديث حميد بن هلال،

সহিহ সনদে বর্ণিত এ তিনটি مرسل হাদিস ইবনু উমার এর موصول হাদিসের সাথে মিলিত হলে হাদিসটি শক্তিশালী হয়।

হাদিস- ২৪২

وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر : ريحها وشمها ولطفها خير له منك. ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (১/১৩৪/৭) بإسناد عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم إلى أبي بكر ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين لكنه مرسل، ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن الشعبي أن أبا بكر ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه، ثم أخرجه هو ومالك (৬/৭৬৭/৩) ، من طريق القاسم بن محمد نحوه، وكلها مراسيل وقد روي موصولا فقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس ... ذكره الزيلعي في نصب الراية (২৬৬/৩) ساكتا عليه. ورجاله ثقات غير عطاء الخراساني فإنه ضعيف مدلس ولم يسمع من ابن عباس.

انتهى من إرواء الغليل (৭: ২৪৪، ২৪৫) مع بعض الاختصار .

"আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর পুত্র আসিম এর লালন-পালন সংক্রান্ত মামলায় তার মায়ের পক্ষে রায় দেন। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রাদি.) উদ্দেশ করে বলেন, আসিম এর জন্য তার মায়ের ঘ্রাণ, গন্ধ ও কমনীয়তা তোমার চেয়ে উত্তম। নিম্ন সনদে বর্ণিত ইবনু আবি শাইবা'র أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (১/১৩৪/৭) بإسناد عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم إلى أبي بكر হাদিসটি য'য়িফ।

এ সনদের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তারা বুখারি-মুসলিম এর রাভি। তবে হাদিসটি مرسل। এ বিষয়ে ইবনু আবি শাইবা'র ভিন্ন একটি রেওয়ায়াত ও ইমাম মালিক এর একটি রেওয়ায়াত হলো নিম্নরূপ-

ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن الشعبي أن أبا بكر ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه، ثم أخرجه هو ومالك (৬/৭৬৭/৩) ، من طريق القاسم بن محمد نحوه،

এ সকল বর্ণনা مرسل। ইমাম আবদুর রায্‌যাক হাদিসটি موصول সনদেও রেয়ায়াত করেন।

فقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس ...

ইমাম যাইলা'য়ি (২৬৬/৩) (نصب الراية হাদিসটি উল্লেখ করে নীরবতা অবলম্বন করেন। আতা আল খুরাসানি নামক একজন য'য়িফ রাভি ব্যতীত এ হাদিসের সকল রাভি নির্ভরযোগ্য। আতা আল খুরাসানি ضعيف ও مدلس । তিনি ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে হাদিস শোনেননি।

انتهى من إرواء الغليل (৭: ২৪৪، ২৪৫) مع بعض الاختصار.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। সঠিক কথা হলো, হাদিসটি বিভিন্ন সনদে) لكثرة طرقه وتباينها) বর্ণিত হবার কারণে শক্তিশালী (قوي) হাদিসে পরিণত হয়েছে। إرسال ও انقطاع এর অভিযোগ হাদিসটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে পারে না। কেননা এটি হলো সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এর রেওয়ায়াত। তিনি উমার (রাদি.) এর যুগ পেয়েছেন এবং তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম শা'বির রেওয়ায়াত ভিন্ন সনদে متصل বর্ণিত হয়েছে।

كما رواه البيهقي (৮: ৫) بإسناده عن مجالد عن عامر عن مسروق

মাসরুক আবু বকর (রাদি.) এর যুগ পেয়েছেন এবং তার পেছনে নামায আদায় করেছেন। ইমাম বাইহাকি (৮: ৫) روى البيهقي بإسناده) আবুয যানাদ থেকে রেওয়ায়াত করেন, তিনি মদিনার ঐ সকল ফকিহদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, মদিনাবাসীগণ যাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তারা বলতেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত আসিম ইবনু উমারকে (রাদি.) লালন-পালনের জন্য আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) তার নানীর

দায়িত্বে হস্তান্তরের ফায়সালা প্রদান করেন। আসিমের মা ছিলেন তখন জীবিত ও বিবাহিত। এ রায় ছিল উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর বিপক্ষে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত ইবনু আব্বাস (রাদি.) এর রেওয়ায়াত এর সাথে মিলিত হলে হাদিসটি শক্তিশালী হয়।

হাদিস- ২৪৩

قال: وقضى أبو بكر علي عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة.
قاله أحمد

"আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর পুত্র আসিমকে কুবা'য় অবস্থানরত তার নানীর তত্ত্বাবধানে লালন-পালনের রায় প্রদান করেন। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) ছিলেন মদিনায়"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই। (২৪৫ :৭) انتهى من الإرواء)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, ইমাম আহমদ। (২৭৪ :২) كتاب العلل) হাদিসটির অর্থবোধক একটি বর্ণনা এনেছেন-

حدثنا عبد الله ابن بكر قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال عبد الله : قال أبي: ومحمد بن بكر البرساني قال أخبرنا سعيد عن قتادة قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال أبي :
وحدثناه الخفاف قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق امرأته أم عاصم فمر بها عمر وعاصم في حجرها فأراد أن يأخذه منها فتجاذبا بينهما حتى بكى الصبي فارتفعا إلى أبي بكر فقال أبو بكر لعمر: مسحها وريحها وحجرها خير له منك، حتى يشب الغلام فيختار
وفي بعض الروايات التي قبل هذا أنه قضى به لجدته كم تقدم. فالله أعلم.

উপর্যুক্ত সনদে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) তার স্ত্রী আসিমের মাকে তালাক দেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) পুত্রকে তার মায়ের কোল থেকে নিয়ে গেলেন। মায়ের কোল থেকে পুত্রকে নিতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়ে গেলো। এতে শিশুটি কেঁদে ওঠে। তারা উভয়ে আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) এর নিকট বিচার নিয়ে গেলো। আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর উদ্দেশ্যে বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তার জন্য মায়ের স্পর্শ, ঘ্রাণ ও কোল তোমার চেয়ে উত্তম। বোধ-জ্ঞান হবার পর বিষয়টি সন্তানের ইচ্ছাধীন থাকবে"।

وفي بعض الروايات التي قبل هذا أنه قضى به لجدته كم تقدم. فالله أعلم

হাদিস- ২৪৪

كان لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه.
عن ابن عباس
ضعيف جدا ... الأحاديث الضعيفة (৪২৫১)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর পানি ও সাদাকার মাল কারো দায়িত্বে অর্পন করতেন না। তিনি নিজ হাতেই এ কাজ করতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ খুবই ضعيف।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। ইবনু সা'দ 'তাবাকাত' কিতাবে হাদিসটি দুটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন।

الأول: قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي أخبرنا كثير بن زيد عن زياد بن أبي زياد مولى عياش بن أبي ربيعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت خصلتان لا يكلهما إلى أحد الوضوء من الليل حين يقوم والسائل حتى يعطيه.

উপর্যুক্ত সনদে বর্ণিত, দু'টি কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো দায়িত্বে অর্পন করতেন না। রাত্রীকালে যখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন উযুর পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব কারো উপর ন্যস্ত করতেন না। তিনি নিজ হাতেই প্রার্থীকে সদকা প্রদান করতেন"

الثاني: قال: أخبرنا الحسن بن سوار أبو العلاء الخرساني أخبرنا ليث بن سعد أن معاوية بن صالح حدثه أن أبا حمزة أن عائشة رضي الله عنها قالت: ... . الحديث. هـ. الطبقات الجزء الأول (ص২৬৯، ৩৭০)

হাদিস- ২৪৫

وعن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال : والذي نفسي بيده ... إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا

رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور.

"আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'এক দিনের পরিমাণ হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান' এ দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি উত্তর দিলেন। ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। এ দিনটি মুমিনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সহজ করে দেবেন। দুনিয়াতে এক ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায়ের সময় থেকেও কম হবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম আহমদ হাদিসটি ضعيف সনদে বর্ণনা করেন।

تخريج المشكاة (৩: ৬৭) رقم (৫৫৬৪)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। হাদিসটি ইমাম ইবনু হিব্বান সহিহ বলে অভিহিত করেন। وهو من رواية دراج عن أبي الهيثم । এ হাদিসের অর্থবোধক তিনি আর একটি شاهد রেওয়ায়াত করেন।

أخرجه ابن حبان في صحيحه فقال: أخبرنا ابن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة يهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب

হাদিস- ২৪৬

إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة، فيقول: رب أرحني ولو إلى النار.

عن ابن مسعود.

(ضعيف) ... الأحاديث الضعيفة

"কিয়ামতের দিন মানুষের ঘর্ম মুখ অবধি পৌঁছে যাবে। এক পর্যায়ে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের মুক্তি দিন। যদিও আমাদের পরিনাম হয় জাহান্নাম"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (ضعيف الجامع (৩: ৪৮) رقم (১৪৬০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা হাদিসটি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

أحدهما: من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه ابن حبان في صحيحه.

والآخر: من طريق شريك ومحمد بن إسحاق كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر كلاهما عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواه الطبراني في الكبير موقوفا من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا

এ সকল রেওয়ায়াত পরস্পর মিলিত হলে হাদিসটি শক্তিশালী হয়। এজন্য ইমাম হাইসামি বলেন, এ হাদিসের রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি।

হাদিস- ২৪৭

لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله تعالى عليه فيه مقال فلا يقول فيه فيلقى الله وقد أضاع ذلك فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: يا رب خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى.

عن أبي سعيد.

(ضعيف) ... تخريج الترغيب (১৬৯/৩)

"তোমাদের কেউ যেনো নিজেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে। নিজকে তুচ্ছ মনে করার পদ্ধতি হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর কোনো বিষয় করণীয় মনে হওয়ার পরও সে সত্যটি এ কারণে বর্জন করে যে, এতে মানুষ সমালোচনা করবে। সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, সে আল্লাহর একটি হক নষ্ট করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, এ কথাটি বলতে তোমাকে কে বারণ করলো? সে উত্তর দেবে। হে আমার রব! মানুষের ভয়ে। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, আমিই ছিলাম ভয় করার অধিকতর হকদার"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (১০৮০-৬৩৪৭) رقم (৬: ৮৮) (ضعيف الجامع

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। হাদিসটি صحيح হওয়াই প্রধান্য পাবার উপযুক্ত। হাদিসটি দুটি সনদে বর্ণিত-

كما رواه ابن ماجة في سننه فقال : حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد ... الحديث

তিনি বলেন, (الزوائد) এ হাদিসের সনদ صحيح এবং রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। এ ব্যপারে আমার বক্তব্য হলো, তার কথা যথাস্থানে সঠিক। আবু সাঈদ থেক আবুল বুখতারি'র শোনার বিষয়ে বিরোধ থাকলেও হাদিসটির দ্বিতীয় সনদ এটিকে শক্তি যেগায়।

قال ابن ماجة حدثنا علي بن محمد ثنا محمد بن فضيل ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة ثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول : ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس

ইমাম ইব্ন মাজা নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, অন্যায়

দৃষ্টিগোচর হবার পর তাকে ঘৃণা করতে তোমাকে কে বারণ করলো? আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে এর উত্তর শিখিয়ে দেয়ার পর সে বলবে, আমি আপনার নিকট আশা পোষণ করেছি এবং মানুষের নিকট থেকে পৃথক থাকার চেষ্ঠা করেছি।
তিনি বলেন, (الزوائد) এ হাদিসের সনদ صحيح এবং এর রাভিগণ নির্ভরযোগ্য।

হাদিস- ২৪৯

كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته.
ابن السني وأبو نعيم في الطب - عن عائشة. وأبو نعيم عن أبي هريرة
ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (৭৫৮)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হলে, অধিকহারে স্বীয় দাড়ি মুবারক স্পর্শ করতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (انتهى من ضعيف الجامع (৪: ১৭৮) رقم (৪৩৬০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা প্রশ্নবোধক। কেননা ইমাম ইবনু হিব্বান (في صحيحه) হাদিসটি ভিন্ন সনদে রেওয়ায়াত করেছেন।

فقال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة ... فذكره.

হাদিসটির সনদ حسن। এটি السلسلة الضعيفة গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসের সাথে মিলিত হলে صحيح এর স্তরে উন্নীত হয়। এ জন্য ইমাম ইরাকি ও হাইসামি এটিকে حسن হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন।

হাদিস- ২৫০

من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا
عن علي
ضعيف ... تخريج المشكاة (২৫২১) تخريج الترغيب (১৩৪/২)

"যে ব্যক্তি এমন কোনো পাথেয় অথবা বাহনের মালিক হয়, যা দ্বারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। এতদসত্ত্বেও সে হজ্ব করেনি, সে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (ضعيف الجامع (৫: ২৫৩) رقم (৫৮৭৩، ৯৭৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা প্রশ্নবোধক। কেননা উমার (রাদি.) পর্যন্ত এ হাদিসের একটি شاهد রয়েছে, যার সনদ موقوف।

قال أبو نعيم في الحلية (৯: ২৫২) ثنا محمد بن أحمد ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة ثنا سفيان عن الأوزعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب قال : (من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهوديا أو نصرانيا)
ورواه البيهقي (৪: ৩৩৪) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر.

এ ধরনের হাদিস আবু উমামা (রাদি.) এর হাদিসের পক্ষে شاهد হবার উপযুক্ত। যা مرفوع হাদিসের সমতুল্য। রায় ও বিবেকতাড়িত হয়ে এ ধরনের কথা বলা যায় না। যার কারণে আবু উমামা (রাদি.) এর

হাদিস বর্ণনা করার পর ইমাম বাইহাকি বলেন, এ হাদিসের সনদ মজবুত না হলেও এর স্ব-পক্ষে উমার (রাদি.) এর একটি شاهد পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেন।

হাদিস- ২৫১

يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا

"ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাকিফ গোত্রের তীরসমূহ আমাদের জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনি তাদের জন্য বদ-দো'য়া করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাকিফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (أخرجه الترمذي (৩৭৯/৩) عن أبي الزبير عن جابر) ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি حسن ও صحيح । নাসিরুদ্দিন আলবানি আরো বলেন, আবুয যুবাইর একজন مدلس রাভি। তিনি عنعنه পদ্ধতিতে হাদিস বর্ণনা করেন। তবে ইমাম আহমদ (৩৪৩/৩) أحمد আবদুর রহমান ইবনু সাবিত থেকে এ হাদিসের পক্ষে একটি متابعة বর্ণনা করেছেন। তিনি জাবির (রাদি.) থেকে হাদিস শোনেননি। ইমাম ইবনু মুঈন এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

انتهى من تخريج فقه السيرة (ص ৩৯৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। ইমাম তিরমিযি'র কথাই সঠিক। 'তিনি জাবির (রাদি.) থেকে হাদিস শোনেননি' ইমাম ইবনু মুঈন এর অভিযোগের জবাব হলো, ইমাম বুখারি (৩০২ ،৩০১ :৫) (التاريخ الكبير) ও ইবনু আবি হাতিম (২৪০/৫) الجرح والتعديل) তার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন।

হাদিস- ২৫২

حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني

"উসমান বিন আবিল আস এর হাদিস, তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করার পর চল্লিশ দিনের আগে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকটবর্তী হইও না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ইমাম দারিমি (২২৯ /১) (سنن ও ইবনুল জারুদ (৬৩) المنتقى ص) সহিহ সনদে عن الحسن عن عثمان বর্ণনা করেন। যদি হাসান বসরি উসমান বিন আবিল আস থেকে শুনে থাকেন, তবে হাদিসটি صحيح। এই অধ্যায়ে নিম্ন সনদে ভিন্ন আর একটি ضعيف হাদিস রয়েছে।

(الإرواء (১: ২২৭) رقم (২১২)

عن عائذ بن عمرو أخرجه الدارمي (২৩০/১) ، والدارقطني ص (৮২) من طريق الجلد بن أيوب،

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এ অধ্যায়ে তৃতীয় আর একটি হাদিস (أثر) রয়েছে। যা ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন। (৬ ،৫/ ৫) التاريخ الكبير)

قال أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن هشام عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمرو بن لويم له قال: ولدت امرأته فجاءته بعد عشرين ليلة فقال: تريدين أن تخدعيني والله حتى يتم لك أربعون

এ হাদিসের রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি। عبد الله بن عمرو بن لويم সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার আলোচনা করেছেন। তবে তিনি তার পিতা ও দাদার নামের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে বলে বর্ণনা করেন। (الإصابة (৩: ৩৫২، ৩৫৩)

হাদিস- ২৫৩

قال ابن عمر في المصاحف: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها

"ইবনু উমার (রাদি.) আল কুরআন বেচা-কেনার ব্যাপারে বলেন, আমি চাই, যারা আল কুরআন বেচা-কেনা করবে, তাদের হাত কেটে ফেলা হোক"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইবনু আবি শাইবা (১ /১৮৪-৮) المصنف (নিম্ন সনদে বর্ণিত হাদিসটি ضعيف।

من طريق ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

তিনি হাদিসটির ভিন্ন একটি সনদ উল্লেখপূর্বক বলেন, এটি منقطع । আবার তিনি বলেন, এটি متصل হলেও তার রাভি হলো জাবির আল জু'ফি। তিনি একজন .متروك রাভি।

من الإرواء جـ (৫ ص ১৩৭) رقم (১২৯৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা প্রশ্নবোধক। কেননা জাবির আল জু'ফি হাদিসটি একা রেওয়ায়াত করেননি।

كما قال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف (ص ১৮০) حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شريك وقيس عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر فذكره.

হাদিসটির সনদ حسن। এটি দ্বারা পূর্বের হাদিস শক্তিশালী হয়।

হাদিস- ২৫৪

عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة قال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال : اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب

رواه أبو داود.

"আযরাক ইবনু কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একজন ইমামের পেছনে নামায আদায় করলাম। যার উপনাম হলো, আবু রামসা। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে এই নামায অথবা এ ধরনের নামায আদায় করেছি। তিনি আরো বলেন, আবু বকর ও উমার (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডানে সামনের সারিতে নামায আদায় করতেন। সে নামাযে একজন ব্যক্তি তাকবিরে উলা'র সাথে শরিক ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন এবং ডানে বামে সালাম ফেরালেন। এতে আমরা তার গণ্ডদেশ মুবারক এর শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি। অতঃপর তিনি ঘুরে গেলেন। নামাযে তাকবিরে উলা'র সঙ্গে শরিক থাকা ব্যক্তিটি নফল আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, উমার (রাদি.) আক্রমণোদ্ধত হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তার ঘাড়ে নাড়া দিয়ে বললেন, বসো। আহলে কিতাবদের ধ্বংসের এটিই প্রধান কারণ ছিল যে, তারা (ফরজ ও নফল) নামাযের মাঝে ব্যবধান রাখতো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে দৃষ্টি তোলে বললেন। হে খাত্তাব-পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দান করুক।

নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করে বলেন, এখানে আশআস বিন শু'বা নামক একজন দুর্বল রাভি আছেন। وهو لين كما قال الذهبي । মিনহাল বিন খলিফা থেকে বর্ণনা করে আসকালানিও তাকে ضعيف বলে ইঙ্গিত করেন। (تخريج المشكاة (১: ৩০৭)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত কথাটি আপত্তিকর। ইমাম আহমদ (في مسنده) হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

فقال حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبد بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره بمعناه مختصر
ورواه عبد الرزاق وأبو يعلى وغيرهما.

এ হাদিসের রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি।

হাদিস- ২৫৫

عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي (ص) قالت: إن رجلا سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله (ص) إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.

"জাবির ইবনু আবদিল্লাহ উম্মু কুলসূম থেকে তিনি আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রাদি.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, যে স্ত্রী সহবাস করলো অথচ বীর্যপাত করলো না। তাদের উপর কি গোসল ওয়াজিব হবে? তখন আয়িশা (রাদি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি ও আয়িশা এমন করি অতপর আমরা গোসল করি"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, নিম্নসনদে বর্ণিত হাদিসটি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

وهذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
التعليق بالحاشية (رقم ৩ ص ৩৫)

এর পূর্ববর্তী রাভি হলেন -

عياض بن عبد الله عنه وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري المدني نزيل مصر

এ রাভি সম্পর্কে ইবনু হাজার এর মন্তব্য হলো তিনি দুর্বল। قال الحافظ: فيه لين
হাদিসটি অন্যান্য রাভিগণও আয়িশা (রাদি.) পর্যন্ত موقوف বর্ণনা করেন। এটিই সঠিক।

كما بينته في سلسلة الأحاديث الضعيفة. انتهى من الحاشية على مختصر صحيح مسلم للمنذري ص (৪৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত কথার উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করা যায়।
এক. আবুয যুবাইর এর হাদিস সম্পর্কে এবং তার বিরুদ্ধে مدلس হওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে। এর উত্তর হলো, তাঁর বর্ণিত صحيح হাদিসটি موقوف হলেও এটি سماع তথা শোনার পর্যায়ে। ইবনুস সালাহ, ইমাম নবভি ও ইরাকিসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন।
দুই. হাদিসটি আয়াজ থেকে বর্ণনা প্রসঙ্গ। এর উত্তর হলো, হাদিসটি রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তিনি একক নয়। ইবনু ওয়াহাব থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে ইবনু লাহি'য়া তার متابعت করেছেন।

كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره . وقد أشار إليه في السلسلة الضعيفة ولكنه عزاه إلى المدونة

তিন. হাদিসটি موقوف হওয়া সঠিক প্রসঙ্গ। এর জবাব হলো, এই প্রকারের موقوف কখনো مرفوع এর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। কেননা আয়িশা (রাদি.) নিজেই বলেন, 'আমার এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে এমন হয়, অতঃপর আমরা গোসল করি'। তিনি এ বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন। এমন খবর مرفوع এর স্থলাভিষিক্ত। এ ক্ষেত্রে আয়িশা (রাদি.) এর বর্ণনা স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনার সমতুল্য। এ জন্য আয়িশা (রাদি.) এর বর্ণনা মতে আমল অব্যাহত রয়েছে। আয়িশা (রাদি.) এ উক্তিটির ভিন্ন একটি উদাহরণ রয়েছে। আয়িশা (রাদি.) বলেন,

كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد. متفق عليه.

"আমি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পাত্র থেকে গোসল করতাম"।
এ হাদিসের ব্যাপারে কেউ موقوف এর অভিযোগ করেননি।

হাদিস- ২৫৬

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها
رواه مسلم .

"আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে ঐ ব্যক্তি, যে স্ত্রী সহবাসের গোপন বিষয় মানুষের কাছে প্রকাশ করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, আমি হাদিসটি অনুসন্ধান করে দেখলাম। এটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও সনদের ক্ষেত্রে দুর্বল। এতে উমার ইবনু হামযা আল উমরি নামক একজন ضعيف রাভি আছেন।

(كما قال في التقريب) ইমাম যাহাবি ((الميزان)) বলেন, ইমাম য়াহয়া ইবনু মুঈন ও নাসায়ি তাকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, তার হাদিসসমূহ অগ্রহণযোগ্য। (أحاديثه مناكير) ইমাম যাহাবি তার হাদিস আলোচনা করার পর মন্তব্য করেন, এটি উমার থেকে বর্ণিত একটি منكر হাদিস । হাদিস শাস্ত্রের উপর্যুক্ত ইমামদের বক্তব্যের ফলাফল হলো, হাদিসটি ضعيف । এটি صحيح হাদিস নয়। ইবনুল কাত্তান ((الفيض)) মীমাংসামূলক উক্তি করে বলেন, ইমাম য়াহয়া ইবনু মুঈন উমারকে ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, أحاديثه مناكير । সুতরাং হাদিসটি حسن হতে পারে। صحيح নয়।

নাসিরুদ্দিন আলবানি আরো বলেন, ইবনুল কাত্তান একটি ضعيف হাদিসকে কীভাবে حسن বলতে পারলেন। মনে হয়, তিনি সহিহ ((الصحيح)) আতঙ্কে ভূগছিলেন। (সহিহ মুসলিম এর হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করতে ভয় পেয়েছিলেন) এ পর্যন্ত আমি হাদিসটিকে মজবুত হাদিস হিসেবে স্থির করার কোনো প্রমাণ পাইনি।

انتهى من آداب الزفاف ص ٦٢ مع بعض الاختصار. . الله أعلم

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত কথা আপত্তিকর। হাদিসটি صحيح হওয়ার দিকটিই প্রাধান্য। উমার ইবনু হামযা আল উমরি'র হাদিসকে নিঃশর্তে ضعيف বলা যাবে না। তাকে অনেক মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম ইবনু হাজার (التهذيب) এ বিষয়ে ইঙ্গিত

করেছেন। ইমাম মুসলিম তার নিকট থেকে ঐ সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা তার মুখস্ত ছিল। এটি সে সব হাদিসের অন্তর্ভূক্ত। তদুপরি এটির অর্থবোধক ভিন্ন সনদে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ১০০ নং হাদিসে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। 'এ পর্যন্ত আমি হাদিসটিকে মজবুত হাদিস হিসেবে সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো কোনো প্রমাণ পাইনি' এর উত্তর হলো, এ বিষয়ে আসমা বিনতে য়াযিদ এর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যার শেষাংশ হলো, فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» "তোমরা এমন আচরণ করো না। এটা হলো, শয়তান দম্পতির কাজ। যেমন- দুই জন শয়তান নারী-পুরুষের পথে দেখা হলো, অমনি তারা মানুষের সামনে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে গেলো"।

এ হাদিসের স্ব-পক্ষে আমি অনেক شواهد উল্লেখ করেছি এবং এ গুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছি। এটি আবু সাঈদ (রাদি.) বর্ণিত ضعيف সাব্যস্ত হওয়া হাদিসের অর্থবোধক। অতএব কীভাবে বলতে পারেন, 'এ পর্যন্ত আমি হাদিসটিকে মজবুত হাদিস হিসেবে সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো কোনো প্রমাণ পাইনি' فالله المستعان

হাদিস- ২৫৭

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح

"জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তোমাদের কারো জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করা বৈধ হবে না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (التعليق على مختصر صحيح مسلم) এটি জাবির (রাদি.) থেকে আবুয যুবাইর এর معنعن বর্ণনা। এটি সে সব হাদিসের অন্তর্ভূক্ত, যে হাদিসসমূহের ব্যাপারে ইমাম যাহাবি বলেছেন, সহিহ মুসলিমে এমন কিছু হাদিস রয়েছে, যেখানে আবুয যুবাইর ও লাইস কর্তৃক জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসসমমূহে শোনার (السماع) বিষয়টি স্পষ্ট করেননি। অতএব এ সকল হাদিসের ব্যাপারে মনে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উক্তিটি প্রশ্নবিদ্ধ। صحيح হাদিসে বর্ণিত আবুয যুবাইর এর সকল হাদিস سماع তথা শোনার পর্যায়ভূক্ত। كما تقدم । তেমনিভাবে আবুয যুবাইর জাবির (রাদি.) থেকে শোনার বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি করেছেন। (৩৪৭ :৩) كما رواه أحمد في مسنده

অনেক সহিহ হাদিসে ভিন্ন ভিন্ন সনদে মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

হাদিস- ২৫৮

عن جابر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو

"জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুলুখ ব্যবহার করতে হবে বে-জোড়। শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ হবে বে-জোড়। সাফা-মারওয়া'র সাঈ হবে বে-জোড়। তাওয়াফ করতে হবে বে-জোড়। তোমাদের মধ্যে কেউ পবিত্রতা হাসিলের জন্য পাথর ব্যবহার করলে সে যেন বে-জোড় পাথর ব্যবহার করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাসিটি আবুয যুবাইর এর বর্ণনা। এ বর্ণনা عنعنه পদ্ধতির।

(التعليق على مختصر صحيح مسلم (ص১৯৩)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, صحيح হাদিসে বর্ণিত আবুয যুবাইর এর সকল হাদিস سماع তথা শোনার পর্যায়ভূক্ত। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তদুপরি বর্ণনাটি বিভিন্ন হাদিসে সহিহ সনদে প্রমাণিত।

হাদিস- ২৫৯

خذل عنا فإن الحرب خدعة
(الشيرازي في الألقاب) عن نعيم الأشجعي
ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (৩৭৬৫)

"আমাদের সাহায্য পরিত্যাগ করো। কেননা যুদ্ধ হলো এক প্রকারের কৌশল"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (ضعيف الجامع (৩: ১১৮) رقم (২৮১৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত উক্তি প্রশ্নবিদ্ধ। হাদিসের শেষাংশটি বিভিন্ন সনদে সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে। এ কথাটি তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদিসের প্রথম অংশটি ইমাম বাইহাকি রেওয়ায়াত করেছেন।

فقال البيهقي في دلائل النبوة (৩: ৪৪৫، ৪৪৬) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال : فحدثني رجل عن ... عبد الله بن كعب بن مالك قال: جاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى ... رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي فمرني أمرك ... إلخ.

ইমাম বাইহাকি ভিন্ন সনদ ও ভিন্ন মতনে হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

ثم قال (ص ৪৪৭) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : كان نعيم رجلا نموما فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ﷺإن يهود قد بعثت إلي إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالا رهنا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم ۔فخرج من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاهم فأخبرهم ذلك فلما ولى نعيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الحرب خدعة

আয়িশা (রাদি.) বলেন, নাঈম ছিল চোগলখোর প্রকৃতির লোক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, ইহুদিরা আমার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠিয়েছে যে, যদি তোমার সাথে আমাদের এ ব্যাপারে সমঝোতা হয়ে যে, কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পণ-বন্দি হিসেবে তোমার নিকট রাখবে, তুমি তাদেরকে হত্যা করবে। সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে বের হয়ে তাদের নিকট খবরটি পৌঁছালো। নাঈম চলে যাবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধ হলো এক প্রকারের কৌশল"।

সনদটি حسن। ইমাম ইবনু হাজার দীর্ঘ বর্ণনা সহকারে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন এবং নীরবতা অবলম্বন করেছেন। (فتح الباري (৭: ৪০২)

হাদিস- ২৬০

وعن سعيد بن عبد العزيز قال : لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي - صلى الله عليه
رواه الدارمي.

"সাঈদ বিন আবদুল আযিয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'হার্‌রা'র দিন সমূহে মসজিদে নবভিতে তিন দিন আযান-ইকামত হয়নি। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এ সময়ে মসজিদ ছেড়ে কোথাও যাননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর থেকে একটি গুণগুণ শব্দ দ্বারা তিনি নামাযের সময় নির্ণয় করতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (تخريج المشكاة (৩: ২০০) رقم (৫৯৫১)

এ সনদে এমন কিছু রাভি রয়েছে, যারা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তালগোল (اختلاط) পাকিয়ে ফেলেন।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত উক্তি প্রশ্নবিদ্ধ। হাদিসটি ভিন্ন সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

قال ابن سعد في الطبقات (৫: ১৩২) أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي قال : أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن المسيب ... فذكره بمعناه.

এটি ইমাম দারিমি'র হাদিসকে শক্তি যোগায় এবং হাদিসটির প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম দলিল।

হাদিস- ২৬১

وعن مسروق قال: لقيت عمر فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع قال: عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (الأجدع شيطان)
رواه ابو داود وابن ماجة.

"তাবি'ই মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার (রাদি.) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, আপনার নাম কি? আমি বললাম। মাসরুক ইবনুল আজদা'। তিনি বললেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আজদা' হলো এক প্রকার শয়তান"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (تخريج المشكاة (২: ৫৬৮) رقم (৪৭৬৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত উক্তি প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি মাজালিদ বিন সাঈদ এর কারণে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একক নয়।

قال أحمد قال في كتاب العلل جـ ১: ص ৪৬) : ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق فذكره ...

وقال ابن سعد في الطبقات (৬: ৭৬) أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: كان اسم أبي مسروق الأجدع فسماه عمر عبد الرحمن

এ সকল রেওয়ায়াত এর কারণে হাদিসসমূহের শক্তি বর্ধিত হয়।

হাদিস- ২৬২

الحياء والإيمان مقرونان ولا يفترقان إلا جميعا
ضعيف ... الروض النضير (১০২৩)

“লজ্জা ও ঈমান পরস্পর সংযুক্ত। এ দু’টি এক সঙ্গেই বিচ্ছিন্ন হয়”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (২৮০৭) رقم (৩: ১১৬) (ضعيف الجامع

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি’র উপর্যুক্ত উক্তি ঠিক নয়। কেননা এ হাদিসের একটি شاهد রয়েছে।

. قال أبو نعيم في الحلية (جـ৪: ص ২৯৭حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد ثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا جرير بن حازم عن ... يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر

মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আলি ব্যতীত এ হাদিসের সকল রাভি নির্ভরযোগ্য। তিনি ইবনুল মুহরিম নামে পরিচিত। (৩২১ ،৩২০ :১) (ترجمة الخطيب في تاريخ بغداد ইমাম আল বুরকানি বলেন, রাভি হিসেবে তিনি তেমন দুর্বল নয়। ইমাম হাকিম (২২ :১) নিম্নোক্ত সনদে হাদিসটি রেওয়ায়াত করার পর বলেন, এটি বুখারি-মুসলিম এর শর্ত-সাপেক্ষ একটি সহিহ হাদিস। এই দুই জন ইমাম হাদিসটি উপর্যুক্ত শব্দে বর্ণনা না করলেও এটি দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন। ইমাম যাহাবি (عن أبي موسى (طس)) তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

وقد رواه الحاكم من وجه آخر عن موسى بن إسماعيل به.

হাদিস- ২৬৩

اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا

عن ابن مسعود. ... ضعيف أبي داود (১৭২)

“হে আল্লাহ! আমাদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ সংশোধন করে দিন। আমাদের অন্তরসমূহে মহব্বত সৃষ্টি করে দিন। আমাদের শান্তির পথের দিশা দান করুন। আমাদেরকে অন্ধকারের পথ থেকে রক্ষা করে আলোর পথে মুক্তি দিন। অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখন। হে আল্লাহ! আমাদের শ্রবনশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিতে বরকত দান করুন। আমাদের অন্তর, স্ত্রী-পরিজন ও বংশধরে বরকত দান করুন। আমাদের প্রতি রহম করুন। নিশ্চয় আপনি অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। আপনার নেয়ামত গ্রহণ করার পর তার প্রশংসার্পূবক আমাদেরকে নেয়ামতের শোকর আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমাদের উপর নেয়ামতসমূহের পূর্ণতা দান করুন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (১২৭২) رقم (انتهى من ضعيف الجامع ১: ৩৫৬

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি’র উপর্যুক্ত উক্তি প্রশ্নবিদ্ধ। এ সনদে শরিক বিন আবদুল্লাহ আল কাজি ব্যতীত এমন কোনো রাভি নেই, যার ব্যাপারে আপত্তি করা যেতে পারে। অথচ ইবনু জুরাইজ তার হাদিসের متابعت করেছেন। (২৬৫ :১) كما رواه الحاكم في مستدركه । ইমাম হাকিম হাদিসটি সহিহ বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম যাহাবি (تلخيص) তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

হাদিস- ২৬৪

إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة، ولكن يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور» .

حياة الأنبياءعن أنس

ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (২০২)
"চল্লিশ দিন পর নবি-রসূলদেরকে তাদের কবরে রাখা হয় না। তারা সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত আল্লাহর সামনে নামায আদায় করেন"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (২০২)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করলেও অন্য জায়গায় স্ব-বিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি এ হাদিসের অর্থবোধক নিম্নের হাদিসটি উল্লেখ করে এটিকে সহিহ বলে মন্তব্য করেন। الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون
(السلسلة الصحيحة المجلد الثاني رقم (৬৩১)
তিনি আরো বলেন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি হাদিসটি ضعيف মনে করতাম। পরবর্তীতে এটি শক্তিশালী হাদিস হিসেবে আমার নিকট প্রতিভাত হয়। (إسناد قوي) অতপর তিনি বলেন, এ হাদিস দ্বারা নবি-রসূলদের যে হায়াত প্রমাণিত হয় তা হলো, কবরের জীবন। দুনিয়ার হায়াত নয়। এ বিষয়ে ঈমান রাখা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। এটিকে দুনিয়ার জীবনের মতো মনে করা ভুল। হাদিসে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে, তাতেই ঈমান আনা জরুরি। এ জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা ঠিক নয়। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এক শ্রেণির বিদ'আতি সম্প্রদায় এ জীবনকে দুনিয়ার প্রকৃত জীবন মনে করে বলে থাকে, নবি-রসূলগণ সেখানে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসও করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি হলো কবরের জীবন। এর প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদিস- ২৬৫

قال: وفزعت خزاعة لما حل بها فبعثت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن سالم يقص عليه نبأها فلما قدم المدينة وقف على النبي - صلى الله عليه وسلم وه وجالس في المسجد بين ظهراني الناس يقول

???? ... يا رب إني ناشد محمدا ... ???? ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا
??? ... قد كنتم ولدا وكنا والدا ... ??? ... ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا
??? ... فانصر هداك الله نصرا اعتدا ... ?? ... وادع عباد الله يأتوا مددا

"কোরাইশ জোট-ভুক্ত বনু বকর বাহিনী খোযা'আ গোত্রে অভিযান পরিচালনা করলে তারা ভীত হয়ে পড়লো এবং উমার ইবনু সালিমকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করলো। তাকে পাঠনোর মূল লক্ষ ছিল, সে যেনো তাদের উপর বনু বকর এর আক্রমণের পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। মদিনায় আগমন করে সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এমন সময়ে প্রবেশ করলো, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নবভিতে সাহাবায়ে কেরামের সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় সে উপর্যুক্ত পংক্তিমালা আবৃত্তি করতে লাগলো।
"হে আমাদের রব! আমি মুহাম্মদ এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করছি। যিনি হলেন আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের চুক্তিবদ্ধ বন্ধু-গোত্রের সর্দার।
আপনারা হলেন পুত্র সমতুল্য। আমরা এমন পিতার অসনে অধিষ্টিত, যে সন্তানের মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয়। আমরা আপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল। এ আনুগত্য হলো চির দিনের। আপনি

আমাদেরকে যথাযথ সাহায্য প্রদান করুন এবং আমাদের সাহায্যার্থে আল্লাহর বান্দাদের (সাহাবায়ে কেরামদের) আহ্বান করুন"।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদনের জবাবে বললেন, হে উমার ইবনু সালিম! আপনাকে যথাযথ সাহায্য প্রদান করা হবে।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف.(ص ৩৭৩) تخريج فقه السيرة) তিনি এ হাদিসের সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, (مع بعض التصرف)

رواه ابن هشام (২৬৫/২) ، وابن جرير (৩২৫-৩২৪/২) عن ابن إسحاق بدون إسناد، وصله الطبراني في المعجم الصغير (ص ২০২) ، وكذا في الكبير من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها بإسناد ضعيف

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উক্তিটি সঠিক নয়। কেননা এটি ভিন্ন সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

كما رواه البزار. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث انبأنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن قائد خراعة قال ... فذكره مختصرا

ইমাম হাইসামি (مجمع الزوائد) বলেন, ইমাম আল বায্যায হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন। মুহাম্মদ বিন আমর ব্যতীত এ হাদিসের সকল বর্ণনাকারী সহি হাদিসের রাভি। তার হাদিস حسن। (৬ ،১৬২) ইমাম ইবনু হাজার বলেন, (৫২০ :৭) فتح الباري) হাদিসটির সনদ موصول ও حسن ।

হাদিসটি আরো দুটি সনদ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (১৪، ৪৭৩، ৪৭৫) عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب مرسلا بمعناه مطولا. ورواه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا

এ সনদে উমার ইবনু সালিম এর কবিতাটি উল্লেখ নেই। (৪৮২ ،৪৮১ ،৪৮০ص) ইমাম ইবনু হাজার (فتح الباري৭: ৫২০) এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। এ সকল রেওয়ায়াত সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী হাদিস হিসেবে গণ্য হয়। যার কারণে ইমাম ইবনু হাজার মাইমুনা (রাদি.) এর হাদিসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেন।

হাদিস- ২৬৬

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام

عن عبد الله بن يسر

ضعيف ... تخريج المشكاة (৮৯) الأحاديث الضعيفة (১৮৬২)

"যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতপন্থি লোককে সম্মান করলো, সে ইসলাম ধ্বংসে সহায়ক ভূকিকা পালন করলো।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف। (৫৮৮৯ رقم (২৫৬ :৬) ضعيف الجامع)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উক্তিটি সঠিক নয়। হাদিসটি حسن এবং নিম্ন সনদের একটি প্রসিদ্ধ হাদিস। (৯৭ :৬ و ২১৮ :৫) كما أشار إليه أبو نعيم في الحلية) ।

من رواية عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر

নিম্নবর্ণিত ইমামগণ হাদিসটির একটি شاهد রেওয়ায়াত করেন।

له شاهد عند الطبراني وأبي نعيم في الحلية (৬: ৯৭) ، والطبراني في الكبير قاله في مجمع الزوائد (১:১৮৮)

এ সনদে بقية بن الوليد নামক একজন ضعيف রাভি আছেন। তার সম্পর্কে تدليس এর অভিযোগ থাকলেও ইমাম আবু নাঈম তার নিকট থেকে سماع এর বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। إبراهيم بن ميسرة থেকে বর্ণিত হাদিসে তার একটি شاهد রয়েছে, যা مرسل । এ হাদিস সম্পর্কে مشكاة এ বর্ণিত আছে, رواه البيهقي في شعب الإيمان । আলবানি (৬৬ :১) تخريج المشكاة (হাদিসটি সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করে বলেন, হাদিসটি موصولا ومرفوعا বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘায়িত হয়েছে। এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, হাদিসটি حسن স্তরে উন্নীত।

হাদিস- ২৬৭

وعن معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه

رواه الترمذي.

"মু'আজ বিন জাবাল (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি উযু করার পর পরিধেয় কাপড়ের পার্শ্বদেশ দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল মুছে নিতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف এবং এটি غريب হাদিস। এ সনদে رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي দু'জন ضعيف রাভি।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করেই এমন মন্তব্য করেছেন। অথচ তিনি অন্যত্র হাদিসটি (قو ي) শক্তিশালী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি صحيح ابن ماجة رقم (১: ৮৭ (৩৭৯) গ্রন্থে সালমান ফারেসি (রাদি.) এর হাদিস বর্ণনা করার পর এটি حسن বলে মন্তব্য করেন।

হাদিস- ২৬৮

وعن عائشة رضي الله عنها قال: كانت لرسول الله خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء

رواه الترمذي.

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি বস্ত্রখণ্ড ছিল, যা দ্বারা তিনি উযু করার পর স্বীয় অঙ্গসমূহের পানি শুকিয়ে নিতেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ মজবুত নয়। আবু মু'আয আল রাবি মুহাদ্দিসগণের নিকট একজন ضعيف রাভি হিসেবে পরিচিত। (من المشكاة جـ (১ ص ১৩২)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করেই এমন মন্তব্য করেছেন। অথচ তিনি অন্যত্র হাদিসটি حسن বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (৪৭০৬) رقم (২৪২ :৪) صحيح الجامع) الأحاديث الصحيحة (২০৯৯)

হাদিস- ২৬৯

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد

عن أبي أمامة بن عساكر عن أبي الدرداء عن سلمان. ابن السني - عن جابر

"তোমরা রাত্রীকালীন নামাযের প্রতি যত্নবান হও। কেননা এটি হলো পূর্ববর্তী নেককারদের নৈমিত্তিক আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম। এটি পাপাচার থেকে মানুষকে দূরে রাখে এবং পাপ মোচন করে। শারীরিক রোগ-ব্যাধী বিতাড়ন করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (৩৭৯৩) رقم (৫০ :৪) حاشية ضعيف الجامع) বলেন, হাদিটির শেষ বাক্যটির কারণেই আমি এটি নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছি।(ومطردة للداء عن الجسد) নতুবা এ হাদিসের কোনো গ্রহণযোগ্য شاهد আমি পাইনি। সম্পূর্ণ হাদিসটিও আমি কোনো সহিহ কিতাবে দেখিনি।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটি তার একটি ভ্রান্তি। হাদিসটি নিম্নবর্ণিত গ্রন্থদু'টিতে তিনি সংকলন করেছেন। صحيح الجامع (৪: ৫০) رقم (৩৯৫৮) وكذلك في الإرواء (২: ২০২) . والله أعلم

হাদিস- ২৭০

كان يقلس له يوم الفطر
- عن قيس بن سعد
ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (৪৩৮৫)

"ঈদুল ফিত্‌র এর দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সামরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা জাবির আল জু'ফি ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একমাত্র রাভি নয়। আবু ইসহাক আল সাবি'ই ইমাম ইবনু মাজা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (الزوائد) বলেন, হাদিসটি صحيح এবং (ثقات) রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। (৩৯১ :১) شرح السندي) আয়ায আল আশ'আরি বর্ণিত এ হাদিসের একটি شاهد বর্ণিত আছে। যা ইমাম ইবনু মাজা সংকলণ করেছেন।

انتهى من ضعيف الجامع (৪: ২২৯) رقم (৪৫৯৮)

হাদিস- ২৭১

إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك
أبو نعيم في كتاب السواك والسجزي في الإبانة عن علي
... الأحاديث الضعيفة (২২৭৪)

"তোমাদের মুখ দ্বারা আল কুরআন তেলাওয়াত হয়। অতএব মিসওয়াক দ্বারা তা পবিত্র রাখো"

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি খুবই ضعيف ।

انتهى من ضعيف الجامع (২/৩৩) رقم (১৪০১)

তিনি গ্রন্থের পাদটীকায় বলেন, হাদিসটি ভিন্ন ভাষায়ও বর্ণিত হয়েছে। এখানে মিসওয়াক দ্বারা তা পবিত্র রাখার বিষয়টি উল্লেখ নেই। (১২১৩ (الأحاديث الصحيحة)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি নিম্নোক্ত ভাষায় সংকলন করে এটিকে صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন- أفواهكم للقرآن فطهروا হাদিসের উপর্যুক্ত বাক্য ও এ বাক্যের মধ্যে অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই।

(السلسلة الصحيحة رقم (১২১৩) الجزء الثالث ص (২১৫)

হাদিস- ২৭২

إن الله تعالى ليعجب من الشاب ليست له صبوة
عن عقبة بن عامر... الأحاديث الضعيفة(২৪২৬)

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা এমন যুবককে পছন্দ করেন, যার যৌবন পাপাচারমুক্ত"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (১০৩ :২) (انتهى من ضعيف الجامع

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা ইবনু লাহি'য়া ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একমাত্র রাভি নয়। ইমাম ইবনুল মুবারক হাদিসটি নিম্নসনদে বর্ণনা করেন।

فقد رواه ابن المبارك في الزهد قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن أبي عثانة المعافري أنه سمع عقبة بن عامر ... فذكره ص (১১৮)

এ হাদিসের রাভি রুশদিন সম্পর্কে বর্ণিত আছে (: (৩৫১ :১) التقريب) তিনি একজন ضعيف রাভি। ইমাম আবু হাতিম ইবনু লাহি'য়াকে রুশদিন এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনু ইউনুছ বলেন, তিনি দীনদারি'র ক্ষেত্রে একজন নেককার লোক ছিলেন। নেককার লোকদের আক্রান্ত করে, এমন কিছু (غفلة) ভুল-ভ্রান্তি তার মধ্যে ছিল। যার কারণে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা বিশৃংখলা (اختلاط) পরিলক্ষিত হয় । ইমাম যাহাবি বলেন, তিনি সৎকর্মশীল ও ইবাদতগোযার মুহাদ্দিস ছিলেন। তার স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল ছিল। উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে আমার বিবেচনা হলো, যদি এ সকল হাদিস ইবনু লাহি'য়ার হাদিসের সাথে মিলিত হয়, এটি حسن হাদিসে পরিণত হয়। এজন্য ইমাম হাইসামি (২৭০ :১) مجمع الزوائد) বলেন, হাদিসটির সনদ حسن ।

হাদিস- ২৭৩

أو لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه

عن أنس ... تخريج المشكاة (৪৮৪৩)

عن أبي هريرة الأحاديث الضعيفة (২৪৮৩)

"তুমি কি জানো না, সম্ভবত সে অহেতুক কথা বলেছে, অথবা এমন কৃপনতা অবলম্বন করেছে, যাতে তার কোনো লোকসান হবে না"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (৬৩৮-২১৫০) رقم (২৪০ :২) (ضعيف الجامع

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে আনাস (রাদি.) থেকে আ'মাশ এর শোনার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। কা'ব বিন উজরা (রাদি.) এর বর্ণনায় উত্তম সনদে এ হাদিসের একটি شاهد রয়েছে।

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص (২৬১) رقم (১১০)

হাদিস- ২৭৪

ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس، رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده، ورجل نادى في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه

عن ابن عمر ... تخريج الترغيب (১১০/১)

"তিন শ্রেণির মানুষ কিয়ামতের দিন মিশকের স্তুপে অবস্থান করবে। সাধারণ লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্থ থাকবে, তারা তখন থাকবে আশঙ্কামুক্ত । ১. যে ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার পর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে তার চর্চা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া তার অন্তরে দ্বিতীয় কোনো লক্ষ নেই। ২. আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে যে ব্যক্তি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দিয়েছে। এছাড়া তার অন্তরে দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। ৩. যে কৃতদাস দুনিয়ার দাসত্ব সত্ত্বেও স্বীয় রবের আনুগত্য পরিত্যাগ করেনি।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (৩: ৬৪) ضعيف الجامع رقم، ২৫৭৭، ২৫৭৮)
তিনি ইবনু উমার (রাদি.) থেকে হাদিসটি ভিন্ন সনদে বর্ণনা করার পর বলেন, এটিও ضعيف ।
(تخريج المشكاة (৬৬৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। নিম্নবর্ণিত সনদের রাভিদ্বয় ضعيف হলেও এটির একাধিক شواهد রয়েছে। এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ রাভিদের অন্যতম। তবে তার শাইখ محمد بن هارون بن محمد بن داهر بن القاسم الليثي এর ব্যাপারে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। شاهد টি নিম্নরূপ-

منها ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد (৩: ৩৫৫) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة

এ হাদিরে আর একটি شاهد প্রদত্ত হলো-

ومنها ما رواه أبو نعيم في الحلية جـ ৫ ص (১০৬) من طريق عمرو بن شمر عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا بمعناه

তিনি বলেন, আমর থেকে বর্ণিত হাদিসটি غريب। তিনি হাদিসটির একমাত্র রাভি। আমার বিবেচনায় তিনি একজন متروك রাভি হওয়া সত্ত্বেও এ সকল রেওয়ায়াত পরস্পরের সাথে মিলিত হলে হাদিসটি .حسن স্তরে উন্নীত হয়। হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি'র অভিমত হলো- এটি حديث حسن । ইমাম আল মুনযিরি الترغيب গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাবরানি অনাপত্তিকর সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।
(رواه الطبراني بإسناد لا بأس به)

হাদিস- ২৭৫

ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام
عن جابر
ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (৪৬৬৫)

" আমি তোমার চেয়ে কৃপন কোনো ব্যক্তি দেখিনি। তবে, যে ব্যক্তি সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে কৃপনতা করে"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।

ضعيف الجامع (৫: ৯৫) رقم (৫০৭১-৮৩৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। নিম্ন সনদের কারণে তিনি হাদিসটি ضعيف বলে মন্তব্য করেন।

فإنه من رواية زهير بن محمد التميمي عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر

শামের অধিবাসীদের নিকট থেকে বর্ণিত হাদিসের ক্ষেত্রে যুহাইর বিন মুহাম্মদকে ضعيف গণ্য করা হয়। সনদটি তেমন নয়। এটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন আবু আমির আল আকদি থেকে এবং ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন আবু হুজাইফা আল নাহদি থেকে। সুতরাং হাদিসটি حسن ।

হাদিস- ২৭৬

للسائل حق وإن جاء على فرس

"ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করলেও যাঞ্চাকারীর কিছু পাওয়ার অধিকার আছে"।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।
হাদিসটি নিম্নোক্ত সাহাবিগণ বর্ণনা করেন,

الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك والهرماس بن زياد وأبي هريرة

তিনি প্রতিটি রেওয়ায়াতের সনদকে দুর্বল আখ্যায়িত করেন। (১৩৭৮) رقم (৩: ৫৫৮) السلسلة الضعيفة وكذلك ضعفه في ضعيف الجامع.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা এটি ইমাম মালিক যায়দ বিন আসলাম থেকে مرفوعا ও مرسلا রেওয়ায়াত করেন। হাদিসটি صحيح হওয়ার বিষয়ে তিনি পরিচ্ছেদের শেষে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হলেও হাদিসটি মজবুত হওয়ার কোনো প্রমাণ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, হুসাইন বিন আলি (রাদি.) ও আবু হুরাইরা (রাদি.) বর্ণিত হাদিস দু'টি مرسل হাদিসটির মজবুত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য সাহাবিদের বর্ণিত হাদিসসমূহ এর সাথে মিলিত হলে এটির শক্তি আরো বর্ধিত হয়। হুসাইন বিন আলি (রাদি.) এর হাদিসের উপর তিনটি কারণে আপত্তি আরোপ করা হয়। ১. এটি من رواية يعلى بن أبي يحيى । তিনি একজন مجهول রাভি। ২. এ হাদিসের রাভি মুস'আব বিন মুহাম্মদ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন, তার হাদিস লেখার যোগ্য হলেও দলিলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। ৩. এ সনদ বিতর্কিত। (اختلف عليه في إسناده)

প্রথম আপত্তির জবাব, য়া'লার ব্যাপারে مجهول হওয়ার অভিযোগ গ্রহণযেগ্য নয়, ইমাম যাহাবি (الكاشف) তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দ্বিতীয় আপত্তির জবাব, মুস'আবকে য়াহয়া বিন মুঈন নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তৃতীয় আপত্তির জবাব, সনদটি সম্পর্কে যে বিতর্ক রয়েছে তা ধর্তব্য নয়। কেননা সুফ্য়ান এর রেওয়ায়াত অন্যদের রেওয়ায়াতের উপর অগ্রগামী।

كما هو معروف في الكلام على الحديث المضطرب ।

علي بن سعيد بن بشير এর কারণে আবু হুরাইরা'র রেওয়ায়াত দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে। এ সনদের ব্যাপারে ইমাম দারা কুতনি বলেন, এটি ضعيف নয়। ইবনু ইউনুস এ সনদে আপত্তি উত্থাপন করলেও علي بن سعيد ابن بشير সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, (২৩১ :4) لسان الميزان) ইবনু ইউনুস বলেন, তিনি একজন বোধআজ্ঞান ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাভি। ইবনু ইউনুস এর আপত্তির ব্যাপারে হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, সম্ভবত রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের কারণে তার উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। حمزة بن محمد الكناني বর্ণনা করেন, আবদান বিন আহমদ আল জাওয়ালিকি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। মাসলামা বিন কাসিম (يعرف ببعلبك) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভি ও হাদিস শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে একটু চিন্তা করলেই আপনার নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আবু হুরাইরা'র (রাদি.) এর হাদিস حسن। এর সাথে অন্যান্য রেওয়ায়াতসমূহ মিলিত হলে হাদিসটির স্থান আরো উন্নীত হয়। এজন্য ইমাম ইরাকি বলেন, এ হাদিসের নসদ উত্তম। (إن هذا الحديث جيد) শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে এ হাদিসের সমমানের না হওয়া সত্ত্বেও আলবানি অনেক হাদিসকে صحيح সাব্যস্ত করেছেন। যেমন নিম্নের হাদিস দু'টি তেমন মজবুত নয়, অথচ তিনি صحيح বলে মন্তব্য করেন।

إذا ذكر أصحابي فامسكوا ... » . الحديث ونحوهما. والله أعلم.

হাদিস- ২৭৭

صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة فإن الله وتر يحب الوتر

ابن نصر والطبراني عن ابن عمر

ضعيف ... الروض النضير (৫১৯)

"রাত্রীকালীন নামায হলো দুই রাকাত দুই রাকাত। সুবহে সাদিক শুরু হবার আশঙ্কা হলে এক রাকাত যুক্ত করে ভিত্র আদায় করে নাও। কেননা আল্লাহ বে-জোড়। তিনি বে-জোড় পছন্দ করেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (৩৫১৩) رقم (২৭৫ :৩) (الجامع
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা এ হাদিসের প্রতিটি শব্দ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সহিহ বুখারি أبواب الوتر দ্রষ্টব্য। আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد، وهو وتر يحب الوتر
উসমান (রাদি.) থেকে (في الصدقة عن الجنين) বর্ণিত ইবনু আবি শাইবা'র (৬৩/8) (المصنف) হাদিসটি ضعيف।

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل

ইমাম আহমদও হাদিসটি বর্ণনা করেন।

وأخرجه الإمام أحمد في المسائل رواية ابنه عبد الله عنه (ص ١٥١) من طريق سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة

أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.

কাতাদা-উসমান (রাদি.) ও কাতাদা-হামিদ এর মাঝে সনদটি منقطع না হলে হাদিসটি صحيح । ইবনু আবি শাইবা'র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এখানে হামিদ হলো حميد بن أبي حميد الطويل । নিম্নের রেওয়ায়াতটি এটির শক্তি বৃদ্ধি করে।

ويؤيده أنه من رواية إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن عليه عنه

বলা যায় না। এ সনদে আর একটি অভিযোগ হলো, منقطعপ্রমাণিত হয়, সুতরাং সনদটি سماع এ হাদিস দ্বারা ইমাম আহমদ এর রেওয়ায়াতে হামিদ বিন বকর বর্ণিত হয়েছে। অথচ দুই হামিদের মাঝে কোনো অভিযুক্ত রাভি নেই। তবে ইবনু হিব্বান এর রেওয়ায়াতে একজন নির্ভরযোগ্য রাভি রয়েছে, যিনি তাব'ই তাবি'ই এর অন্তর্ভুক্ত। الإرواء (৩: ৩৩১) رقم (৮৪১)

ইবনু হাযম রচিত আল মুহাল্লা'য় বর্ণিত হাদিসটি দ্বারা সনদের অবিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় এবং আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়।

قال ابن حزم في المحلى (8: ١٣٢) روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة أن عثمان كان يعطي ... فذكره.

সুতরাং প্রমাণিত হলো, হামিদ বিন বকর নামটি অসত্য।

فتبين أن قوله حميد بن بكر تصحيف وإنما هو حميد عن بكر وحميد هو الطويل وبكر هو المزني

উপর্যুক্ত রেওয়ায়াতসমূহ একত্রিত হলে উসমান (রাদি.) থেকে হামিদ এর سماع প্রমাণিত হয়,

كما خرجه ابن أبي شيبة وقتادة وبكر بن عبد الله كما خرجه عبد الله بن أحمد وابن حزم

انقطاع এর বিষয়টি বাদ দিলে এ হাদিসের রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে একাধিক বর্ণনা একথা প্রমাণ করে যে, উসমান (রাদি.) এর রেওয়ায়াতটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইবনু আবি শাইবা'র বর্ণনাটি এটির সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة (৩: ١٧٣) عن أبي قلابة قال: إن كانوا ليعطون حتى يعطو عن الحبل.

আবু কিলাবা সাহাবিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।

হাদিস- ২৭৮

سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار

عن التنوخي

"সুবহানাল্লাহ! দিনের আগমনের পর রাত কোথায় যায়?"

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع (৩: ২০৯) رقم ৩২২৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে ضعيف সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা ইমাম আহমদ নিম্ন সনদে বর্ণনা করেন যে, তানুখি হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দূতের সাক্ষাত লাভ করেন।

قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني يحيى بن سليمان (১) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره (৩: ৪৪২)

ইমাম আহমদ এর পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন,

وقال عبد الله بن الإمام أحمد ثنا سريج بن يونس من كتابه قال ثنا عباد بن عباد يعني المهلبي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد.

الفتح الرباني (২১: ২০০)

ইমাম ইবনু কাসির বলেন, (في تاريخه) এ হাদিসের সনদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই। ইমাম হাইসামি বর্ণনা করেন, (مجمع الزوائد) হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ও আবু য়া‘লা বর্ণনা করেন। আবু য়া‘লা’র রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ এর রাভিগণও অনুরূপ নির্ভরযোগ্য। ইমাম ইবনু জারির ও হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন।

ورواه ابن جرير في تفسيره (৪: ৬০) حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي ... فذكره.

আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত এ হাদিসের স্বপক্ষে একটি شاهد পাওয়া যায়।

قال البزار: حدثنا محمد بن معمر ثنا مغيرة بن سلمة أبو هشام ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه ... يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أرأيت قوله وجنة عرضها السموات والأرض ... فذكره بمعناه جـ (৩) : ص (৪৩)

ইমাম হাইসামি (৬: ৩২৭) বলেন, এ হাদিসের রাভিগণ সহিহ হাদিসের রাভি। প্রথম হাদিসটি দ্বিতীয় হাদিসের সঙ্গে মিলিত হলে এটির শক্তি বর্ধিত হয়। প্রথম হাদিসের সনদে সাঈদ বিন রাশিদ নামক একজন রাভি আছে। তার সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, (التقريب) তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাভি। ইমাম যাহাবি (الكاشف) বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী রাভি। এ সনদে উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল আসাম নামক রাভিটির ব্যাপারে التقريب এ বর্ণিত আছে, তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাভি। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাভিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাদিসটি সহিহ সনদে উমার (রাদি.) ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকে موقوفا বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু জারির (جـ (৪: ص ৬০) এটি সংকলন করেন। পরস্পর বিপরীতধর্মী এ সকল হাদিস প্রমাণ করে যে, হাদিসটির ভিত্তি খুবই মজবুত।

হাদিস- ২৭৯

لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لم جعل الله عليهن من الحق

عن قيس بن سعد

ضعيف ... إرواء (২০৫৮)

“আমি যদি কাউকে কারো জন্য সাজিদা করার বৈধতার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের সাজিদা করার নির্দেশ দিতাম। কেননা আল্লাহ তা‘য়ালা স্ত্রীদের উপর নির্দিষ্ট কিছু হক নির্ধারন করে দিয়েছেন।”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع (৫: ৪৯) رقم (৪৮৪৫)

তিনি বর্ণিত গ্রন্থের পাদটীকায় বলেন, শেষ বাক্যটি ব্যতীত হাদিসটি সহিহ। কেননা এটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। (فراجع الصحيح (৫১৭০، ৫১৭১)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিস এর শেষ বাক্যটি ضعيف সাব্যস্ত করা তার একটি ভ্রান্তি। যা বাস্তবতার বিপরীত। কেননা এটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

كما أشار إلى ذلك في الإرواء - (৭: ৫৪، ৫৫، ৫৬، ৫৭)

তিনি আবু হুরাইরা (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাদিসটির সনদ حسن। তিনি আনাস (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এটি আবু হুরাইরা (রাদি.) বর্ণিত পূর্বের হাদিসের পক্ষে একটি উত্তম شاهد।

হাদিস- ২৮০

إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر» .

عن ابن عمر

“ফজরের সময় শুরু হবার পর রাত্রীকালীন সকল প্রকার নামায ও বিত্‌র আদায় করার সময় শেষ হয়ে যায়। সুতরাং ফজর উদিত হবার পূর্বে ভিত্‌র এর নামায আদায় করে নাও”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع (১: ২০৪) رقم (৬৮৩)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف অভিহিত করলেও অন্যত্র স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলিতে হাদিসটি صحيح বলে মন্তব্য করেন।

فقال في صحيح الترمذي (১: ১৪৫، ১৪৬) رقم (৩৯০) صحيح الإرواء (১৫৪/২) ، صحيح أبي داود (১২৯০)

হাদিস- ২৮১

وعن حنش قال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه

رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه.

“হানাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলিকে (রাদি.) দু’টি মেষ দ্বারা কুরবানি করতে দেখেছি। আমি আলিকে (রাদি.) এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তা দ্বারা কুরবানি করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমি মেষ দ্বারা কুরবানি করি”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة (১: ৪৬০) رقم (১৪৬২) ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি শরিক থেকে বর্ণিত একটি غريب হাদিস। তিনিই একমাত্র হাদিসটি বর্ণনা করেন। নাসিরুদ্দিন আলবানি আরো বলেন, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে তিনি একজন ضعيف রাভি হিসেবে গণ্য। তার শাইখ আবুল হাসানা একজন অজ্ঞাত (مجهول) রাভি।

كما قال الحافظ والذهبي ومن هذا الوجه رواه أحمد (১/১৫০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف অভিহিত করলেও অন্যত্র স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি সহিহ তিরমিযি’তে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

صحيح الترمذي جـ (৩: ص ৮৮) رقم (১২০৯)

হাদিস- ২৮২

من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بني الله له بيتا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر

عن عائشة

ضعيف ... تخريج الترغيب (٢٠١/١)

"যে ব্যক্তি বারো রাকাত সুন্নাত নামায নিয়মিত গুরুত্বসহকারে আদায় করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। ইশা'র পরে দুই রাকাত। ফজরের পূর্বে দুই রাকাত"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।(ضعيف الجامع (٥: ١٥٨) رقم (٥٥٥٠)

তিনি গ্রন্থটির পাদটীকায় বলেন, অন্য গ্রন্থেও ভুলক্রমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: ৬০৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف অভিহিত করলেও অন্যত্র স্ববিরোধী উক্তি করে এটিকে صحيح বলেছেন। (صحيح الترمذي (١٣١/١) رقم (٥٣٣) (صحيح - ابن ماجة)

হাদিস- ২৮৩

عن الزبير بن العوام قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم

عن الزبير بن العوام

ضعيف ... تخريج مشكلة الفقر الإرواء (٧٦٩)

"যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর রোগ-ব্যাধি অতি সন্তর্পনে প্রবেশ করেছে। তা হলো হিংসা ও শত্রুতা। এ সকল রোগ-ব্যাধি সবকিছু মূলোৎপাঠন করে দেয়। আমি এ কথা বলছি না যে, এগুলো পশম মুণ্ডন করে। তবে এগুলো দীনকে সমূলে উৎপাঠন করে। সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পরস্পরের ভালাবাসা অন্তরে পোষণ না করে কখনো ইমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পন্থা বলে দেবো না ? যাতে তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সুদৃঢ় হবে। এটি হালো, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف । (ضعيف الجامع (٣: ١٤٨) رقم (٢٩٥٧)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف অভিহিত করলেও অন্যত্র স্ববিরোধী উক্তি করে এটিকে صحيح বলেছেন।

فقال في صحيح الترمذي (٢: ٣٠٧) رقم (٢٠٣٨) (حسن - التعليق الرغيب (١٢/٣) ، الإرواء (٢٢٨) ، تخريج مشكلة الفقر ٢٠ غاية المرام (٤١٤)

হাদিস- ২৮৪

قال: وروى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي

“ইমাম তাবরানি ও আল বায্‌যায আবুদ দারদা থেকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মসজিদ হলো সকল নেককার লোকের বাসস্থান”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, অনেক গবেষণা পরও এ হাদিসটির সনদ সম্পর্কে আমি অবগতি লাভ করতে পারি নি। কোনো মুহাদ্দিসও হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে দ্ব্যার্থহীন উক্তি করেননি। ইমাম আল মুনযিরি বায্‌যায থেকে বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদিসের নসদ হাসান। (إسناده حسن) এতে তার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। সম্ভবত গ্রন্থকার ইমাম হাইসামি’র (المجمع) বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে কথাটি বলেছেন। ইমাম হাইসামি বলেন, ইমাম বায্‌যায এর রাভিগণ সকলেই সহিহ হাদিসের রাভি। এ কথা দ্বারা হাদিসটির বিশুদ্ধতা অনিবার্য হয় না। আমি ভূমিকায় এর অনেক কারণ উল্লেখ করেছি।

انتهى من تمام المنة تخريج فقه السنة

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি করলেও নিম্নের গ্রন্থে হাদিসটি حسن বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (السلسلة الصحيحة (২: ৩৪১، ৩৪২) رقم (৭১৬)

হাদিস- ২৮৫

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه»
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي.

“আবু যর গিফারি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নামাযরত অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার মনোযোগ স্থির থাকে এবং এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা তার নিকটবর্তী থাকে। যখন সে এদিক সেদিক তাকায়, তখন আল্লাহ নিজের মনোযোগ প্রত্যাহার করে নেন”।
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, (تخريج المشكاة (১: ৩১৫) رقم (৯৯৫) হাদিসটির সনদ ضعيف। এখানে ইমাম যুহরি’র শাইখ আবুল আহওয়াস একজন مجهول রাভি।
ইমাম যুহরি ব্যতীত তার নিকট থেকে কেউ হাদিস বর্ণনা করেননি। (كما قال المنذري (১: ১৯০)
নাসিরুদ্দিন আলবানি আরো বলেন, হাদিসটি تمام المنة (২০৯.) গ্রন্থেও ضعيف সাব্যস্ত হয়েছে।
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি নির্দ্বিধায় ضعيف সাব্যস্ত করলেও হারিস আল আশআরি থেকে বর্ণিত হাদিসটি صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং হাদিসটি সহিহ বলে পরিগণিত হবে।

হাদিস- ২৮৬

قال ابن القيم: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تعيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير.

“ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তাশাহ্‌হুদে নিজের উপর ও পরিবার পরিজনের উপর দরূদ শরিফ পাঠ করেছেন মর্মে কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি। যারা এটিকে মুসতাহাব বলেছেন, তারা শেষ তাশাহ্‌হুদে সাধারণভাবে দরূদ শরিফ পাঠ করার বিশদ্ধ বর্ণনাসমূহের ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করেই বলেছেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সাধারণ দরুদ পাঠ করার ব্যাপকতা দ্বারা প্রথম তাশাহ্হুদে দরুদ পাঠ করার প্রমাণ বহন করে না। এ বিষয়টি প্রামাণ্যতার পাশাপাশি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী দলিল। হাদিসটির সনদ انقطاع হওয়ার পাশাপাশি এটির সনদও সহিহ নয়। (كما ذكر المؤلف.) ইমাম ইবনুল কাইয়িম جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام গ্রন্থে উভয় পক্ষের দলিল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এটি অধ্যয়নে আমার নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টি পাঠকের নিকট প্রতিভাত হবে। পরবর্তীতে আমি ইবনুল কাইয়িম এর নেতিবাচক উক্তির (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তাশাহ্হুদে নিজের উপর ও পরিবার পরিজনের উপর দরুদ শরিফ পাঠ করেছেন মর্মে কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি) ব্যাপকতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি আয়িশা (রাদি.) বর্ণিত হাদিস থেকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত্রীকালীন নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মিসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতপর আল্লাহ তা'য়ালা তার রসুলকে যখন ইচ্ছা জাগ্রত করতেন। তিনি তখন মিসওয়াক ও উযু করে নয় রাকাত নামায আদায় করতেন। এতে তিনি শুধুমাত্র অষ্টম রাকাতে বসতেন। অতপর স্বীয় রবের নিকট প্রার্থনা করতেন ও তার নবির উপর দরুদ পাঠ করতেন। অতপর সালাম না ফিরিয়ে দাড়িয়ে যেতেন এবং নবম রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর বসে স্বীয় রবের প্রশংসা করতেন এবং তার নবির উপর দরুদ পাঠ করতেন ও দোয়া করতেন। অতঃপর উচ্চস্বরে সালাম করতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম।

أخرجه أبو عوانة في ((صحيحه)) (২/৩২৪) وهو في ((صحيح مسلم)) (২/১৭০) لكنه لم يسق لفظه.
انتهى من تمام المنة ২২৪.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সাধারণ দরুদ পাঠ করার ব্যাপকতা দ্বারা প্রথম তাশাহ্হুদে দরুদ পাঠ করার প্রমাণ বহন করে না' উক্তিটি প্রশ্নবোধক। আবদুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমদ নিম্ন সনদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর হাদিস বর্ণনা করে বলেন,

قال ابن الإمام أحمد حدثني أبي ثنا يعقوب قال حدثني أبي عن إسحاق قال حدثني عن تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নামাযের মধ্যখানে ও শেষে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দান করেছেন। এ হাদিস জানার পর আমরা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে তাশাহহুদ মুখস্ত শিখে নিতাম। তিনি নামাযের মধ্যখানে ও শেষে বাম নিতম্বে ভর দিয়ে বসার পর বলতেন, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

তিনি বলেন, নামাযের মধ্যখানের বৈঠকে তিনি তাশাহ্হুদ পাঠ সমাপ্ত করে দাড়িয়ে যেতেন। আর নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমান দোয়া করতেন। অতপর সালাম ফেরাতেন।

انتهى في الفتح الرباني (২/8، ৩)

হাদিসটি হাসান। এটির রাভিগণ নির্ভরযোগ্য ও সহিহ হাদিসের রাভি। মুহাম্মদ বিন ইসহাক ব্যতীত এখানে অভিযুক্ত কোনো রাভি নেই। তার ব্যাপারে تدليس এর অভিযোগ করা হলেও তিনি মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি করেছেন। সুতরাং হাদিসটির ন্যূনতম অবস্থান হলো এটি حسن স্তরের। হাদিসটিতে

একমাত্র প্রথম তাশাহ্হুদেই দরুদ শরিফ পাঠের ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আবু উবাইদাহ স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি এটির পক্ষে شاهد হিসেবে গণ্য। তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف.

“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই রাকাতের পরে বসতেন, মনে হতো তিনি যেনো উত্তপ্ত পাথরের উপর বসতেন”

হাদিসটি منقطع হলেও পূর্বের হাদিসের সাথে মিলিত হলে এটির প্রামাণ্যতা সাব্যস্ত হয়।

আবু য়া‘লা বর্ণিত হাদিসটির আর একটি شاهد পাওয়া যায়।

ما رواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد (২: ১৪২) عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد.

আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাযে তাশাহ্হুদের চেয়ে অতিরিক্তি কিছু বৃদ্ধি করতেন না। এ হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম হাইসামি বলেন,

قال الهيثمي. رواه أبو يعلى من رواية أبي الحويرث عن عائشة والظاهر أنه خالد بن الحويرث وهو ثقة.

নির্ভরযোগ্য রাভি খালিদ বিন হুয়াইরিস ব্যতীত এ হাদিসের সকল রাভি সহিহ হাদিসের রাভি। এ সকল রেওয়ায়াত পরস্পর মিলিত হলে হাদিসটির ভিত্তি প্রমাণিত হয়। এতে ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

আয়িশা (রাদি.) থেকে কাতাদা’র বরাতে আবু আওয়ানা বর্ণিত হাদিসটি مدلس। হাদিসের বিশুদ্ধতাজ্ঞাপক মৌখিক বর্ণনার বিষয়টি এখানে কাতাদা উল্লেখ করেননি।

كما تقدم في كلامه على حديث عبد الله بن سرجس نهى أن يبال في الجحر.

ইমাম মুসলিম হাদিসটি রেওয়ায়াত করলেও আবু আওয়ানা’র বর্ণনাকৃত شاهد টি তিনি আলোচনা করেন নি। সুতরাং কাতাদা বর্ণিত হাদিসের বর্ধিতাংশের শোনার বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হাদিসটির ثبوت মুলতবি থাকবে।

হাদিস- ২৮৭

ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

“দুই তাকবিরের মাঝে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নির্দিষ্ট কোনো যিক্র প্রমাণিত নেই। তবে ইমাম তাবরানি ও বাইহাকি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে মজবুত সনদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম ও উক্তি বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করতেন এবং নবির উপর দরুদ পাঠ করতেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাফিজ ইবনু হাজার (التلخيص) হাদিসটির সনদ মজবুত বলে উল্লেখ করার কারণে তার অনুকরণে অন্যরাও এটিকে মজবুত বলেছেন। এতে আমার আপত্তি রয়েছে। কেননা তাবরানি’র সনদে انقطاع আছে। كما قال الهيثمي في " المجمع ।

বাইহাকি’র সনদে ইবনুত তুরকামানি এই মর্মে আপত্তি করেছেন যে, এখানে এমন একজন অজ্ঞাত রাভি রয়েছেন, যার অবস্থান স্পষ্ট করা দরকার। (الجوهر النقي)

এ ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, সম্ভবত তিনি মুহাম্মদ বিন আইয়ুব এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার ব্যাপারে আমার অবগতি নেই। রাভিদের মধ্যে অনেকেই এই নামাঙ্কিত। ইবনু মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটিকে ইবনুল কাইয়িম (الزاد) ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। এ মতটি প্রধান্য পাবার উপযুক্ত। ইবনুত তুরকামানি এর উক্তি এ কথার শক্তি বর্ধন করে। ইমাম বাইহাকি ইবনু মাসউদ (রাদি.) এর উক্তিটি বিভিন্ন সনদে পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেন। ইবনু আবি শাইবাও তার চেয়ে অধিকতর সনদে এটি রেওয়ায়াত করেন। অন্যরাও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তবে কেউ তাকবিরের মাঝে কোনো যিক্‌র এর আলোচনা করেননি। কোনো মুসনাদ হাদিসে কিংবা পূর্ববর্তী কোনো মনীষী থেকেও এটি বর্ণিত হয়নি। শুধুমাত্র এই দুর্বল রেওয়ায়াত থেকেই এটা আমরা জানতে পারি। জাবির (রাদি.) থেকে বর্ণিত পরের হাদিসেও এর উল্লেখ রয়েছে। এ সনদে একজন অজ্ঞাত রাভি রয়েছে। তদুপরি এখানে আলি ইবনু আসিম নামে এমন একজন রাভি রয়েছে, যার ব্যাপারে য়াযিদ বিন হারুন বলেন, আমারা তাকে মিথাবাদী হিসেবে জানি। তিনি আরো বলেন, যাদি এটি শরি‘য়তে অনুমোদিত হতো, আমাদের নিকট বর্ণিত হতো এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণ (السلف) এ বিষয়ে জ্ঞাত থাকতেন।

انتهى من تمام المنة باب صلاة العيدين.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি ضعيف অভিহিত করেছেন এবং যারা এটিকে শক্তিশালী বলেছেন তাদের কথার উপর আপত্তি জানিয়েছেন। তবে অন্যত্র স্ববিরোধী উক্তি করে এটিকে শক্তিশালী বলেছেন। তিনি

تحقيق فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ص (৭৭) رقم (৮৮)

গ্রন্থে ইবনু মাসউদ ও হুজাইফা ইবনুল য়ামান ও আবু মূসা আল আশআরি (রাদি.) এর হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন, হাদিসটির সনদ موقوف ও حسن । এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ও বুখারি-মুসলিম এর রাভি। তবে হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান শুধুমাত্র মুসলিম এর রাভি। হাফিজ ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী রাভি হলেও তার কিছু ভ্রান্তি আছে। ইমাম সাখাভি সনদটি সহি বলেছেন। (القول البديع.)

ইবনুল কাইয়িম হাদিসটি ضعيف বলেছেন মর্মে আলবানি’র উক্তিটি সঠিক নয়। তিনি হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত করেনি। মূলত তিনি হাদিসটি শক্তিশালী হবার পক্ষে মত দিয়েছেন।

فإنه قال: وذكر عن ابن مسعود وهذا تعليق بصيغة الجزم وهو يدل على قوته أنه قال: ويذكر لكان قوله صحيحا أنه ضعفه كما لا يخفى على ما هو مقرر في المصطلح

হাদিস- ২৮৮

وعن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب»

رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة.

“আবদুল্লাহ বিন সায়িব (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ঈদের নামাযে উপস্থিত হলাম। নামায শেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি খুতবা দেবো। খুতবা শুনতে যার মন চায় সে বসবে, যার ইচ্ছা চলে যাবে”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف । ইমাম আবু দাউদ, দারাকুতনি ও ইবনু মুঈন হাদিসটির ব্যাপারে إرسال এর অভিযোগ এনেছেন। এ সনদে ইবনু জুরাইজ নামক একজন مدلس রাভি আছেন। তিনি عنعنه পদ্ধতিতে হাদিস বর্ণনা করেন। সুতরাং হাদিসটি সহিহ নয়।

انتهى من تمام المنة باب صلاة العيدين.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি তোলে এটিকে ضعيف সাব্যস্ত করলেও নিম্নের গ্রন্থে হাদিসটি শক্তিশালী ও صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

الإرواء (৩: ৯৬، ৯৭) رقم (৬২৯)

তিনি হাদিসটির উপর আরোপিত প্রতিপক্ষের অভিযোগের জবাবও দিয়েছেন। তিনি হাদিসটি صحيح ابن ماجة.গ্রন্থেও (১) وصحيح أبي داود বর্ণনা করেন।

হাদিস- ২৮৯

يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، وله أربعون يوما يبيحها، اليوم منها كالسنة واليوم كالشهر واليوم كالجمعة، ثم سائر أيامه ... مثل أيامكم، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا، يأتي الناس، فيقول: أنا ربكم وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه ك ف ر، يقرؤه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، يمر بكل ماء ومنهل، إلا المدينة ومكة، حرمها الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابهما.

“দীনের প্রতি গুরুত্বহীনতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারের সময় দাজ্জালের আগমন ঘটবে। সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পুরো পৃথিবী চষে বেড়াবে। প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনসমূহের দৈর্ঘ্য হবে অন্যান্য স্বাভাবিক দিনসমূহের মতো। তার বাহন হবে একটি গাধা। যার দুই কানের মাঝখানের ব্যবধান হবে দল্লিশ দিনের দূরত্ব। সে মানুষের নিকট এসে বলবে। আমি তোমাদের রব। জেনে রেখো, তোমাদের রব কখনো কানা হতে পারে না। তার দুই চোখের মাঝখানে ك ف ر লেখা থাকবে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুমিন তা পড়তে পারবে। সে পৃথিবীর জল-স্থলে সর্বত্র বিচরণ করবে, কিন্তু মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ দুই শহরে প্রবেশ করা তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করে দিয়েছেন। মক্কা-মদিনার সকল প্রবেশদ্বারে ফেরেশতাগণ পাহারারত থাকবেন”।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি ضعيف ।

أخرجه أحمد (৩/৩৬৭) ، وابن خزيمة في التوحيد (৩১- ৩২) ، والحاكم (8/৫৩০) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره.

ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটির সনদ صحيح। ইমাম যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেন। আলবানি আরো বলেন, এ সনদে আবুয যুবাইর একজন مدلس রাভি। তিনি عنعنه পদ্ধতিতে হাদিস রেওয়ায়াত করেন। এটি হাদিসকে অভিযুক্ত করে। ইমাম হাইসামি (المجمع ৭/৩৪৪) হাদিসটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম আহমদ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বলে তিনি দাবি করেন। তিনি শধুমাত্র এই বাক্যটি বর্ণনা করেছেন-

مكتوب بين عينيه ك ف ر، يقرؤه كل مؤمن

ইমাম আহমদ এর সনদটি নিম্নরূপ-

أخرجه أحمد (৩২৭/৩) من طريق حسين بن واقد حدثني أبو الزبير ثنا جابر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم

এ হাদিসের সনদ উত্তম। এমন সনদে হাদিস সহিহ হিসেবে গণ্য হয়। হাদিসটি تواتر এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। আনাস (রাদি,) সহ অন্যান্য সকল সাহাবি থেকে এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

رواهما مسلم (১৯৩/৮) ، وابن عمر عند ابن حبان (১৮৯৬) موارد، وانظر الفتح (১০০/১৩) . والمجمع (৩২৭/৭-৩৫০)

يأتي الناس ... বাক্যাংশটি অনেক সহিহ ও مشهور হাদিসে বর্ণিত আছে।

انتهى من السلسلة الضعيفة المجلد الرابع (ص ৪৩৯، ৪৪০) رقم (১৯৬৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসের প্রথম অংশ صحيح নয়, এ কথাটি সঠিক নয়। এ অংশটি সহিহ মুসলিম'সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবে প্রমাণিত। নাওয়াস বিন সাম'আন থেকে দীর্ঘ হাদিসে ইমাম মুসলিম এটি রেওয়ায়াত করেন। তবে তিনি গাধার ঘটনাটি উল্লেখ করেননি। এতে প্রমাণিত হলো, একটি বাক্যাংশ ব্যতীত এটি একটি مشهور হাদিস। বাক্যাংশটিও ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে صحيح।

كما ذكره الحاكم. وروى ابن أبي شيبة جـ ১৫، ১৬১، ১৬২) عن ابن مسعود قال: إن أذن حمار الدجال لتظل سبعين ألفا

হাদিসটির সনদ সহিহ। এ সংক্রান্ত আর একটি হাদিস হলো-

وعن أبي الطفيل عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يخرج الدجال على حمار، رجس على رجس.

হাদিসটির সনদ সহিহ।

হাদিসের এ অংশটি في خفة من الدين وإدبار من العلم ইমাম আল বায্যায এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

ما رواه البزار بإسناد صحيح بلفظ في زمن اختلاف من الناس وفرقه

হাদিস- ২৯০

أشقاء الناس ثلاثة عاقر ناقة ثمود وابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك على الأرض من دم إلا لحقه منه لأنه أول

رواه أبو نعيم في الحلية (৩০৭/৪-৩০৮) ، والواحدي في الوسيط (১/২০৯/১) ، وابن عساكر (১/১৫৭/১৪) عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمرو

"পৃথিবীতে সবচেয়ে হতভাগা লোক তিন জন। ১. সামুদ গোত্রের উষ্ট্রী হত্যাকারী ব্যক্তি ২. স্বীয় ভাই হত্যাকারী আদম (আ.) এর পুত্র। দুনিয়াতে মানব হত্যাকারী যে কোনো ব্যক্তির পাপের একটি অংশ তার আমলনামায় যুক্ত হবে। কেননা সেই মানবহত্যার প্রথা চালু করেছে"

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف ।

আলবানি আরো বলেন, ইবনু ইসহাক এর عنعنة এর কারণে হাদিসটির সনদ ضعيف। হাকিম ইবনু জুবাইরও ضعيف রাভি। এ হাদিসের রাভিদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেন,

وحكيم بن جبير ضعيف كما في التقريب وفي الفيض قال الهيثمي وغيره في ابن إسحاق مدلس وحكيم بن جبير وهو متروك ونقل عنه أنه قال سقط من الأصل الثالث

হাকিম ইবনু জুবাইর সম্পর্কে এ ঘটনা কিংবদন্তি আছে যে, তিনি আলি (রাদি.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ইমাম তাবরানি এ সংক্রান্ত হাদিসটি রেওয়ায়াত করেছেন। এ ব্যাপারে আমার

অভিমত হলো, বিষয়টি সত্য। গ্রন্থের শেষে এটি আমি উল্লেখ করেছি। হাদিসের শেষবাক্যটি অন্য হাদিসে ভিন্ন ভাষায়ও বর্ণিত হয়েছে। রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ-

«لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل»

বুখারি-মুসলিম হ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটি সংকলন করেছেন।

وهو مخرج في التعليق الرغيب (৪৮/১) . انتهى من السلسلة الضعيفة (৪: ৪৫২) رقم (১৯৮৭)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি (১০৮৮) رقم (৩: ৭৮) السلسلة الصحيحة গ্রন্থে নিম্নভাষায় হাদিসটি উল্লেখ করেন-

«أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي»

"পৃথিবীর প্রথম ভাগের দূর্ভাগা ব্যক্তি হলো সামুদ গোত্রের উষ্ট্রী হত্যাকারী। শেষ ভাগের দূর্ভাগা ব্যক্তি হলো, যে তোমার কূৎসা রটনা করে। হে আলি!"।

এ গ্রন্থে তিনি হাদিসটির প্রতি আভিযোগের বিষয়টিও ইঙ্গিত করেছেন এবং তার বক্তব্যের সারমর্ম দ্বারা হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। এখানে ضعيف হাদিস হিসেবে এটির উল্লেখ অমূলক। সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবে দূর্ভাগা লোকদের তালিকা থেকে মানবহত্যাকারীকে তিনি বাদ দিয়েছেন।

হাদিস- ২৯১

تسحروا من آخر الليل . وكان يقول: هو الغداء المبارك

"তোমরা শেষরাত্রে সাহরি খাও"। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন, "এটি মুবারক খাবার"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف।

رواه ابن عدي (২/১৭০) عن سلمة بن رجاء ثنا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد السلمي وأبي داود مرفوعا

ইবনু আদি বলেন, সালামা ইবনু রাজা এর হাদিসসমূহ হলো একক বর্ণনা। (أفراد وغرائب) তার হাদিসের সহায়ক কোনো রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। তিনি আরো বলেন, হাদিসের শেষ অংশটি صحيح।

انتهى من السلسلة الضعيفة (৪: ৪৩০، ৪৩১) رقم (১৯৬১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোঝা যায়, হাদিসের প্রথম অংশটির কোনো شاهد পাওয়া যায় না। বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সহিহ বুখারি-মুসলিম'সহ অন্যান্য গ্রন্থে আনাস (রাদি.) থেকে এ হাদিস প্রমাণিত আছে যে,

تسحروا فإن في السحور بركة

"তোমরা সাহরি খাও। কেননা সাহরিতে বরকত আছে"।

হাদিস- ২৯২

ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك.

عن الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها.

ضعيف ... الأحاديث الضعيفة (১৮৫৭)

"নিম্নাঙ্গের বস্ত্র গোড়ালির উপরে পরিধান করো। এটি তোমার বস্ত্র পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং রবের নিকট তোমার তাকওয়ার প্রমাণ দেবে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف।

ضعيف الجامع (১: ২৫৮) رقم (৮৭৮)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি এখানে হাদিসটি বিনাবাক্যে ضعيف সাব্যস্ত করলেও অন্যত্র এটিকে صحيح বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে এটিকে সহিহ হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

فقال في السلسلة الصحيحة (৩: ৪২৭) رقم (১৪৪১) بلفظ: ارفع إزارك واتق الله. وفي مختصر الشمائل للترمذي رقم (৯৭: ৬৯: ৭০) بلفظ: ارفع إزارك فإنه أتقى

তিনি উপর্যুক্ত কিতাবের পাদটীকায় বলেন,

ثم قال في الحاشية في نسخة أنقى بالنون أي أنظف من الوسخ وأبقى أي أكثر دواما للثوب.

আলবানি রচিত مختصر الشمائل للترمذي এর অনুলিপিতে বর্ণিত হাদিসটি ইমাম তায়ালিসি'র (১৮০৪- ترتيبه) রেওয়য়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও বিশুদ্ধ। এ সনদেই গ্রন্থকার হাদিসটি বর্ণনা করেন। মুসনাদে আহমদ এ হাদিসটি দ'টি ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ولمسند أحمد أيضا (৩৬৪/৫) وقد رواه من طريقين عن الأشعث بن سليم

ইমাম ইবনু কাসিরও হাদিসটি বর্ণনা করেন। সহিহ বুখারি'তে উমার ইবনুল খাত্তাব এর মৃত্যু সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, জনৈক যুবক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করার পর তাকে উদ্দেশ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك.

হাদিস- ২৯৩

أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن شهدوا لم يعرفوا أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم

"আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা হলো, যারা পরহেযগার ও নিজেদের তাকওয়া গোপন রেখে জীবন যাপন করে। তারা অনুপস্থিত থাকলেও কেউ তালাশ করে না। উপস্থিত থাকলেও তাদের পরিচয় প্রকাশ পায় না। তারাই হেদায়তের কর্ণধার ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ ضعيف।

المجلد الرابع من السلسلة الضعيفة (ص ৩৩১) رقم (১৮৫০)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি একটি সহিহ সনদ বর্ণিত হয়েছে, যা আলবানি উল্লেখ করেননি। মনে হয় তিনি এ রেওয়ায়াত সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। ইমাম হাকিম (৪ :১) المستدرك (বর্ণিত রেওয়ায়াতটির সনদ সহিহ।

قال حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل ... الخ

হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম হাকিম বলেন, এ সনদটি সহিহ। এতে কারো আপত্তি নেই। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

إن يسير الرياء شرك হাদিসটির অনুকূলে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

হাদিস- ২৯৪

من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة

"আনুগত্যশীল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ বনু কুরাইজা পৌঁছেই যেন আসরের নামায আদায় করে"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ বাক্যে হাদিসটি منكر ।

ذكره ابن هشام في السيرة (২৫২/৩) عن ابن إسحاق

তিনি আরো বলেন, হাদিসটি ইবনু হিশাম (معلقا) সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন। হাদিসের দ্বিতীয় অংশটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম ইবনু উমার (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন।

انتهى باختصار من السلسلة الضعيفة (৪: ৪৪৭، ৪৪৮) رقم (১৯৮১)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটি ضعيف সাব্যস্ত হওয়া দূরের কথা। আমি ভেবে আশ্চর্যন্বিত হয়, হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে বিভিন্ন সনদে এটি বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তিনি এটিকে منكر বললেন।

قال البيهقي في كتاب الدلائل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال: حدثنا ... بشر بن شعيب عن أبيه قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن ... عبد الله بن كعب بن مالك أن عمه عبد الله بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره

এখানে বনু কুরাইজা পৌঁছে আসরের নামায আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হাফিজ ইবনু হাজার (: (৪০৯/৪০৮ :৭) فتح الباري) বলেন, কা'ব বিন মালিক (রাদি.) এর নাম উল্লেখ করে ইমাম তাবরানি হাদিসটি এ সনদে موصولا বর্ণনা করেন। ইমাম হাইসামি (مجمع الزوائد (৬: ১৪০) বলেন, ইমাম তাবরানি হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইবনু আবুল হুজাইল নামক নির্ভরযোগ্য রাভি ব্যতীত এ হাদিসের সকল রাভি সহিহ হাদিসের রাভি। এ বিষয়ে ইমাম বাইহাকি'র রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ-

وأخرج البيهقي في الدلائل أيضا عن عائشة (৪: ৮: ৯) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه من حديث عبد الله نافع حدثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها

দ্বিতীয় খণ্ড

تنبيه القارئ لتضعيف ما قواه الألباني

যয়িফ হাদিসকে সহিহ সাব্যস্তকরণ সংক্রান্ত নাসিরুদ্দিন আলবানি'র হাদিস গবেষণার পর্যালোচনা

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদিস- ১

اذا ولج الرجل في بيته فليقل: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله

"গৃহে প্রবেশের সময় এই দোয়া পাঠ করবে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই গৃহে প্রবেশের কল্যাণ ও বের হবার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বের হলাম। আর আমার রবের উপর নির্ভর করলাম। অতঃপর গৃহের অধিবাসীদের সালাম করবে।

أخرجه أبو داود في سننه رقم (৫০৯৬) عن إسماعيل حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ صحيح। এর রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।

السلسلة الصحيحة المجلد الأول رقم (২২৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হাদিসটিকে صحيح সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কেননা আবু মালিক আল আশআরি থেকে বর্ণনাকারী শুরাইহ ইবনু উবাইদ অধিক ইরসাল (كثير الإرسال.) করেন। হাফিজ আল 'আলায়ি (২৩৭) (جامع التحصيل) আবু হাতিম আল রাযি থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি একজন مرسل রাভি। হাফিজ ইবনু হাজার (৩২৯ :4) (تهذيب التهذيب) আবু হাতিম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, আবু মালিক আল আশআরি থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি مرسل ।

হাদিস- ২

حديث: بل أنت هشام

"বরং তুমি হিশাম"।

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (৮২৫) عن عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له شهاب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم فذكره

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটির সনদ حسن । ইমরান বিন দাউর ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ও সহিহ বুখারি'র রাভি। তিনি সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও ভুল-ভ্রান্তির শিকার হন। (كما في التقريب) হাদিসটি এ অধ্যায়ে ইমাম আবু দাউদ এর একটি সনদহীন বর্ণনা।

انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد الأول رقم (৩১৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উক্তিটি সঠিক নয়। কেননা কাতাদা একজন مدلس রাভি। তিনি মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ দেননি। হাফিজ ইবনু হাজার تعريف أهل التقديس গ্রন্থে তাকে مدلس রাভিদের তালিকায় তৃতীয় স্তরে গণ্য করেছেন। আরো যাদেরকে এ স্তরে গণ্য করা হয়েছে তারা হলেন,

حبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج وأبا الزبير وغيرهم

এ ধরনের রাভিদের تدليس এর কারণে গ্রন্থকার অনেক হাদিস ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। আবুয যুবাইর এর تدليس এর কারণে তিনি ইমাম মুসলিম এর অনেক হাদিসও ضعيف বলেছেন। তিনি বলেন, আবুয যুবাইর একজন مدلس রাভি। তিনি মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য স্পষ্ট করেননি। আবুয যুবাইর এর تدليس এর কারণে যদি সহিহ মুসলিম এর হাদিস ضعيف হয়, তবে কাতাদা'র تدليس এর কারণে এ হাদিস ضعيف হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। গর্তে মুত্রত্যাগ করার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আবদুল্লাহ বিন সারজিস এর হাদিসকে তিনি ضعيف সাব্যস্ত করেছেন।

كتابه إرواء الغليل الجزء الأول (ص ৯৩: ৯৪) رقم (৫৫)

হাদিস- ৩

مااالسماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»

"কুরসি'র তুলনায় সপ্ত আসমানের উদাহরণ হলো, কোনো মরুভূমিতে ঝুলন্ত বৃত্তের মতো। কুরসি'র উপর আরশ এর শ্রেষ্টত্ব হলো বৃত্তটির উপর ঐ সকল মরুভূমির শ্রেষ্টত্বের মতো"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি ইবনু জারির বর্ণিত হাদিসটির সনদের উপর নিম্নোক্ত আলোচনা পেশ করেন-

. فذكر رواياته إلى أن قال الثاني: عن ابن زيد قال حدثني أبي قال: قال أبو ذر ... فذكره. أخرجه ابن جرير في تفسيره (৫/৩৯৯) حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد به.

তিনি বলেন, এ সনদের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে আমার মতে হাদিসটি منقطع। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেন।

فإن ابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة من رجال الشيخين يروي عنه ابن وهب وغيره وأبو محمد بن زيد ثقة مثله إلى أن قال وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الأخير

انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد الأول رقم (১০৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত উক্তি সঠিক নয়। এ সনদে উল্লিখিত ইবনু যাইদ ঐ ব্যক্তি নয়, তিনি যা মনে করেছেন। তিনি হলেন, আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলাম। তার প্রমাণ হলো, ইমাম ইবনু জারির স্বীয় তাফসির গ্রন্থে এ সনদ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলাম নামটি আলোচনা করেছেন। তবে কিছু কিছু জয়গায় তিনি নামটি অস্পষ্ট রেখেছেন। কিন্তু عمر بن محمد بن زيد নামটি খুব কম আলোচনা করেন। তার নিকট থেকে ইবনু ওয়াহাব এর সনদ আলোচনার সময় তিনি নামটি স্পষ্ট উল্লেখ করেন। ইমাম ইবনু কাসিরসহ যারা তার নিকট থেকে এ সনদ বর্ণনা করেছেন, তারা আনেকেই সনদটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

তারা সনদটি এভাবে বর্ণনা করেন-

فيقولون وقال عبد الرحمن بن ... زيد بن أسلم أو قال زيد بن أسلم
সনদের এ সংক্ষিপ্তকরণ মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় বহুল প্রচলিত। তারা সনদকে এভাবে দীর্ঘ করে আলোচনা করেন না - عمر بن محمد بن زيد ।

এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। আলোচনা দীর্ঘায়িত হবার আশঙ্কা না থাকলে এ প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতাম। তবে আমি এখানে একটিমাত্র উদাহরণ পেশ করলাম।

قال ابن جرير في تفسيره الجزء العاشر (ص ৫৩) على قوله تعالى يوم الحج الأكبر حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله يوم الحج الأكبر قال: يوم النحر يوم يحل فيه المحرم وينحر فيه البدن. وكان ابن عمر يقول: هو يوم النحر. وكان أبي يقوله. وقال ابن كثير على هذه الآية عن ابن عباس: الحج الأكبر يوم النحر. وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انتهى. من الجزء الثاني ص (৩৩৫)

গভীরভাবে লক্ষণীয়, ইবনু জারির ইবনু যাইদ নামক একজন অস্পষ্ট রাভিকে আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলাম নামে পরিচিত করেছেন। তাফসির এর কিতাবসমূহে আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলাম বহুল পরিচিত। তাফসির এর কিতাবসমূহে সনদটি عمر بن محمد بن زيد এভাবে আলোচনা করা হয়নি। হাদিসের গ্রন্থাবলিতেই এভাবে আলোচনা করা হয়।

যখন এ সনদের রাভি আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলাম হওয়াই সাব্যস্ত হলো, তবে হাদিসটির দুর্বলতা প্রমাণিত হলো। সুতরাং এ সনদ অন্যান্য রেওয়ায়াতসমূহের শক্তি বর্ধন করতে পারে না। আবু যাইদ আবু যর থেকে না শোনার বিষয়টি সর্বজনবিধিত।

হাদিস- 8

احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها
"জুমা'র খুতবা শোনার জন্য ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসো। কেননা মানুষ পশ্চাদপদতায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে, জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়বে"।

أخرجه أبو داود (১১৯৮) ، والحاكم (১/২৮৯) وعنهما البيهقي (৩/২৩৮) وأحمد (৫/১১) من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম হাকিম হাদিসটি ইমাম মুসলিম এর শর্তসাপেক্ষে সহিহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। আলবানি আরো বলেন, সিহাহ সিত্তা'র সংকলকগণ য়াহয়া বিন মালিক সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। যার ফলে হাদিসটি التهذيب ,التقريب ও التذهيب কোথাও আলোচিত হয়নি। আলবানি য়াহয়া বিন মালিক এর নামে একটি শিরোনাম কায়েম করেন এবং তার জীবনী বর্ণনাপূর্বক বলেন, এ ধনরনের হাদিস حسن স্তরে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত إن شاء الله ।

انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد الأول رقم (৩৬৫)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র বক্তব্যে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়।

এক. 'সিহাহ সিত্তা'র সংকলকগণ য়াহয়া বিন মালিক সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন'। কথাটি ঠিক নয়। বরং তারা তার জীবনী আলোচনা করেছেন। তারা য়াহয়া বিন মালিক এর আলোচনা করেছেন তার উপনামে। কেননা তিনি স্বনাম

য়াহয়া'র চেয়ে উপনামে বেশি প্রশিদ্ধ। মুহাদ্দিসগণ অনেক ক্ষেত্রে তাই করে থাকেন। যার ফলে আলবানি এ রাভিকে চিনতে পারেননি। তিনি একটু সতর্ক হলে এবং উপনামে তাকে তালাশ করলে তার হদিস পেয়ে যেতেন।
দুই. এ ধনরনের হাদিস حسن স্তরে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত। কথাটি ঠিক নয়। এটি صحيح হাদিস। ইমাম বুখারি ও মুসলিম তার নিকট থেকে একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। যার বর্ণনাকারী সাহাবিগণ হলেন,
عبد الله بن عمرو وجويرية بنت الحارث وغيرهما
তিন. কাতাদা একজন مدلس রাভি। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হাদিসটির মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করেননি। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেও কোনো রেওয়ায়াত পাওয়া যায়নি।

হাদিস- ৫

أرحامكم أرحامكم
"তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষা করো, তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষা করো ।
رواه ابن حبان (২০৩৭) والحافظ العراقي في المجلس (৮৬) من الأمالي عن الحسن بن سفيان ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه.. فذكره.
নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, হাদিসটি صحيح। ইমাম ইবনু হিব্বান (في صحيحه) হাদিসটি সংকলন করেন। ইমাম 'রাফি'ই'ও (في أماليه) নিম্নসনদে এটি বর্ণনা করেন।
من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم في الدنيا والآخرة»
"তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষা করো। এটি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের স্থায়িত্বের কারণ"।
এতে في مرضه বাক্যাংশটি উল্লেখ নেই।
انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد الثاني ص (৩৭৩) رقم (৭৩৬)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা কাতাদা একজন مدلس রাভি। তিনি হাদিসটির মৌখিক বর্ণনার বিষয়টি স্পষ্ট করেননি।

হাদিস- ৬

إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا.
"আল্লাহর নিকট সব চেয়ে বড় অপরাধ হলো, ১.একজন ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করলো। লোকটি তার প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলার পর মহিলাটিকে তালাক দিলো এবং স্ত্রীকে প্রদত্ত মাহরও আত্মসাৎ করলো। ২.যে ব্যক্তি কর্মচারী নিয়োগদানের পর তার পারিশ্রমিক আত্মসাৎ করলো। ৩.যে ব্যক্তি অনর্থক কোনো প্রাণীকে হত্যা করলো"।
رواه الحاكم (১৮২/২) من طريق ابن خزيمة أبي بكر محمد بن إسحاق الإمام المشهور ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري ثني أبي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن سيرين عن عمر مرفوعا
হাদিসটির উপর্যুক্ত সনদ সম্পর্কে ইমাম হাকিম বলেন, ইমাম বুখারি'র শর্তসাপেক্ষে হাদিসটি صحيح। ইমাম যাহাবি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবি'র কথা ঠিক নয়। কেননা আবদুল ওয়ারিস বিন আবদুস সামাদ বুখারি'র রাভি নয়। তিনি ইমাম মুসলিম এর রাভি। আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ থেকে ইমাম বুখারি হাদিস বর্ণনা করলেও তিনি একজন বিতর্কিত (متكلم فيه) রাভি। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবি (الميزان) বলেন, صالح الحديث । التقريب এ তাকে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে তিনি মাঝে-মধ্যে ভুল করেন। فهو حسن الحديث إن شاء الله.

السلسلة الصحيحة المجلد الثاني رقم (৯৯৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন দিনার এর কারণে হাদিসটি صحيح সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এ রাভির কারণে তিনি السلسلة الضعيفة গ্রন্থে একটি হাদিসকে ضعيف বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি মুহাদ্দিসগণের অভিমত পর্যালোচনা করার পর বলেন, হাদিস শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের ঐকমত্যের পর তার দুর্বলতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এ বিষয়ে নতুনভাবে গবেষণারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

انتهى من السلسلة الضعيفة المجلد الثالث ص (৪৬৪) . والله أعلم.

হাদিস- ৭

أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كف عضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل»

"আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ব্যক্তি হলো, যে মানুষের উপকার করে। আল্লাহর নিকট সব চেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো, কোনো মুসলমানের মুখে হাসি ফোটানো, অথবা দুর্ভোগ লাঘব করা, কিংবা ঋণ বা ক্ষুধামুক্ত করা। কারো প্রয়োজন পূরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এই মসজিদ তথা মদিনার মসজিদে এক মাস ই'তিকাফ করার চেয়ে আমার নিকট বেশি প্রিয়। যে ব্যাক্তি নিজের ক্রোধ নিবৃত্ত রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার অন্তরকে পরিপূর্ণ আশান্বিত করবেন। যে ব্যক্তি কারো প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগ নিল এবং তা পূরণ করলো, আল্লাহ তা'য়ালা তার কদম স্থির রাখবেন, যেদিন মানুষের কদম পিছলে যাবে। মন্দস্বভাব মুমিনের আমল এভাবে ধ্বংস করে, যেমন সিরকা মধুকে নষ্ট করে ফেলে"।

. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/٢٠٩/٢) وابن عساكر في التاريخ (١٨/١/٢) عن عبد الرحمن بن قيس الضبي نا سكين بن أبي سراج أنا عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ খুবই ضعيف। সাকিন নামক রাভিকে ইবনু হিব্বান অভিযুক্ত করে বলেন, তিনি موضوع হাদিস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারি তাকে منكر الحديث বলেছেন। আবদুর রহমান বিন কাইস আল যাব্বিও এ প্রকারের রাভি, বরং তার চেয়েও বেশি অভিযুক্ত। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, তিনি একজন متروك রাভি। আবু যুর'আ'সহ অন্যান্য ইমামগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এর চেয়েও একটি উত্তম সনদ বর্ণনা করেছেন-

فرواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص ৮ رقم৩৬) وأبو إسحاق المزكي في الفوائد المنتخبة (২/১৪৭/১) - ببعضه وابن عساكر (888/১১) من طرق عن بكر بن خنيس عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم

আলবানি আরো বলেন, সনদটি حسن। কেননা বকর ইবনু খুনাইস একজন সত্যবাদী রাভি। তবে তার কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে। হাফিজ ইবনু হাজার এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং হাদিসটি প্রমাণিত।

انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد الثاني ص (৬০৮) رقم (৯০৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। বকর ইবনু খুনাইসকে ইমাম যাহাবি (واه) ভিত্তিহীন বলেছেন। (الكاشف) আল খাযরাজি (الخلاصة) বিভিন্ন ইমামের উক্তি আলোচনার পর তাকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার تهذيب التهذيب গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। فراجعه إن شئت

হাদিস- ৮

بئس مطية الرجل زعموا

"ধারণা হলো মানুষের নিকৃষ্টতম বাহন"।

أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (৩৭৭) أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود قال: قيل له: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في زعموا قال ... فذكره.

وهكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (৭৬৩) ، وأبو داود (8৯৭২) والطحاوي قي المشكل (৬৮/১) من طرق عن الأوزاعي به إلا أنهم قالوا عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت إلخ.

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ صحيح এবং রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। ওয়ালিদ বিন মুসলিম থেকে রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে আবু কিলাবা মৌখিক বর্ণনার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

قال نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير أنا أبو قلابة نا أبو عبد الله مرفوعا به أخرجه الطحاوي وابن منده في المعرفة (২/২৫১/৩)

তিনি আরো বলেন, এ সনদটি صحيح ও মৌখিক বর্ণনাসমৃদ্ধ। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এখানে আবু আবদুল্লাহ হলো হুজাইফা। এ সনদটি ইমাম আহমদ এর সনদে ব্যাখ্যা সহকারে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

أو قال أبو مسعود لأبي عبد الله يعني حذيفة

এ কারণে মুসনাদে হুজাইফা'তে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

য়াহয়া বিন আবদুল আযিয এ সনদের বিরোধিতা করে বলেন,

فقال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود ... إلخ.

উপর্যুক্ত সনদটি شاذ অথবা منكر। এ সনদে য়াহয়া স্মরণশক্তি ও মুখস্তকরণে প্রসিদ্ধ রাভি নয়। তাকে হাফিজ ইবনু হাজার مقبول বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ متابعة এর সময় তিনি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু একক

বর্ণনার সময় দুর্বল (لين)। তার নির্ধারিত পরিভাষাটি এরূপ। এর বিপরীত হলে তার হাদিস কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

السلسلة الصحيحة المجلد الثاني (ص ٥٤٨، ٥٤٩) رقم (٨٦৬)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। কেননা এ সনদে হুজাইফা তার পূর্ববর্তী রাভি হুজাইফা'র সাক্ষাত পাননি। ইমাম যাহাবি (৪২৫ :২ الميزان) বলেন, আবু কিলাবা আল জারমি তাবি'ইদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় ও প্রসিদ্ধ আলিম। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি সাক্ষাৎ গ্রহণকে কোনো প্রকার গুরুত্ব না দিয়ে تدليس করতেন। তার নিকট কিছু পুস্তিকা ছিল, ঐ পুস্তিকা থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন এবং تدليس করতেন। হাফিজ ইবনু হাজার (৫৫১/১০) فتح الباري) ইমাম বুখারি'র উক্তি باب ما جاء في زعموا প্রসঙ্গে বলেন, সম্ভবত তিনি আবু কিলাবা'র এই হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال: قيل لأبي مسعود ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في زعموا قال: «بئس مطية الرجل»

হাদিসটি ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। انقطاع সত্ত্বেও হাদিসটির রাভিগণ নির্ভরযোগ্য। মনে হয় ইমাম বুখারি উম্মু হানি (রাদি.) এর হাদিসটি সংকলন করে এটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এতে উম্মু হানি (রাদি.) এর এ উক্তিটি রয়েছে -

زعم ابن أمي فإن أم هانيء أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم

হাদিস- ৯

كان يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء.

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় অধিক পরিমানে তেল ব্যবহার করতেন এবং পানি দ্বারা স্বীয় দাড়ি পরিপাটি করতেন।

رواه ابن الأعرابي في المعجم (١/٥٩) نا محمد يعني ابن هارون نا مسلم بن إبراهيم نا مبشر بن مكسر عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعا.

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ حسن। মুহাম্মদ বিন হারুন ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মদ বিন হারুন এর পরিচয় হলো, ইবনু ঈসা আবু বকর আল আযদি আল রাযায। (৩৫৪/৩) ترجمة الخطيب) খতিব বাগদাদি বলেন, আবুল আব্বাস বিন উকদা তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার হাদিস বিশুদ্ধ। ইমাম দারা কুতনি বলেন, তিনি মজবুত রাভি নন। মুবাশ্‌শার বিন মুকাস্‌সার সম্পর্কে ইবনু মুঈন বলেন, তিনি রাভি হিসেবে সৎকর্মশীল। ইবনু আবি হাতিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। অবশিষ্ট রাভিগণ বুখারি-মুসলিম এর রাভি।

والحديث عزاه في الجامع الصغير للبيهقي في شعب الإيمان عن سهل بن سعد وقال المناوي: وكذا الترمذي في الشمائل

আলবানি আরো বলেন, এটি একটি ভ্রান্তি। 'শামায়েলে তিরমিযি'তে সাহল (রাদি.) থেকে এ হাদিস বর্ণিত হয়নি। মূলত এটি হলো, আনাস বিন মালিক (রাদি.) এর হাদিস। (৪৪৪৫) مالك كما خرجته على المشكاة) সেখানে আমি হাদিসটি ضعيف বলে অভিহিত করেছি। তবে এটি উপর্যুক্ত হাদিসের জন্য شاهد হিসেবে গণ্য হতে পারে।

انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد الثاني ص (২৫১) رقم (৭২০)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। কেননা মুহাম্মদ বিন হারুন সম্পর্কে ইমাম যাহাবি (الميزان) বলেন, তিনি একজন বিতর্কিত রাভি। এজন্য গ্রন্থকার مختصر الشمائل (৩৬) ص) গ্রন্থে আনাস বিন মালিক (রাদি.) এর হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদিসে দুইজন ضعيف রাভি আছেন। (২৩৫৬ (وبيان ذلك في الضعيفة) ইমাম ইবনু কাসির বলেন, এ হাদিসে نكارة ও غرابة রয়েছে।

হাদিস- ১০

كان يحتجم في رأسه ويسميه أم مغيث
"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় সিঙ্গা লাগাতেন এবং এটিকে উম্মু মুগিস (উপশম দানকারী) বলতেন"।

أخرجه تمام في الفوائد (২/৩০) والخطيب في تاريخ بغداد (৯৫/১৩) من طريق زكريا بن يحيى الواسطي رحمويه ثنا بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أخبرني عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ... فذكره مرفوعا .

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ حسن। বিশর বিন আবদুল্লাহ ব্যতীত এ হাদিসের রাভিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (৩৬১/১/১ هذا ترجمة ابن أبي حاتم (। ইবনু আবি হাতিম তার কোনো দোষ-ত্রুটি (تعديل جرح) আলোচনা করেননি। তার নিকট থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য রাভি হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি ইবনু হিব্বান এর শর্ত-সাপেক্ষ নির্ভরযোগ্য। সম্ভবত الثقات গ্রন্থে তিনি তার আলোচনা করেছেন। আবদুল আযিয বিন উমার বুখারি-মুসলিম এর রাভি হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। ইমাম যাহাবি তাকে দুর্বল রাভিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল আযিয বিন উমার নির্ভরযোগ্য হলেও আবু মিসহার তাকে ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার (التقريب) বলেন, তিনি সত্যবাদী, তবে তার কিছু ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে।
والحديث غزاه السيوطي في الجامع للخطيب وحده فقصر. انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد الثاني ص (৩৯২/৩৯৩) رقم (৭৫৩)
এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। কেনান গ্রন্থকারের অভ্যাস হলো, কোনো রাভিকে শুধুমাত্র ইবনু হিব্বান এর নির্ভরযোগ্য ঘোষণাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেন না। ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ কোনো রাভিকে নির্ভরযোগ্য অভিহিত না করার কারণে তিনি অনেক হাদিস ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। নির্ভরযোগ্য রাভিদের তালিকায় আবদুল আযিয বিন উমার না থাকা সত্ত্বেও তিনি ইবনু হিব্বান এর অভিমতের উপর কীভাবে আস্থাশীল হলেন?

হাদিস- ১১

عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن.
"আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়িকা কৃতদাসীর কেনা-বেচা, তাদের উপার্জন ও উপার্জিত অর্থ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ حسن।

(حسن الصحيحة ২৯২২) . انتهى من صحيح ابن ماجة برقم ১৭৬১.

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, আলবানি'র উপর্যুক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। হাদিসটির সনদ حسن না হওয়ার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো,

فإنه من رواية عبيد الله الإفريقي وهو عبيد الله بن زجر عن أبي أمامه الباهلي وروايته عنه مرسلة وفي إسناده أبو جعفر الرازي وقد رواه أحمد في مسنده وبين الواسطة بين عبيد الله وأبي أمامة فأخرجه من حديث عبيد الله بن زحر علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة فظهر أن عبيد الله لم يسمعه من أبي أمامة والواسطة بينهما علي بن يزيد

হাফিজ ইবনু হাজার (التقريب) বলেন, হাদিসটি ضعيف। এ ধরনের সনদের কারণে গ্রন্থকার পূর্বেও হাদিসকে ضعيف সাব্যস্ত করেছেন। তিনি

৯২ السلسلة الصحيحة المجلد الرابع ص গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন, এ হাদিসের একটি شاهد আমি প্রাপ্ত হয়েছি, তবে এটি খুবই ضعيف। হাদিসটি আমি অবগতির জন্য উল্লেখ করেছি, প্রমাণ গ্রহণের জন্য নয়। হাদিসটির সনদ নিম্নরূপ-

عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة.

হাদিস- ১২

عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.

رواه أبو داود قال في تخريج المشكاة (১: ১৬৭)

"আম্মার বিন ইয়াসির (রাদি.) থেকে এই মর্মে হাদিস বর্ণিত আছে যে, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ফজরের নামায আদায়ের জন্য পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করেছেন। তারা হাতের তালু মাঠিতে স্থাপন করে একবার মুখমণ্ডল মাসেহ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার হাতের তালু মাঠিতে স্থাপন করে ঘাড় ও বগল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হাত মাসেহ করেছেন"।

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইমাম আল মুনযিরি হাদিসটির উপর আপত্তি করে এটির ব্যাপারে انقطاع এর অভিযোগ তোলেছেন। তবে ইমাম নাসায়ি'সহ অন্যান্য ইমামগণ متصل সনদে হাদিসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ صحيح। ইমাম আবু দাউদ সম্পূর্ণ হাদিসটি صحيح ও متصل সনদে বর্ণনা করেন। এ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, ঘটনাটি পবিত্র পাথর দ্বারা (তায়াম্মুমের আয়াত) পবিত্রতা হাসিলের বিধান নাযিল হবার পরের। হাদিসের এ ব্যাখ্যাটি شرح السنة থেকে সংকলিত।

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি সম্পর্কে এখানে এমন মন্তব্য করলেও অন্যত্র এটিকে ضعيف সাব্যস্ত করছেন।

তিনি (১: ১৮৫، ১৮৬) إرواء الغليل গ্রন্থে বলেন, জ্ঞাতব্য যে, হাদিসটি আম্মার বিন ইয়াসির (রাদি.) থেকে ضربتين শব্দে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সনদে إلى المرفقين শব্দ দ্বারাও বর্ণিত আছে। এ সকল বর্ণনা অভিযুক্ত ও অশুদ্ধ। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, (৬) التخليص ص) ইবনু আবদলি বার বলেন, আম্মার বিন ইয়াসির (রাদি.) থেকে বর্ণিত অধিকাংশ مرفوع রেওয়ায়াতে ضربة واحدة শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

ضربتين দ্বারা বর্ণিত সকল রেওয়ায়াত مضطرب। ইমাম বাইহাকি আম্মার বিন ইয়াসির (রাদি.) থেকে বর্ণিত সকল রেওয়ায়াত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। ضربتين শব্দ দ্বারা আরো কিছু আপত্তিযুক্ত রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। হাফিজ ইবনু হাজার التخليص এ এগুলো বর্ণনা করেছেন। আমি (ضعيف سنن أبي داود رقم (৫৮، ৫৯ গ্রন্থে কিছু কিছু বর্ণনার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পেশ করেছি।

হাদিস নং- ১৩

وعن أبي أمامة عن النبي-صلى الله عليه وسلم - قال: أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقد بيده فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه.

“আম্মার বিন ইয়াসির (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,আল্লাহর আলিদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় হলো, যাদের পরিবার-পরিজন নেই। তারা অধিক পরিমাণে নামায আদায় করে। ইখলাসের সঙ্গে রবের হুকুম পালন করে এবং গোপনেও তার আনুগত্য করে। সাধারণ মানুষের নিকট থাকে অপরিচিত, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তার দিকে কেউ আঙ্গুলি নির্দেশ করে না। অল্প জীবিকায় তার জীবন নির্বাহ হয়, এতে সে সবর করে। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা মাঠিতে আঘাত করে বললেন, এভাবেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তার মৃত্যুতে কম মানুষই ক্রন্দন করে। তার রেখ যাওয়া উত্তরাধিকার সম্পদ হয় অল্প।

رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجة

নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, এ হাদিসের সনদ حسن। (تخريج المشكاة (৫১৮৯)

এ হাদিস এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, তিনি হাদিসটি এখানে حسن বলে মন্তব্য করলেও অন্যত্র এটিকে ضعيف সাব্যস্ত করছেন।

ضعيف الجامع (১: ৩০৮) رقم (১০৭৩)

লেখক পরিচিতি

আবিদুর রহমান তালুকদার, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার জুলধা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৭১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহ মরহুম দুলা মিয়া ছিলেন সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা আলি আহমদ অসাধারণ গুণাবলিসম্পন্ন একজন বুজুর্গ আলিম। তিনি চট্টগ্রামে লেখাপড়া সম্পন্ন করার পর ভারতের প্রসিদ্ধ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাজাহিরুল উলুম সাহারনপুর সাহারনপুর থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কর্মজীবনে চট্টগ্রামের বক্সী হাটে অবস্থিত শমশের খাঁ জামে মসজিদে একাধারে চল্লিশ বছর ইমামতি করে ১৯৮২ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। তিনি অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ও দয়ালু লোক ছিলেন। তার ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে স্বীয় ছোট ভাই ফজল আহমদ শোকাহত হয়ে ইন্তেকাল করেন এবং দুই ভাই এক জানাযায় সমাহিত হন।

আবিদুর রহমান তালুকদার শাহমির পুর নূরুল উলুম তাজবিদুল কুরআন মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটজাজারী থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। তিনি চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলিয়া থেকে প্রথম শ্রেণিতে কামিল পাশ করেন। পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের লক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৯৫ খ্রি. বি.এ (অনার্স) সহ প্রথম শ্রেণিতে (দ্বিতীয় স্থান) এমএ. পাশ করেন। তিনি ২০১৫ খ্রি. সাদার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ডাবল মাস্টার্স করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল. ও বর্তমানে পিএইচ.ডি. গবেষণায় রত আছেন। তিনি ১৯৯৭ খ্রি. হাছনদণ্ডী এম. রহমান সিনিয়র মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন এবং চট্টগ্রামের সৈয়দ শাহ রোডে অবস্থিত আলহাজ্ব মফজল আলি জামে মসজিদে খতিব হিসেবে নিয়োজিত আছেন। শিক্ষতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখিতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি জাতীয়, স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সাময়িকীতে নিয়মিত লেখালেখি করেন। তিনি অনেক মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থের প্রণেতা। তিনি চট্টগ্রামের ইসলামি ভাবধারার লেখকদের একমাত্র সংগঠন 'জাগৃতি লেখক ফোরাম' এর সভাপতি। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থেগুলো হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অলৌকিক গুণাবলি ও হানাফি মাযহাব এর অপরূপ বৈশিষ্ট, ইমাম মহদির আত্মপ্রকাশ ও ফিতনার যুগে ঈমান রক্ষার উপায়, বিপন্ন অধিকার: উত্তরণের পথ, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রচিত 'আনন্দ ভূবনে আত্মার অভিযাত্রা', আবুল হাসান আলি রচিত 'কাসাসুন নাবিইয়িন', 'নাসিরুদ্দিন আলবানি'র হাদিস গবেষণা: একটি পর্যালোচনা' ও নূরুল ঈযাহ ইত্যাদি।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অলৌকিক গুণাবলি
বিপন্ন অধিকার: উত্তরণের পথ
ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ও ফিতনার যুগে ঈমান রক্ষার উপায়
আনন্দ ভূবনে আত্মার অভিযাত্রা, মূল: ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ
নূরুল ঈযাহ,মূল: শাইখ আবুল ইখলাস হাসান বিন আম্মার
কাসাসুন নাবিয়্যিন,মূল: সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাভি,